চূড়ান্ত খসড়া

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

প্রণয়নে

কানেক্ট কনসালটিং লিঃ(সিসিএল)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর

মে ২০১৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প

সিসিএল কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব তাহিয়া খলিল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিসিএল, ঢাকা

ড. ইশতিয়াক জামান
প্রধান উপদেষ্টা ও আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ
সিসিএল, ঢাকা

ড.সৈয়দ আলী আজহার
টিম লিডার ও মৎস্য বিশেষজ্ঞ

জনাব তাসফিয়া জামান
পরিচালক, সিসিএল, ঢাকা

জনাব মো: আবু সায়েম
পরিবেশবিদ

জনাব পিআর হোসেন
পরিসংখ্যানবিদ

আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দ

বেগম সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া
মহাপরিচালক

মো: গোলাম কবীর
পরিচালক

জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান
সহকারী পরিচালক

মূল্যায়ন সেক্টর
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রণয়নে-

কানেক্ট কনসালটিং লিঃ(সিসিএল)
CCL, House 204, Lane 2, 2nd Floor, Baridhara DOHS, Dhaka-1206, Bangladesh
Telephone: 01711595365 Mobile: 01713001700
Email: tkhalil@connectconsults.com, Web: www.connectconsults.com

মে ২০১৭

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সূচিপত্র		ii
শব্দ-সংক্ষেপ (Acronyms)		vii
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		viii
	প্রথম অধ্যায় প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী	
১.১	ভূমিকা	১
১.২	পটভূমি	১
১.৩	প্রকল্পের অবস্থান	২
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৫	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন	২
১.৬	প্রকল্পের অর্থায়ন	৩
১.৭	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	৩
	দ্বিতীয় অধ্যায় প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপরিধি (TOR) ও কার্যপদ্ধতি (Methodology)	৪
২.১	ভূমিকা	৪
২.২	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি	৪
২.৩	সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি	৫
২.৩.১	নমুনায়নের আকার/ সংখ্যা নির্ধারণ বা গণনাকরণ (Sample Size calculation)	৫
২.৩.২	উপকারভোগী প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা নির্ধারণ	৬
২.৩.৩	কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা নির্ধারণ	৭
২.৩.৪	প্রকল্প এলাকা ও নিয়ন্ত্রণ এলাকা নির্বাচন কৌশল	৭
২.৩.৫	গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative analysis)	৮
২.৩.৬	প্রশ্নাবলী তৈরিকরণ, চুড়ান্তকরণ ও অনুমোদন	৯
২.৩.৭	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা	৯
২.৩.৮	সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন	১০
২.৩.৯	তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	১০
২.৩.১০	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ	১০
২.৪	প্রতিবেদন প্রণয়নে কর্মপরিকল্পনা	১১
	তৃতীয় অধ্যায় প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৪
৩.১	ভূমিকা	১৪
৩.২	প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	১৪
৩.৩	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের (Component) মূল কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষমাত্রা অর্জন	১৭
৩.৩.১	নির্বাচিত জলাশয় এবং সংযোগ খাল খনন/পুন:খনন	১৭
৩.৩.২	সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান	১৮

৩.৩.৩	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ	১৮
৩.৩.৪	বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান	১৮
৩.৩.৫	প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম	১৮
৩.৪	বৎসর ভিত্তিক অর্থ ছাড়	১৯
৩.৫	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	২০
	চতুর্থ অধ্যায় প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা	
৪.১	ভূমিকা	২১
৪.২	ডিপিপি'র সংস্থান	২১
৪.৩	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্রয় কার্যক্রম	২২
৪.৩.১	কোটেশনের মাধ্যমে আসবাবপত্র ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	২২
৪.৩.২	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	২৪
৪.৩.২.১	নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুনঃখনন কাজে এলসিএস (Labour Contracting Society) এর মাধ্যমে জলাশয় পুনখনন কাজ সম্পন্নকরণ পর্যালোচনা	২৪
৪.৩.২.২	উপজেলা মৎস্য দপ্তর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী কর্তৃক কোটেশনের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ ক্রয়	২৬
	পঞ্চম অধ্যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	
৫.১	ভূমিকা	২৮
৫.২	উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২৮
৫.২.১	চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা	২৮
৫.২.২	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার	৩০
৫.২.৩	সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন	৩১
৫.২.৪	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	৩১
৫.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন	৩২
	ষষ্ট অধ্যায় প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ এবং ঝুকিসমূহ (SWOT Analysis)	
৬.১	ভূমিকা	৩৪
৬.২	সবল দিক (Strength)	৩৪
৬.৩	দুর্বল দিক (Weakness)	৩৪
৬.৪	সুযোগসমূহ (Opportunities)	৩৪
৬.৫	ঝুঁকিসমূহ (Threat)	৩৪
	সপ্তম অধ্যায় তথ্য বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, ও পর্যবেক্ষণ	
৭.১	ভূমিকা	৩৬
৭.২	প্রকল্পের পুনঃখননকৃত ও পোনা অবমুক্তকৃত জলাশয়সমূহের সুফলভোগী ও কন্ট্রোলগ্রুপ হতে প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ	৩৬
৭.২.১	প্রকল্পের চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন এবং বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের ফলে প্রাপ্ত সুফলসমূহ	৩৬
৭.২.২	জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ ও উৎপাদন	৩৭
৭.২.৩	পুনঃখননকৃত ও পোনা অবমুক্তকৃত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য	৩৯
৭.২.৪	পরিবেশের ওপর সৃষ্ট প্রভাব	৪১

৭.২.৫	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ থেক প্রাপ্ত উপকার সমূহ	৪১
৭.২.৬	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রভাত বিশ্লেষণ	৪২
৭.২.৭	আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আয় বৃদ্ধিতে প্রভাব বিশ্লেষণ	৪৩
৭. ৩	প্রকল্পের বেসরকারি খামারে এসআইএস প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান	৪৪
৭.৩.১	প্রকল্পের উপকারভোগী অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগচাষি পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্যদের এ ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৪৪
৭.৩.২	প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত উপকারসমূহ	৪৫
৭.৩.৩	দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)	৪৬
৭.৩.৪	পরিবেশের ওপর প্রভাব	৪৭
৭.৩.৫	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রভাব বিশ্লেষণ	৪৭
৭.৩.৬	প্রকল্প থেকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকার সমূহ	৪৭
৭.৩.৭	আয় বৃদ্ধিতে প্রভাব	৪৮
৭.৪	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন ও কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (FGD এবং KII)	৪৮
৭.৪.১	প্রকল্পভূক্ত ২৬ (ছাব্বিশ) জেলায় এফজিডি	৪৮
৭.৪.২	কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)	৪৯
৭. ৫	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল	৫০
	অষ্টম অধ্যায় পর্যবেক্ষণ	
৮. ১	ভূমিকা	৫৩
৮.২	সার-সংক্ষেপ	৫৩
	নবম অধ্যায় সুপারিশমালা	
৯.১	ভূমিকা	৫৫
৯.২	সুপারিশমালা	৫৫
	উপসংহার	৫৭
	তথ্যসূত্র	৫৮

সারণিসমূহ

সারণি নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সারণি-১	জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প এলাকার ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার নমুনার আকার ও বিন্যাস	৫
সারণি-২	উত্তরদাতাদের শ্রেণী বিন্যাস ও সংখ্যা	৯
সারণি-৩	তারিখ ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	১৩
সারণি -৪	প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল, ব্যয় ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	১৪
সারণী-৫	প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণী	১৫
সারণি-৬	সংশোধিত এডিপি বরাদ্ধ ও অগ্রগতি	১৯
সারণি-৭	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন	২১
সারণি-৮	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণী	২২
সারণি-৯	বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছের চাষ সংক্রান্ত তথ্য	৩০
সারণি-১০	প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগের তুলনায় (২০০৯-২০১০) প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় প্রাপ্ত উপকার/ প্রভাবসমূহ	৩৬
সারণি -১১	জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ	৩৮

সারণি -১২	মৎস্য ও অন্যন্য জলজ প্রাণী বা জীববৈচিত্রের অবস্থা	৪০
সারণি -১৩	প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ	৪২
সারণি-১৪	কর্মসংস্থান বিষয়ে সুফলভোগীদের মতামত	৪২
সারণি- ১৫	দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছ চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের হার (%)	৪৪
সারণি-১৬.	২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীদের প্রাপ্ত উকারসমূহ	৪৫

চিত্রসমূহ

চিত্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চিত্র-১	প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থায়নের অবস্থা(লক্ষ টাকা)	৩
চিত্র-২	সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%)	৬
চিত্র-৩	ঢাকা জেলায় কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%)	৮
চিত্র-৪	ঢাকা ছাড়া অন্যান্য জেলায় কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%)	৮
চিত্র-৫	কার্যক্রমের প্রবাহ-চিত্র	১১
চিত্র-৬	বারচার্টে কর্ম-পরিকল্পনা	১২
চিত্র-৭	রাজস্ব ও মুলধন খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন (লক্ষ টাকা)	১৪
চিত্র-৮	বৎসর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ এবং অগ্রগতি	১৯
চিত্র-৯	প্রকল্প তদারকি, মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কমিটি ও সংগঠনসমূহ	২০
চিত্র-১০	প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগে ও বর্তমানে বসতবাড়ীর অবস্থার পরিবর্তন (%)।	৩২
চিত্র-১১	জলাশয় উন্নয়ন ও পুনখননের ফলে উপকার হয়েছে ও উপকার বুঝা যায়নি এমন উত্তরদাতার শতকরা হার (%)	৩৭
চিত্র-১২	জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদের হার শতকরা (%)	৩৮
চিত্র-১৩	জলাশয় থেকে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মোট আহরণ (কেজি/হেক্টর)	৩৯
চিত্র-১৪	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাপ্যতার বিষয়ে উত্তরদাতার শতকরা হার (%)	৪০
চিত্র-১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর সৃষ্ট প্রভাবের বিষয়ে উত্তর দাতার শতকরা হার (%)	৪১
চিত্র-১৬	প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ সম্পর্ক উত্তর দাতাদের শতকরা হার (%)	৪২
চিত্র-১৭	জলাশয়ের সুফলভোগীদের মাসিক গড় আয় (টাকা)	৪৩
চিত্র-১৮	প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে বর্ধিত কর্মসংস্থানের হার (%)	৪৩
চিত্র-১৯	প্রকল্পভূক্ত জলাশয়ের সুফলভোগীদের বিভন্ন প্রকার সম্পদের ধরণ ও সুফলভোগীর শতকরা হার (%)	৪৪
চিত্র-২০	২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত উপকারসমূহ সম্পর্কে সুফলভোগীদের মতমতের শতকরা হার (%)	৪৬
চিত্র-২১	প্রকল্প এলাকা এবং কন্ট্রোল এলাকায় দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন (কেজি/ হেক্টর)	৪৬
চিত্র-২২	পরিবেশের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণ (%)	৪৭
চিত্র-২৩	প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ	৪৭

ছবিসমূহ

ছবি নং	ছবির বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ছবি-১ ও ২	লালমটিয়া,সিসিএল এর এর কার্যালয়ে তথ্য সংগ্রকারীদের প্রশিক্ষণ	১০
ছবি-৩	তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু কর্তৃক কুষ্টিয়া সদরের কুমা নদীর পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন	২৮
ছবি-৪	সমীক্ষা চলাকালে প্রকল্পভূক্ত দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ছোট যমুনা নদী (মরা নদী) থেকে আহরিত টাকি মাছ	৩০
ছবি-৫ ও ৬	পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলা এবং নাটোর জেলার সিংড়া, উপজেলায় কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	৪৯

ছবি-৭ ও ৮	পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	৫০
ছবি-৯ ও ১০	পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনাা	৫০
ছবি-১১ ও ১২	সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালার বিশেষ অতিথি আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান কর্মশালায় অংশগ্রহণকরীদের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন	৫১
ছবি-১৩ ও ১৪	সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় দলীয় কাজের উপস্থাপনা	৫২
ছবি-১৫ ও ১৬	সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মুক্ত আলোচনা	৫২
ছবি-১৭ ও ১৮	সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালার বিশেষ অতিথি আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা হাসান, প্রধান অতিথি জনাব মনিরুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাগগঞ্জ এবং সভাপতি ড.ইসতিয়াক জামান কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখছেন	৫২

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১	সফল উদ্যোক্তার কেস স্টাডিসমূহ	৫৯
পরিশিষ্ট-২	চেকলিষ্টসমূহ (চেকলিষ্ট ১.১, ১.২, ২.১, ২.২, ৩.১, ৩.২, ৪, ৫, ৬.১, ৬.২, ৬.৩, ৬.৪, ৭ ও ৮)	৬১

শব্দ-সংক্ষেপ (Acronyms)

BCR	: Benefit Cost Ratio
CBO	: Community Based Organization
CCL	: Connect Consulting Limited
DCI	: Data Collecting Instrument
DoF	: Department of Fisheries
DPP	: Development Project Proforma
ETP	: Effluent Treatment Plant
EOI	: Expression of Interest
FGD	: Focus Group Discussion
GoB	: Government of Bangladesh
IMED	: Implementation Monitoring and Evaluation Division
IRR	: Internal Rate of Return
IUCN	: International Union for Conservation of Nature
KII	: Key Informant Interview
KOV	: Key Outcome Variables
KTP	: Key Technical Personnel
LCS	: Labour Contracting Society
NPV	: Net Present Value
PPR	: Public Procurement Rules
PCR	: Project Completion Report
QHS	: Quantitative Household Survey
SIS	: Small Indigenous Species
SPSS	: Statistical Package for Social Science
SQ	: Structured Questionnaire
SWOT	: Strength Weakness Opportunities and Threats
TOR	: Terms of Reference

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

দেশীয় প্রজাতির মাছের মধ্যে প্রায় ১৪০ টি ছোট জাতের মাছ যারা মূলত অভ্যন্তরীণ জলাশয় তথা খাল, বিল, নদী, প্লাবনভূমি ও অন্যান্য জলাশয়ে বিচরণ করে এবং প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট কারণে এসকল জলাশয় পলি দ্বারা ভরে যাচ্ছে, এমনকি অনেক জলাশয় ইতোমধ্যে ভরে গেছে এবং ৬৪ টি মাছের প্রজাতি বর্তমানে বিপদাপন্ন (আই.ইউ.সি.এন,২০১৫)। এমনই এক অবস্থার মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প" নামের এই প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৩৯৪২.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২০১০ সন থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারের রাজস্ব অর্থে বাস্তবায়িত হয় যা দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৭৭টি উপজেলায় বিস্তৃত ছিল।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা; দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ করা, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করা; সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ছিল নির্বাচিত জলাশয় ও সংযোগ স্থাপনকারী খাল খনন/পুনঃখনন করা, জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ করা, ৫৭ টি সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান, ৫০০ জন চাষিকে মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান এবং চাষি, সুফলভোগী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৩ টি জলাশয় ও সংযোগ খাল পুনঃখননে ২৫৫৭.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এ খাতেই সবচেয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ প্রদান ও ব্যয় করা হয়েছে। এর পর রয়েছে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ কার্যক্রম যেখানে ৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা। সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থই ব্যয় করা হয়েছে। ৫০০ টি বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে ২০০.০০ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সমুদয় অর্থই ব্যয় করা হয়েছে। ৫০০ জনের স্থলে ৬০০ জন চাষিকে উক্ত অর্থ দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের চাষ করার জন্য অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক ও ভৌত অর্জন ১০০%।

সমীক্ষায় ২০১১ জন সুফলভোগী উত্তরদাতা এবং ১০০৫ কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্য উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সব মিলে নমুনা উত্তরদাতার সংখ্যা বা আকার হল ৩০১৬ । এই মূল্যায়ন সমীক্ষাটিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার যেমন: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, প্রশ্নাবলির মাধ্যমে মাঠ জরিপ, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন পর্যালোচনা, প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজসমূহ যেমন: বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রি ক্রয়, নির্মাণ কাজ, খনন/পুণঃখনন কাজ, মাছের পোনা ক্রয় ইত্যাদি এবং বিভিন্ন সেবাসমূহ যথাযথ নিয়মে (দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিপত্র সম্পাদন ইত্যাদি) এবং বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে কি না যেমন: পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ি করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ডকুমেন্টসসমূহ যাচাই করে দেখা গেছে যে প্রকল্পের ক্রয়সমূহ পিপিআর অনুসরণ করেই করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, প্রকল্পের চারটি উদ্দেশ্যই কম-বেশী সফল হয়েছে। কেআইআই এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ছোট মাছের উপাদন বৃদ্ধি, বাজার মূল্য স্থীতিশীল থাকা, আমিষের অভাব পূরণ হওয়া, স্থানীয়ভাবে অদৃশ্য হওয়া অনেক মাছ ফিরে

আসা,কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আবাসস্থল বেড়ে যাওয়ায় মা মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, ছোট মাছের প্রজনন বেড়ে যাওয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে এলাকায় ছোট মাছের দাম কমে যাওয়া, ছোট মাছ চাষে চাষিদের আগ্রহ বৃদ্ধি, পুষ্টির চাহিদা মিটা, এলাকায় ছোট মাছ চাষের সমপ্রসারণ হওয়া ইত্যাদি প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ছোট মাছের পরিমাণ ও প্রজাতি বেড়েছে, অনেক প্রজাতি বিলুপ্তীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, স্থানীয়ভাবে অদৃশ্য হওয়া অনেক মাছ ফিরে এসেছে, আবাসস্থল বেড়ে যাওয়ায় মা মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ছোট মাছের প্রজনন বেড়ে গেছে, খাল, বিল খনন/পুনঃখননের ফলে এগুলোর পানি ধরে রাখার ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে জীববৈচিত্র্য বেড়ে গেছে ।

প্রকল্প থেকে ১২৩ টি জলাশয়ের ২৫১ টি খনন/ পুনঃখনন করা হয়েছে সমাজভিত্তিক সংগঠন ও এলসিএস গঠনের মাধ্যমে। খনন/পুনঃখননকৃত জলাশয়সমূহে শিং, মাগুর, কৈ, মলা, বাটা, পুটি এবং খরকি মাছ মজুদ করা হয়েছে এবং সর্বমোট ৭৭৩.৪৪ মে.টন মাছ আহরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছেন ৩০৫৫১ জন সুফলভোগী (পিএমইউ রিপোর্ট,২০১৪)। জলাশয়সমূহে এখন বর্ষার শুরুতে নতুন পানি আসার সাথে সাথে টাকি, শোল, শিং, মাগুর মাছ ইত্যাদি মাছের পোনা পাওয়া যায় যা ছোট মাছের প্রজনন হওয়ার সূচক। প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মছের ও অন্যান্য জলজ প্রাণীদের বৈচিত্র্যতা বেড়েছে। জলাশয়সমূহে এখন শামুখ, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচিয়া, সাপ ইত্যাদি এখন আগের চেয়ে বেশী পাওয়া। সুফলভোগীদের মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন না কোন ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কার্যক্রমসমূহে সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে এবং সুফলভোগী চাষিদের মাসিক আয় কন্ট্রোল চাষিদের চেয়ে বর্তমানে ২৮৩০.৩৪ টাকা অর্থাৎ ১১.৪৯% বেশী যা আয় বৃদ্ধির সূচক। দেখা গেছে যে, ২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মৎস্য উৎপাদন বেশী হয়েছে এবং ২০১৩ সালে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয়েছে (২৯৫.০৯ কেজি/ হেক্টর)। কিন্তু পরবর্তীতে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন না কোনভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব পরেছে যা ছিল ধণাত্বক প্রভাব। তবে প্রকল্প এলাকায় বিশেষ করে বিল,নদী, প্লাবনভূমি ও বোরপিটের পানি দুষণের তথ্য পাওয়া যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মতে এখন আগের চেয়ে মাছের খামার বেড়েছে, মাছের উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে মাছ বাজারজাতকরণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের সবল দিকগুলো্র মধ্যে আছে প্রকল্পটিতে ভাল কর্মসূচি থাকা, জলাশয় খনন/পুনঃখনন/সংস্কার কার্যক্রম থাকা, ছোট মাছ সহ সার্বিকভাবে মাছের উপাদন ও জীববৈচিত্র্য বেড়ে যাওয়া, ছোট মাছ চাষে আগ্রহ, দক্ষতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি এবং বেকাররা মাছ চাষে যুক্ত হওয়া, দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, মাছ চাষ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া, মৎস্য সংরক্ষণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে মাছ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ হল বেসলাইন সমীক্ষা না থাকা, জনবলের প্রচন্ড অভাব থাকা, দেশীয় প্রজাতির পোনা না পাওয়া বা অনিশ্চয়তা থাকা, বরাদ্দের স্বল্পতা, খনন/পুনঃখনন কাজ তদারকি করার জন্য প্রকল্পের নিজস্ব জনবল না থাকা ভাল তদারকি না হওয়া, প্রকল্পটির মেয়াদ কম থাকা, সঠিক সময়ে বরাদ্ধ না পাওয়া, অবমুক্তির জন্য মাছের প্রজাতির সংখ্যা কম থাকা, প্রভাবশালীদের প্রভাব প্রতিরোধ করতে না পারা ইত্যাদি। সুযোগসমূহর মধ্যে রয়েছে জলাশয় খনন/পুনঃখনন/সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জলাশয় সৃষ্টির সুযোগ, কর্মসংস্থান বাড়ানোর সুযোগ, বাস্তবে দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ, বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ ফিরিয়ে আনার সুয়োগ, জীবেবৈচিত্র্য বাড়ানোর সুযোগ, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের সুযোগ ইত্যাদি এবং ঝুকিসমূহের মধ্যে আছে পানি দুষণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ (খরা,বন্যা), রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রভাবশালীদের অবৈধ প্রভাব, ছোট মাছের রেণু ও পোনা না পাওয়া, মাছের রোগ ও মৃত্যু, পাটগাছ জলাশয়ে ভিজিয়ে রেখে পচানোর ফলে মাছ মারা যাওয়া।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ের অন্য কোন প্রকল্প কার্যক্রম বা ইন্টারভেনশন ছিলনা বিধায় অন্য কোন কার্যক্রমর কারণে এ প্রকল্পের অর্জনকে প্রভাবান্বিত করার সুযোগ ছিল না।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী

ভূমিকা

এ অধ্যায়ে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতায় 'চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের পটভূমি, প্রকল্পের অবস্থান, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহে অর্থায়নের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

১.২ পটভূমি

মৎস্য সেক্টর বাংলাদেশের মানুষের প্রায় ৬০% প্রাণীজ আমিষের যোগান দেয়। অন্যদিকে বাৎসরিক মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮৩.৭২ % অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অবদান (ডিওফ,২০১৬)। ২০১৪-১৫ সলে দেশের মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ১.৯২% এসেছে মৎস্য খাত থেকে, জিডিপিতে এর অবদান ছিল ৩.৬৯ % এবং কৃষিতে অবদান রেখেছে ২৩.১২% (ডিওফ,২০১৬)। কিন্তু দেশের ক্রমাগত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্রমধারায় ২০১৪-১৫ সালের ২৯.৫৩ লক্ষ মে.টন মাছের উৎপাদনে শুধুমাত্র বড় প্রজাতির মাছগুলোকে তাদের অবদানের জন্য এককভাবে গুরুত্ব না দিয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের অবদানকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। বিগত ১৫ বছরের (২০০০-২০২১ হইতে ২০১৪-২০১৫) মৎস্য উৎপাদনের গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৪৬ % (ডিওএফ,২০১৬)। কিন্তু ২০২০-২০২১ সালে দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রক্ষেপিত মৎস্য চাহিদা ধরা হয়েছে ৪৫.২৮ লক্ষ মে.টন। এ চাহিদা মিটাতে হলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকল প্রযুক্তি ও বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে মাছকে বিবেচনায় আনলেই হবে না বরং মছের আবাসস্থল এবং জলের সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। আর তা না করতে পারলে মাছের উৎপাদনই শুধু নয় বরং জলজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন তথা জীবকল্যাণ ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষাও ব্যহত হবে। তাই অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোতে দেশীয় মাছের ছোট প্রজাতিগুলোর সংরক্ষণ ও উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু সকল জলাশয়ে একসাথে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কঠিন বিষয়। আর এ জন্যই দেশের কিছু চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়সমূহে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সহ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, প্রজনন করার সুযোগ প্রদান এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্য চাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্যই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। দেশে মৎস্য ও চিংড়ি চাষি রয়েছে প্রায় ১৪৬.৯৭ লক্ষ এবং সামুদ্রিক জেলে সহ মোট জেলে রয়েছে প্রায় ১৩.১৬ লক্ষ যাদের জীবন-জীবিকা সরাসরি মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীল (ডিওফ,২০১৩-১৪)। দেশের প্রায় ১৪০ টি মৎস্য প্রজাতি ছোট জাতের মাছ যারা মূলত অভ্যন্তরীণ জলাশয়েই বিচরণ ও প্রজনন করে থাকে। কিন্তু এসকল জলাশয়ের অন্তর্ভুক্ত নদী,বিল, প্লাবনভূমি এ সবই পলি দ্বারা ভরে যাচ্ছে এবং অনেক জলাশয় ইতোমধ্যেই ভরে গেছে। অন্যদিকে কলকারখানার বর্জ্য, ফসল উপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে জলাশয় দুষণ বর্তমানে একটি মারাত্বক সমস্যা। দুষণের কারণে প্রজনন, মাছ ও অন্যান্য জলজজীবের ডিমধারণ ক্ষমতা, বাচ্চাদের মৃত্যুহার, জলজ উদ্ভিদের জন্ম,মাছের প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন ইত্যাদিকে মারাত্বকভাবে প্রাভাবিত করছে। অন্যদিকে এ সকল কারণ ছাড়াও প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব ও মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে ৬৪ টি প্রজাতির মাছ বর্তমানে হুমকির মধ্যে রয়েছে (আই.ইউ.সি.এন,২০১৫)। এমনই এক অবস্থার মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প" নামের এই প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা করেছে।

প্রকল্পটি দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২০১০ সন থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারের রাজস্ব অর্থে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১২৩ টি চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন করে সুফলভোগী দল গঠনের মাধ্যমে এগুলো ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা

প্রদান করা হয়েছে, মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে, ৫৭ টি সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে এবং সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কি ধরণের ফলাফল বা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তা মূল্যায়ন সমীক্ষার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (IMED)মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ'' প্রকল্পের জন্যও EOI আহবান করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে CCL উক্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাবনা দাখিল করে। CCL কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবনা গৃহীত হয় এবং মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক কার্যাদেশ প্রদান করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে CCL কার্যক্রম শুরু করে এবং সমীক্ষাটি যথযথভাবে শেষ করে।

১.৩ প্রকল্পের অবস্থানঃ দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৭৭টি উপজেলা।

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ:

(ক) চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

(খ) দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করা;

(গ) সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা এবং

(ঘ) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১.৫ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

'চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পটি' সরকারের একটি সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রকল্প। প্রকল্পটি মূল ডিপিপি অনুযায়ী জুলাই, ২০১০ হইতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য অনুমোদন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ৪ এপ্রিল ২০১২ খ্রি. তারিখে প্রথমবার ডিপিপি সংশোধন করা হয়। কারণ: (১) মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় যে ডিপিপিতে উল্লেখিত ০৯ টি জলাশয় পুন:খননের জন্য উপযুক্ত নয়, তাই উক্ত জলাশয়গুলো তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; (২) প্রকল্পভূক্ত ৬ (ছয়)টি জলাশয়ের নাম এবং অবস্থান যা ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে তাহাতে ভুল থাকায় সেগুলো সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং প্রকল্প পরিচালক নিজেই মনে করেছিলেন যে নতুন কিছু চিহ্নিত জলাশয় পুনঃখনন করা প্রয়োজন । তাই মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত বাজেট এবং অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তীত রেখে উক্ত চিহ্নিত জলাশয়সমূহ বাদ দিয়ে তার স্থলে নতুন জলাশয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ জন্য প্রথমবার ২০১২ সালে ডিপিপি সংশোধন করা হয় যা ৪ এপ্রিল ২০১২ খি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং মপ্রাম/মপ-২/১১/২০০৮ (২য় খন্ড)/৭৮; তারিখ: ০৪ এপ্রিল,২০১২/ ২১ চৈত্র, ১৪১৮ অনুযায়ী সময়বৃদ্ধি না করে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত প্রথমবার সংশোধনে সময় বৃদ্ধি না হলেও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় যা মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত ব্যয় ৩৫৮৪.২২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে উত্ত ব্যয় ৩৯৪২.২২ লক্ষ টাকা করা হয় এবং উক্ত ব্যয় বৃদ্ধি মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত ব্যয়ের চেয়ে প্রায় ১০% বেশী (সংশোধিত ডিপিপি, ২০১২)। প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রকল্পের ডিপিপি দ্বিতীয়বার ব্যয়বৃদ্ধি না করে সংশোধন করা হয় যেখানে ব্যয়ের আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয় ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১০ হইতে জুন ২০১৪ সাল পর্যন্ত করা হয়। উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির বেশ কয়েকটি কারণ ছিল, যেমন: (১) প্রথমবারের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ি ২০১২-১৩ অর্থবছরে এডিপিতে ১৪৬৯.০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কথা থাকলেও ৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত প্রকল্পে NPV ক্যালকুলেট করা হয় আর্থিক-৩৬৬০.৮৫ এবং অর্থনৈতিক-৭০৫৩.১৬; BCR ক্যালকুলেট করা হয় আর্থিক-১.৫৩ এবং অর্থনৈতিক-২.০৩ এবং IRR ক্যালকুলেট করা হয় আর্থিক-৪৬.৮৫ এবং অর্থনৈতিক-৪০.১৪ (সূত্র: প্রকল্পের ডিপিপি,২০১০)।

(২) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অবশিষ্ট ৫৬৯.০২ লক্ষ টাকা ধরে মোট ১৪৬৯.০২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ধারণা করেন যে, সকল অনুষ্ঠানিকতা পালন করে সংশোধিত এডিপি অনুমোদন করতে মার্চ এর শেষ অথবা এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ করে পুনঃখনন, পোনা মজুদ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ উক্ত অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না, কেননা ততদিনে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাবে। আপরদিকে, প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে জুন ২০১৩ খি. তারিখে। সে কারণে উক্ত সময়ে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি হলে অতিরিক্ত ৪০ হেক্টর চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করা সম্ভব হবে, দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঋণাত্বক প্রভাব কিছুটা উপশম হবে, দরিদ্র মানুষের খন্ডকালীন কর্মসংস্থান হবে এবং প্রান্তিক জেলে ও গণমানুষের প্রোটিন ও অন্যান্য পুষ্টির যোগান বাড়বে। তাই প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি না করে এক বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রকল্পটি জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় (সংশোধিত ডিপিপি, ২০১৩) । প্রকল্পের সংশোধিত বাজেট বরাদ্ধ এবং ভৌত অগ্রগতি (%) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী অর্থবরাদ্দ এবং সর্ব্বোচ্চ অগ্রগতি ছিল ২০১১-১২ অর্থ বছরে (৪৭.৯১%) এবং সর্বনিম্ন ছিল ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে (১৪.৫৩ %)। বৎসর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ এবং ভৌত অগ্রগতি লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো (চিত্র: ১)।

চিত্র-১: প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থায়নের অবস্থা (লক্ষ টাকা)

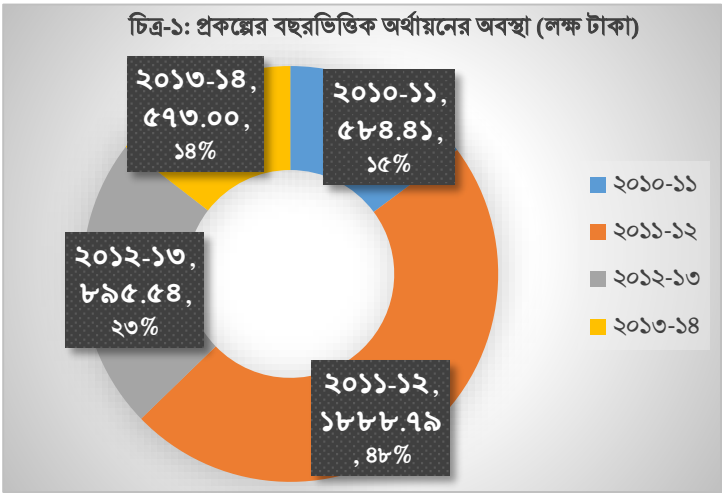

১.৬ প্রকল্পের অর্থায়ন

বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অনুদানে নিম্নরুপভাবে এ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়:

অনুমোদিত ডিপিপি	স্থানীয় মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	বৈদেশিক মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	মোট অনুদান (লক্ষ টাকা)	**মন্তব্য**
মূল ২০/০৭/২০১০	৩৫৮৪.২২	-	৩৫৮৪.২২	
১ম সংশোধন ০৪/০৪/২০১২	৩৯৪২.২২	-	৩৯৪২.২২	মূল ডিপিপি এর তুলনায় +৩৫৮.০০ (১০%)
২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি ১৫/০৯/২০১৩	৩৯৪২.২২	-		আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয় ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১.৭ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল

মূল ও সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পে পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ডিপিপি	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		মোট সময়
	আরম্ভ	শেষ	
মূল অনুমোদিত	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৩	৩ বছর
১ম সংশোধিত ও অনুমোদিত	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৩	৩ বছর
২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই, ২০১০	জুন, ২০১৪	৪ বছর

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপরিধি (TOR) ও কার্যপদ্ধতি (Methodology)

২.১ ভূমিকা

যে কোন সমীক্ষা/ গবেষণা/ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে সাধারণত সুফলভোগী ও সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এই সমীক্ষার ক্ষেত্রেও সার্ভে, কেআইআই, এফজিডি, ডকুমেন্টস রিভিউ এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (টিওআর), সমীক্ষার কর্ম-পদ্ধতি, নমুনায়নের আকার/ সংখ্যা নির্ধারণ বা গণনাকরণ, কন্ট্রোলগ্রুপ উত্তরদাতার প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা নির্ধারণ, উপকারভোগীর প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা নির্ধারণ, প্রকল্প এলাকা ও নিয়ন্ত্রণ এলাকা নির্বাচন কৌশল, গুণগত বিশ্লেষণ, চেকলিষ্ট তৈরিকরণ, চুড়ান্তকরণ ও অনুমোদন, ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন, তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নে কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

২.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের পরামর্শক হিসাবে “কানেক্ট কনসালটিং লিমিটেড” নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্পন্ন করেছে। উক্ত সমীক্ষার কার্যপরিধি নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

ক. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় অঙ্গ ভিত্তিক প্রকল্পের প্রভাব নিরুপণ, কোন ব্যত্যয় ঘটলে তার কারণসমূহ উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা।

খ. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, পোনা অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসংঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাকরণ।

গ. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য-উপাত্ত সহকারে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা।

ঘ. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

ঙ. প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান।

চ. প্রকল্পের আওতায় চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ ও পর্যালোচনা করা।

ছ. প্রকল্পভূক্ত ৫৭ টি সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদানের ফলে এর প্রভাবসমূহ নিরুপণ ও পর্যালোচনা করা।

জ. দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ এবং পর্যালোচনা করা।

ঝ. বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদানের প্রভাব যাচাইকরণ ও পর্যালোচনা করা।

ঞ.সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রভাব যাচাইকরণ ও পর্যালোচনা করা।

জ.প্রকল্পের আওতায় সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে জলাশয়সমূহে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন হয়েছে কি না এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে কিনা তার যথার্থতা যাচাই ও পর্যালোচনাকরণ ।

২.৩ সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি

এই মূল্যায়ন সমীক্ষাটিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যেমন: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মাঠ জরিপ, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন পর্যালোচনা, প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজসমূহ যেমন: বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রি ক্রয়, নির্মাণ কাজ, খনন/পুণ:খনন কাজ, মাছের পোনা ক্রয় ইত্যাদি এবং বিভিন্ন সেবাসমূহ যথাযথ নিয়মে (দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিপত্র সম্পাদন ইত্যাদি) এবং বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে কি না যেমন: পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

২.৩.১ নমুনায়নের আকার/ সংখ্যা নির্ধারণ বা গণনাকরণ (Sample Size calculation)

নমুনা আকার: পক্ষপাতহীন চয়নের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে ২৬ টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর নিচের ফর্মুলা ব্যবহার করে প্রতি জেলায় মোট উত্তরদাতার সংখ্যা অর্থাৎ নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{1.5\bar{p}(1-\bar{p})\left(Z_{1-\beta} + Z_{\frac{\alpha}{2}}\right)^2}{(p_1 - p_2)^2}$$

যেখানে,

$n =$ প্রতি জেলায় নমুনা সংখ্যা

$p_1 - p_2 =$ ফলাফলের প্রপরশনের পার্থক্যঃ ০.২৫-০.৪০=০.১৫

$Z_{1-\beta} =$ ৮০% পাওয়ারে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুঃ ০.৮৪

$Z_{\frac{\alpha}{2}} =$ ৫% লেভেল অব সিগনিফিকেন্সে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুঃ ১.৯৬

নির্বাচিত ২৬ টি জেলার মধ্যে রয়েছে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, বগুড়া, রাজশাহী, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, মৌলভীবাজার, বরিশাল ও ভোলা জেলা। এসব জেলার মধ্য থেকে ১০৪ টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে।

অতএব, প্রতি জেলায় নমুনার আকার হল ১১৬। এই সংখ্যাকে প্রতিটি জেলায় উপজেলার সংখ্যার আনুপাতিক হারে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এতেকরে ২৬ টি জেলায় মোট নমুনার সংখ্যা দাঁড়িয়েছ ৩০১৬। এই সংখ্যার দুইভাগ উপকারভোগী উত্তরদাতা ও একভাগ নিয়ন্ত্রণ উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। অতএব, প্রকল্পভূক্ত এলাকা ও নিয়ন্ত্রণ এলাকায় মোট উত্তরদাতার সংখ্যা হল যথাক্রমে ২০১১ ও ১০০৫ জন। বিস্তারিত সারণি-১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১: জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প এলাকার ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার নমুনার আকার ও বিন্যাস

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	প্রতি জেলায় সুফলভোগী/উত্তরদাতা (respondent)	সুফলভোগী	কন্ট্রোল
ঢাকা	ঢাকা	সাভার,ধামরাই,দোহার,নবাবগঞ্জ	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
	গাজীপুর	সদর,শ্রীপুর,কাপাশিয়া,কালিয়াকৈর	ঐ	৭৭	৩৯
	নারায়নগঞ্জ	সদর,সোনারগাঁও,আড়াইহাজার,রুপগঞ্জ	ঐ	৭৭	৩৯
	ফরিদপুর	সদর,মধুখালী,বোয়ালমারী,ভাংগা	ঐ	৭৭	৩৯
	টাঙ্গাইল	সদর,মির্জাপুর,দেলদুয়ার,কালিহাতি	ঐ	৭৭	৩৯
	মানিকগঞ্জ	সদর,সিঙ্গাইর,ঘিওর,শিবালয়	ঐ	৭৭	৩৯
	গোপালগঞ্জ	সদর,টুঙ্গীপাড়া,মুকসেদপুর,কাশিয়ানী	ঐ	৭৭	৩৯
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সদর, গৌরীপুর, ফুলপুর, ত্রিশাল	ঐ	৭৭	৩৯

	জামালপুর	সদর,মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ	২৯×৩=৮৭	৫৮	২৯
খুলনা	মাগুরা	সদর, শ্রীপুর, মুহম্মদপুর, শালিখা	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
	ঝিনাইদহ	সদর,মহেশপুর,কালিগঞ্জ,কোর্টচাঁদপুর,	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
	কুষ্টিয়া	সদর,মিরপুর,খোকশা,	২৯×৩=৮৭	৫৮	২৯
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সদর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ,কাজিপুর, শাহাজাদপুর, বেলকুচি, চৌহালি	২৯×৭=২০৩	১৩৫	৬৮
	পাবনা	সদর, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, আটঘরিয়া, সাথিয়া, বেড়া	২৯×৬=১৭৪	১১৬	৫৮
	নাটোর	সদর,বড়াইগ্রাম,সিংড়া	২৯×৩=৮৭	৫৮	২৯
	বগুড়া	সদর,শেরপুর,আদমদিঘী,কাহালু	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
	রাজশাহী	পবা, পুটিয়া, চারঘাট, মোহনপুর	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
রংপুর	নীলফামারী	সৈয়দপুর,জীবননগর,ডিমলা,ডোমার,	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
	গাইবান্ধা	সদর, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, ফুলছড়ি,	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
	দিনাজপুর	সদর,বীরগঞ্জ,পার্বতীপুর,কাহারোল	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	সদর, কচুয়া, মতলব (উ:), মতলব (দ:),শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ,	২৯×৬=১৭৪	১১৬	৫৮
	কুমিল্লা	সদর,চান্দিনা, মুরাদনগর, লাকসাম	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
	ফেনী	সদর,ছাগলনাইয়া,পরশুরাম,দাগনভূঞা	২৯×৪=১১৬	৭৭	৩৯
সিলেট	মৌলভীবাজার	সদর,কুলাউড়া,	২৯×২=৫৮	৩৯	১৯
বরিশাল	বরিশাল	সদর,মুলাদী,হিজলা,গৌরনদী,মেহেদীগঞ্জ	২৯×৫=১৪৫	৯৭	৪৮
	ভোলা	তজমুদ্দীন	২৯×১=২৯	১৯	১০
		মোট	**৩০১৬**	**২০১১**	**১০০৫**
		এফজিডি	**২৬×১০=২৬০**	**২৬০**	**-**
		কেআইআই	**২৬×২০=৫২০**	**৫২০**	**-**
		সর্বমোট	**৩৭৯৬**		

২.৩.২ উপকারভোগীর প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা নির্ধারণ

এই সমীক্ষাটিতে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ২৬ টি জেলার ১০৪ টি উপজেলায় ৩০১৬ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সংখ্যার তিন ভাগের দুইভাগ প্রকল্পের সুফলভোগী বা উপকারভোগী (Beneficiaries) উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে হিসাবে প্রকল্পভূক্ত এলাকা থেকে মোট ২০১১ জন সুফলভোগীর বা উপকারভোগীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার (KII) প্রদানকারীর শ্রেণী ও সংখ্যা নির্ধারণে ঢাকা জেলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন,

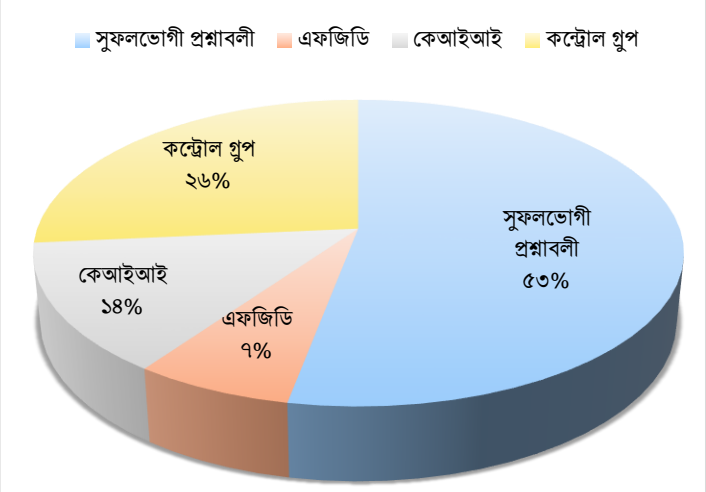

চিত্র-২. সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%)

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরকারি মৎস্য খামার ব্যবস্থাপক, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, মহিলাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং ব্যবসা সহ বিভিন্ন ধরণের পেশায় জড়িত গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের মধ্য থেকে প্রতি জেলায় বিশ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হযেছে। অন্যদিকে ঢাকা ছাড়া অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য খামার ব্যবস্থাপক, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন সহ সরকারী কর্মকর্তা, মহিলাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে প্রতি জেলা থেকে সর্বমোট বিশ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। জেলা ভিত্তিক মুক্ত দলীয় আলোচনার (FGD) ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবী, মহিলা প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধি সহ প্রতিটি FGDতে মোট ১০-১৫ জন জনের দলের সাথে জেলা ভিত্তিক মুক্ত দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার চিত্র-১ এ দেখানো হয়েছে।

২.৩.৩ কন্ট্রোলগুপ উত্তরদাতার প্রশ্নাবলী ও সংখ্যা নির্ধারণ

প্রকল্পের কোন বেজলাইন প্রতিবেদন না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সুফলভোগী/উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথাদি কন্ট্রোল গুপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার মধ্যে অবস্থানরত কিন্তু প্রকল্পের কোন ধরণের সুবিধা প্রদান করা হয় নাই এমন জলাশয়, পুকুর, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার নির্বাচন করা হয়েছে এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বা এগুলোকে ব্যবহার করছেন বা এসকল উৎস থেকে সম্পদ আহরণ করছেন এমন ব্যক্তিদের কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্য হিসাবে গন্য করা হয়েছে এবং তাদের নিকট থেকে তথ্যাদি নেওয়া হয়েছে। কন্ট্রোলগুপের উত্তরদাতা সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি তুলনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের সূচকসমূহের কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রকল্পবহির্ভূত এলাকা থেকে মোট ১০০৫ জন কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্যদের নিকট থেকে উত্তরদাতা হিসাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুফলভোগী উত্তরদাতা (২০১১) এবং কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্য উত্তরদাতাদের (১০০৫) নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সব মিলে নমুনা উত্তরদাতার সংখ্যা বা আকার (Sample Size) হল ৩০১৬ । সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার চিত্র-২ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

২.৩.৪ প্রকল্প এলাকা ও নিয়ন্ত্রণ এলাকা নির্বাচন কৌশল: বর্তমান মূল্যায়ন সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কাজের বিভিন্ন অঙ্গের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি, কাজের গুণগত অবস্থা যাচাই এবং সম্পাদিত কাজের কার্যকারিতা নিরুপণ করা। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার মধ্য থেকে কিছু এলাকা নেয়া হয়েছে, যে সকল এলাকায় প্রকল্পের আওতায় প্রায় সব ধরণের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে, তাদের প্রকল্প এলাকা (Project Area) বা পরীক্ষামূলক এলাকা (Experimental Area) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; আর বিপরীতে, যে সকল এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম একেবারেই হয়নি সেই সকল এলাকাকে Control Area হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংখ্যায় এবং গুণগত মান অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবে যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা; দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার; সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

সমীক্ষায় প্রশ্নমালার কাঠামো ছিল Retrospective অর্থাৎ বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন পূর্ববর্তী অবস্থার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাবসমূহ কিংবা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম /অঙ্গের বাস্তবায়নের দ্বারা যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার পরিমাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগ চাষিদের বিপরীতে কন্ট্রোল চাষির ক্ষেত্রে সংযুক্তি-১.২ এবং প্রকল্পের উপকারভোগী নয় এমন কন্ট্রোল জলাশয় (বিল/নদী) সম্পর্কিত তথ্য জরীপ প্রশ্নমালা সংযুক্তি-২.২ ব্যবহার হরা হয়েছে।

২.৩.৫ গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative analysis)

এই সমীক্ষা কার্যক্রমে নিম্নে বর্ণিত গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

ফোকাসগ্রুপ আলোচনা (FGD): সমীক্ষাটিতে নির্বাচিত ২৬ টি জেলায় প্রতি একটি করে সর্বমোট ২৬টি ফোকাসগ্রুপ আলোচনা বা FGD সম্পন্ন করা হয়েছে যে গুলোর প্রতিটি ফোকাসগ্রুপ আলোচনায় কমপক্ষে ১০ জন করে কমপক্ষে সর্বমোট ২৬০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন । অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবী, মহিলা প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, খামার ব্যবস্থাপক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনগণ যারা সহজেই কথা বলতে পেরেছেন। এই FGD সমূহে সকল অংশগ্রকণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেআইআই (KII): কেআইআই পরিচালনা করা হয় প্রকল্পের মূখ্য ব্যক্তি যেমন ঢাকা জেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক সহ মাঠ পর্যায়ে যারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন যেমন: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,

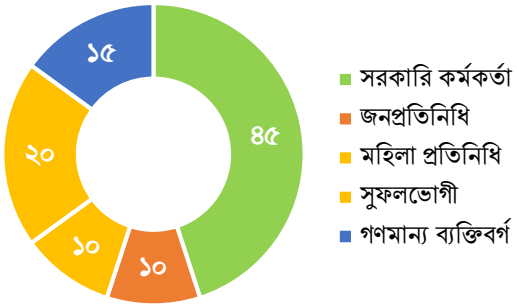

চিত্র-৩: ঢাকা জেলায় কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%)

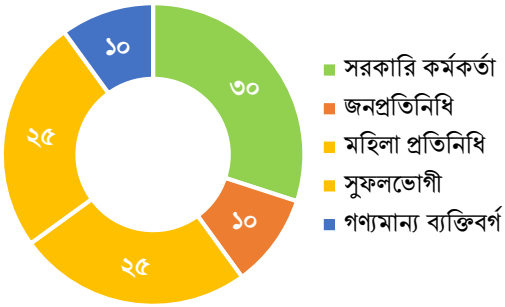

চিত্র-৪: ঢাকা ছাড়া অন্যান্য জেলায় কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%)

মৎস্য খামার ব্যবস্থাপক, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, মহিলা প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং গন্যমান্যব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে। যেহেতু মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি ঢাকাতে অবস্থিত তাই ঢাকা জেলার জন্য আলাদা উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলার জন্য জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য খামার ব্যবস্থাপক, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-৩ জন (প্রশাসন সহ), মহিলা প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং গন্যমান্যব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে কেআইআই, পারচালনা হরা হয়েছে। প্রতি জেলায় ২০ জন করে ২৬ টি জেলায় সর্বমোট ৫২০ জনের মধ্যে কেআইআই পরিচলিনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় যাদের সমন্বয়ে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে তাদের শ্রেণী অনুযায়ী শতকরা হার (%) চিত্র-৩ এবং চিত্র-৪ এ প্রদর্শন করা হয়েছে। কেআইআই এর মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সফলতা, অর্থিক ব্যয়, কেনা-কাটা, প্রকিউরমেন্ট এবং প্রকল্পের খুটি-নাটি বিষয় সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (opportunity এবং ঝুঁকিসমূহ (Threat) বিশ্লেষণে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঢাকা জেলায় কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%) চিত্র-৩ এবং ঢাকা ছাড়া অন্যান্য জেলায় কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীদের আনুপাতিক হার (%)চিত্র-৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

কেস ষ্টডি

এই সমীক্ষা চলাকালে সুফলভোগীদের ওপর প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ২৬ টি জেলায় একাধিক কেসষ্টাডি করা হয়েছে। যাদের কেসষ্টাডি করা হয়েছে তারা সকলেই প্রকল্প কার্যক্রমের সুফলভোগী হওয়ায় তাঁরা তাদের বাস্তব অবস্থার আলোকে তথ্যাদি প্রদান করেছেন যার মাধ্যমে প্রকল্পের সাফল্যগাথা বিষয়সমূহ এবং ব্যর্থতার বিষয়সমূহ জানা গেছে।

অতএব দেখা যায় যে, এই সমীক্ষা কার্যক্রমে গুণগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এফজিডি ২৬০, কেআইআই ৫২০ এবং ২৬ জনের কেসষ্টডিসহ সর্বমোট ৮০৬ জনের কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়। কেআইআই ও কেসষ্টডিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেড়িয়ে এসেছে।

উত্তরদাতাদের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী উত্তরদাতাদের সংখ্যা সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি -২ : উত্তরদাতাদের শ্রেণী বিন্যাস ও সংখ্যা

কার্যক্রম	উত্তরদাতাগণের শ্রেণী	উত্তরদাতাগণের সংখ্যা	উত্তরদাতাশ্রেণীর সদস্যদের প্রকার
১. পরিমাণগত জরিপ			
১.১ সমীক্ষা (প্রশ্নবলীর মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাতকার)	প্রকল্পের সুফলভোগী	২০১১	মৎস্য চাষি, সুফলভোগী সমাজভিত্তিক দলের সদস্য, সরকারি মৎস্য খামার ব্যবস্থাপক।
	কন্ট্রোল গ্রুপ	১০০৫	প্রকল্প এলাকায় অবস্থানরত প্রকল্পের সুবিধা বহির্ভূত কন্ট্রোল উত্তরদাতাগণ।
২.গুণগত জরিপ			
২.১ ফোকাসগ্রুপ আলোচনা (FGD):	২৬ টি জেলায় ২৬ টি FGD, প্রতিটিতে ১০ জন করে অংশগ্রহণকারী	২৬০	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবী, মহিলা প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনসাধারণ।
২.২ কেআইআই (KII):	প্রকল্পসংশ্লিষ্ট মৎস্য অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি	৫২০	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি সহ সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।
২.৩ কেসষ্টাডি	প্রকল্পের সুফলভোগী	২৬	প্রকল্প কার্যক্রমের সুফলভোগী

২.৩.৬ প্রশ্নাবলি তৈরিকরণ, চুড়ান্তকরণ ও অনুমোদন : প্রকল্পের উদ্দেশকে ভিত্তি ধরে খসড়া প্রশ্নাবলী তৈরি করে টেকনিকেল কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। অতপর, উক্ত খসড়া প্রশ্নাবলীর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । উপস্থিত সদস্যবৃন্দরা সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন এবং পরে উক্ত কমিটির সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশ্নাবলী চূড়ান্ত খসড়া হিসাবে সংশোধন করা হয়। অতপর উক্ত চূড়ান্ত খসড়া প্রশ্নাবলী ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় গ্রহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশ্নাবলী চূড়ান্ত করা হয় এবং আইএমইডি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। প্রশ্নাবলীর গঠন, এর বিন্যাস ও নির্ভুলতা, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যতেষ্ট উপাত্ত আছে কি না, সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য সময় নির্ধারণ ইত্যাদি জানার জন্য ঢাকার সাভার এবং নবাবগঞ্জের মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নাবলীর সঠিকতা যাঁচাই করা হয়।

২.৩.৭ ডকুমেন্ট পর্যালোচনা:

এই সমীক্ষায় বিভিন্ন সেকেন্ডারী ডকুমেন্ট সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হযেছে যেমন:

১. আইএমইডি এবং মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইএমইডি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ প্রয়োজনীয় সহযেগিতা প্রদান করেছেন।

২. প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা, ভৌত ও অর্থিক অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থিক অগ্রগতিসমূহ যেমন:

- বছরভিত্তিক প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মূল ও প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা,
- কম্পোনেন্টভিত্তিক প্রকল্পের ব্যয়,
- কার্যসম্পাদন ব্যয়,

- প্রকল্পের প্রভাব,
- অতিরিক্ত খরচ হয়ে থাকলে এর কারণ ব্যখ্যাকরণ।

৩. প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করা।

৪. বিভিন্ন ক্রয়কার্যক্রম ও ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা করা।

৫. অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগচাষি নির্বাচন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা।

৬. মাছের পোনা অবমুক্তির জন্য নির্বাচিত জলাশয় নির্বাচন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা।

৭. অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগচাষি ও তাদের খামার, জলাশয় এবং নির্বাচিত সবকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজাতি নির্বাচন পদ্ধতি পর্যালোচনা।

২.৩.৮ সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন: মাঠ পর্যায়ে তথ্যাদি সঠিকভাবে সংগ্রহ ও কোন ধরণের তথ্যের ঘাটতি হলে তা পরিপূর্ণভাবে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আইএমইডি, সরকারি কর্মকর্তা, সুফলভোগী মৎস্য চাষি, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থপনায় আনয়নকৃত জলশয়ের সুফলভোগী সদস্য এবং স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবৃন্দদের নিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রভাব, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমুহ, সুযোগ সমূহ, ঝুকিসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩.৯ তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ

মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ১৬ জন তথ্যসংগ্রকারী এবং ৫ জন সুপারভাইজার নিয়োগ দেওয়া হয়। সুপারভাইজারগণ সংশ্লিষ্ট দলের টিম লিডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক। এ ধরেণের কাজের যতেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদেরকেই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে দুদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে একদিন মাঠে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে-কলমে পরীক্ষা করা হয়। ১-২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে লালমটিয়া, সিসিএল এর এর কার্যালয়ে তথ্যসংগ্রকারীদের

ছবি-১ ও ২. লালমটিয়া,সিসিএল এর এর কার্যালয়ে তথ্য সংগ্রকারীদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় (ছবি-১ ও ২) প্রশিক্ষণের প্রথম দিন আইএমইডি এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সিসিএল এর প্রধান উপদেষ্টা, পরামর্শক দলের টিম লিডার এবং সিসিএল এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখিত তথ্যসংগ্রহকারীগণ উল্লেখিত ৫ জন টিম লিডারের তত্বাবধানে ১৫ দিন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করেন এবং মাঠ থেকে যাচাইকৃত ও অনুমোদিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহের সময় মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন।

২.৩.১০ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ

নির্বাচিত ২৬ টি জেলার ১০৪ টি উপজেলার প্রতিটিতে তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রেরণ করা হয়। তথ্যসংগ্রহকরীগণ তথ্যসংগ্রহ করেন এবং সুপারভাইজারগণ কাজ পর্যবেক্ষণ ও যাঁচাই করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজের পরিমাণ ও মান মূল্যায়ন করেন। কর্মরত তথ্যসংগ্রহকারীগণ সুপারভাইজারগণের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ক্ষেত্রে পরামর্শক দলের টিম লিডার ও সুপারভাইজারগণ সবসময় পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং টিম লিডার তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা এবং সমন্বয়কারী কর্মকর্তাও তাদের সাথে

সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। সুপারভাইজারগণ প্রশ্নপত্রগুলো চেক করেন, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তাঁরা পরামর্শক টিম লিডারের সাথে যোগাযোগ করে বুঝে নেন। সুপারভাইজারগণ ২৬ টি জেলার প্রতিটিতে মাঠ পর্যায়ে এফজিডি এর আয়োজন করেন। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও পরামর্শক, সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা এবং সমন্বয়কারী কর্মকর্তাও কিছু এফজিডিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এফজিডি এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে তদারকি করে তথ্যাদির গুণগতমান বজায় রাখতে নিশ্চিত করেন। উল্লেখিত তথ্যসংগ্রহের টুলসগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তগুলো জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন কম্পোনেন্ট অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোলের সাথে তুলনা করা হয়। বিশ্লেষণে Microsoft Office Excel এবং SPSS (Version 16) এনালাইটিকেল কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়।

২.৪ প্রতিবেদন প্রণয়নে কর্মপরিকল্পনা

কর্ম-পরিকল্পনা (Work Plan):

ক) ‘‘চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যক্রম চার মাসের মধ্যে সমাপ্ত করা হয়।

চিত্র-৫. কার্যক্রমের প্রবাহ-চিত্র

আইএমইডির মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাদের সাথে প্রারম্ভিক সভা করে এবং আইএমইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (Assigned Officer) নিকট হতে প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর সংগ্রহের মাধ্যমে মূল্যায়ন কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে। ডক্যুমেন্টসমূহ এবং সম্পাদিত চুক্তির কর্ম-পরিধি (TOR) এর ভিত্তিতে সমীক্ষা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পন্থা (DCI) ব্যবহার করা হবে। কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা, উপাত্ত সংগ্রহের নমুনা ডিজাইন করা, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংগৃহীত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষিত তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ চার পর্যায়ে সম্পন্ন হবে; যথাঃ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন, খসড়া প্রতিবেদন, চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন। নিম্নে প্রবাহ-চিত্রের সাহায্যে কর্ম-পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কার্যক্রম দেখানো হলো (চিত্র-৫)।

খ) ''চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম চার মাসের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে যে সময়-ভিত্তিক কর্মসূচি অনুসরণ করা হবে, তা নিম্নে বার চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-৬):

	কার্যক্রম (Activity)	সপ্তাহভিত্তিক কর্মসূচি (বার-চার্টে)															
		ফেব্রুয়ারি'১৭				মার্চ '১৭				এপ্রিল'১৭				মে'১৭			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	প্রকল্পের ডক্যুমেন্টসমূহ সংগ্রহ করা, আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা																
২	প্রশ্নমালাসহ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন																
৩	টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন করতঃ স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন																
৪	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ মাঠ পর্যায়ে সংখ্যাগত খানা জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ																
৫	গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ																
৬	সংগৃহীত ডাটা কোডিং, কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ																
৭	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																
৮	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন																
৯	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন Dissemination ওয়ার্কশপে উপস্থাপন																
১০	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন																

চিত্র ৬.বার চার্টে কর্ম-পরিকল্পনা

গ) ১/২/২০১৭ তারিখে মূল্যায়ন সেক্টর, আইএমইডি'র সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ৩১/৫/২০১৭ তারিখে ৪ মাস সময়সীমা সমাপ্ত হবে; স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১/৫/২০১৭ তারিখের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট তারিখ ভিত্তিক কর্মসূচি সারণী-৩ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৩: তারিখ ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	সময়
১.	প্রকল্পের ডক্যুমেন্টসমূহ সংগ্রহ করা, আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা।	১-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
২.	প্রশ্নমালাসহ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন করা।	৮-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩.	টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন করতঃ স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৪.	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ মাঠ পর্যায়ে সংখ্যাগত খানা জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ।	১-৩১ মার্চ ২০১৭
৫.	গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ।	১-৩১ মার্চ ২০১৭
৬.	সংগৃহীত ডাটা কোডিং, কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ	২৪-১৫ এপ্রিল ২০১৭
৭.	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন	১-২১ এপ্রিল ২০১৭
৮.	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	২২ এপ্রিল-০৭ মে ২০১৭
৯.	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন Dissemination ওয়ার্কশপে উপস্থাপন	৮-২১ মে ২০১৭
১০.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	২২-৩১ মে ২০১৭

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১ ভূমিকা

নির্বাচিত জলাশয় ও সংযোগ খাল খনন/পুনঃখনন, জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ, ৫৭ টি সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ এ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম। এ অধ্যায়ে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত কার্যক্রমসমুহ সহ মূল ও সংশোধিত ডিপিপিতে বর্ণিত অন্যান্য কার্যক্রমের সার্বিক ও দফাওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

শুরুতে চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পটি মূল ডিপিপি অনুযায়ি জুলাই, ২০১০ হইতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য অনুমোদিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ৪ এপ্রিল ২০১২ খ্রি. তারিখে প্রথমবার ডিপিপি সংশোধন করা হয়। মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত বাজেট এবং অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রথমবার ২০১২ সালে ডিপিপি সংশোধন করা হয় যা ৪ এপ্রিল ২০১২ খি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং মপ্রাম/মপ-২/১১/২০০৮ (২য় খন্ড)/৭৮; তারিখ: ০৪ এপ্রিল,২০১২/ ২১ চৈত্র, ১৪১৮ অনুযায়ি সময়বৃদ্ধি না করে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত প্রথমবার সংশোধনে সময় বৃদ্ধি না হলেও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় যা মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত ব্যয় ৩৫৮৪.২২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে উক্ত ব্যয় ৩৯৪২.২২ লক্ষ টাকা করা হয় (সারণি-৪) যা মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত ব্যয়ের চেয়ে প্রায় ১০% বেশী (সংশোধিত ডিপিপি, ২০১২)। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ডিপিপি দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয় যেখানে আন্তঃখাত সমন্বয় ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় অর্থৎ মেয়াদ জুলাই, ২০১০ হইতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত করা হয়।

সারণী-৪: প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল, ব্যয় ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) জিওবি নিজস্ব অর্থায়ন	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপির তুলনায়	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনায়
মূল অনুমোদিত ২০/০৭/২০১০	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	৩৫৮৪.২২	-	-
১ম সংশোধিত ০৪/০৪/২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	৩৯৪২.২২	+৩৫৮.০০	মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১০% ব্যয় বৃদ্ধি
২য় বার আন্তঃখাত সমন্বয় ১৫/০৯/২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	৩৯৪২.২২	+ ১বছর	আন্তঃখাত সমন্বয় ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে কিন্তু মূলধন খাতে বরাদ্ধের চেয়ে ০.৫২ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করা হয়েছে (চিত্র-৭)। সর্বমোট অর্থ ব্যয়ে দেখা যায় যে, সর্বমোট বরাদ্দের চেয়ে ০.৪৮ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে। সর্বমোট অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ে দেখা যায় যে, চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় খনন/পুনঃখনন এবং

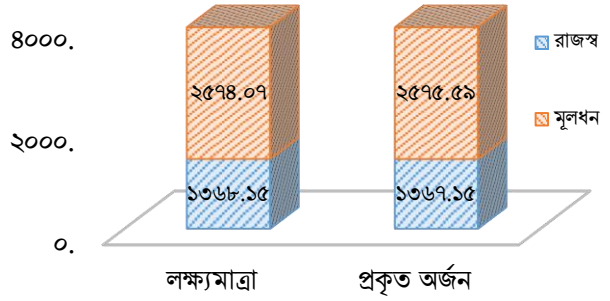

চিত্র-৭. রাজস্ব ও মূলধন খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন (লক্ষ টাকা)

সংযোগ খাল খনন/ পুনঃখনন করার জন্য প্রকল্পে যথাক্রমে ২২২২.১১ এবং ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর মধ্যে জলাশয়ের ক্ষেত্রে ২২২২.৬৩ লক্ষ টাকা এবং সংযোগ খাল পুনঃখনন করে ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যে টি এ প্রকল্পের সর্বাধিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং মোট ব্যয়ের সবচেয়ে বেশী (৬৪.৯০%)। এরপর রয়েছে এসআইএস পোনা/ফিংগারলিং মজুদ যে খাতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ২৪৯.৫ লক্ষ যা সর্বমোট ব্যয়ের ১২.৬৬%। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষমাত্রা অর্জনের বিবরণী ও মোট ব্যয়ের শতকরা হার (%) সারণি-৫ এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

সারণি ৫: প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণী

ব্যয়ের খাত/আইটেম	ইউনিট	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন		মোট ব্যয়ের শতকরা হার (%)
		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	ভৌত (পরিমাণ)	
রাজস্ব						
কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৩১.২৬	৪ জন	৩০.৮১ (৯৮.৫৬%)	৩ (৭৫%)	০.৭৮
সংস্থাপন ব্যয়	জন	৬.৭৩	৩ জন	৬.৯১ (১০২.৬৭%)	৩ (১০০%)	০.১৮
ভাতাদি	জন	৩০.২৬	৭ জন	৩১.৮৭ (১০৫%)	৬ (৮৫.৭১ %)	০.৮১
টিএ/ডিএ	থোক	৫১.০৯	থোক	৫১.০৯ (১০০%)	থোক (১০০%)	১.৩০
জ্বালানি/লুব্রিক্যান্ট/গাড়ী ভাড়া	থোক	৫১.২০	থোক	৫০.৮৩ (৯৯%)	থোক (১০০%০	১.২৯
দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছ সংরক্ষণ প্রচারাভিযান/ক্যাম্পেইন (র‍্যালী, পথনাটক ইত্যাদি)	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)	০.৩৩
ভিডিও ফিল্ম তৈরি	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%০	০.৩৮
রেডিও/টিভি বিজ্ঞাপন	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)	০.২৫
সম্প্রসারণ দ্রব্যাদি/ বুকলেট,পোষ্টার তৈরি, মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)	০.৩৮
প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি (মডিউল, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি)	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)	০.৭৬
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৭৮.১৮	৪০০ কর্মকর্তা এবং ৫৮৬৬ জন চাষি	৭৮.১৮ (১০০%)	৪০০ কর্মকর্তা (১০০%) এবং ৬৪৬৬ জন চাষি (১১০.২৩%)	১.৯৮
কর্মশালা/সেমিনার	সংখ্যা	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	১০+১ (১০০%)	০.১৩
দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ	লক্ষ	৫০০.০০	২৫০ লক্ষ	৪৯৯.০০ (৯৯.৮০%)	২৪৯.৫ লক্ষ (১০০%)	১২.৬৬
সম্মানী	থোক	১.৪১	থোক	১.১২ (৭৯.৪৩%)	থোক (১০০%)	০.০৩
প্রকল্প মূল্যায়ন	থোক	২.০০	থোক	২.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)	০.০৫
টেলিফোন বিল	থোক	০.৬৭	থোক	০.৫৬ (৮৩.৫৮%)	থোক(১০০%)	০.০১
দৈনিক শ্রমিক	থোক	৫.৫৬	থোক	৫.২৩ (৯৪.০৬%)	থোক (১০০%)	০.১৩
অফিস প্রহরী	জন	২.৫৭	থোক	২.৩৩ (৯০.৬৬%)	১জন (১০০%)	০.০৬
অফিস আনুষঙ্গিক এবং অন্যান্য	থোক	৩৪.২২	থোক	৩৪.২২ (১০০%)	থোক (১০০%)	০.৮৭
৫৭ টি সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান	সংখা	২৮৫.০০	৫৭ টি সরকারি খামার	২৮৫.০০ (১০০%)	৫৭ টি বেসরকারি খামার (১০০%)	৭.২৩

৫০০ টি বেসরকারি খামারে এসআইএস প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান	সংখ্যা	২০০.০০	৫০০ বেসরকারি খামার	২০০.০০ (১০০%)	৬০০ বেসরকারি খামার (১২০%)	৫.০৭
মোট		১৩৬৮.১৫		১৩৬৭.১৫ (৯৯.৯৩ %)		৩৪.৬৮
মূলধন						
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১.০০	১ টি	১.০০ (১০০%)	১ টি (১০০%)	০.০৩
এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	০.৫০	১ টি	০.৫০ (১০০%)	১ টি (১০০%)	০.০১
আনুষঙ্গিক উপকরণ সহ কম্পিউটার	সংখ্যা	৪.৪৮	৪ টি	৪.৪৮ (১০০%)	৪টি (১০০%)	০.১১
আসবাবপত্র (শুধুমাত্র দপ্তরে ব্যবহারের জন্য টেবিল, চেয়ার,আলমিরা ইত্যাদি)	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)	০.২৫
টেলিফোন	সংখ্যা	০.২০	১ টি	০.২০ (১০০%)	১টি (১০০%)	০.০১
ফ্যাক্স	সংখ্যা	০.২০	১ টি	০.২০ (১০০%)	১টি (১০০%)	০.০১
সংযোগ খাল খনন/ পুনঃখনন	কি.মি.	৩৩৫.৫৮	৭০ কি.মি.	৩৩৫.৫৮ (১০০%)	৬৯.৯১কি.মি. (৯৯.৮৭%)	৮.৫১
নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুনঃখনন (৩১০৫ হেক্টর)	লক্ষ ঘন মিটার	২২২২.১১	৩০.৬৮ লক্ষ ঘন মিটার	২২২২.৬৩ (১০০.০২%)	৩৬.৫৮ লক্ষ ঘন মিটার (১১৯.২৩%)	৫৬.৩৯
মোট		**২৫৭৪.০৭**		**২৫৭৪.৫৯ (১০০.০২%)**		৬৫.৩২
সর্বমোট		**৩৯৪২.২২**		**৩৯৪১.৭৪ (৯৯.৯৯%)**		**১০০%**

সূত্র: পিসিআর,২০১৪।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রকল্পের সমুদয় অর্থ প্রকল্প পরিচলকের দপ্তর কর্তৃক ব্যয় করা হয় নি। এ ক্ষেত্রে চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ১২৩ টি জলাশয় পুনঃখনন করা হয় এবং এসকল জলাশয় পুনঃখনন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ২৫১ টি সমাজভিত্তিক সংগঠন (Community Based Organization) সৃষ্টি করে এগুলো ব্যবস্থাপনা করা হয়। নির্বচিত জলাশয় খনন/পুন:খননে ২২২২.৬৩ লক্ষ টাকা এবং সংযোগ খাল খনন/পুন:খননের ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের বরাবর বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং তাদের কর্তৃক অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গঠিত এলসিএস (Labour Contracting Society) এর দলনেতা ও উপদলনেতা বরাবর চেকের মাধ্যমে উক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

নির্ধারিত অনুদানপ্রাপ্ত মৎস্য চাষি যারা এ প্রকল্পের সংযোগ চাষি এবং তাদের সকলকেই দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ, প্রজনন এবং সংরক্ষণের করার জন্য সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং উক্তখাতে সর্বমোট ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছ যা সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত অর্থ বিল তৈরি করে সংশ্লিষ্ট চাষিকে প্রদান করেন। উক্ত অর্থদ্বারা সারাদেশের সংযোগ চাষিদের পুকুরসমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ যেমন: শিং, টেংরা, পাবদা ইত্যাদি চাষ করার জন্য অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

পোনা উৎপাদন ও অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগ চাষিদের মাঝে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা সরবরাহের জন্য ৫৭ টি সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খামারের উন্নয়ন ও খামারের পুকুরে নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে সংযোগ চাষিদের দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা সরবরাহ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট মৎস্য বীজ উৎপাদন কামারের খামার ব্যবস্থাপকের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেন এবং খামার ব্যবস্থাপকবৃন্দ উক্ত অর্থ ব্যয় করেন।

মুক্ত জলাশয়ে পেনা অবমুক্তি কার্যক্রম ৪৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরের অনুকূলে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত অর্থ ব্যয় করেন।

অবশিষ্ট অর্থের ভ্রমন খাত এবং আনুষাংগিক খাতের আংশিক অর্থ উপজেলা মৎস্য দপ্তর, জেলা মৎস্য দপ্তর এবং খামার ব্যবস্থাপকের দপ্তরে বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং বরাদ্দ প্রাপ্ত দপ্তর কর্তৃক উক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়।

৩.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের (Component) মূল কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক ও ভৌত অর্জন ১০০%। আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কর্মকর্তাদের বেতন ৯৮.৫৬% ও ৭৫%; সংস্থাপন ব্যয় ১০২.৬৭%ও ১০০%; ভাতাদি ১০৫% ও ৮৫.৭১ %; জ্বালানি/লুব্রিক্যান্ট/গাড়ী ভাড়ায় ৯৯%ও ১০০%; সম্মানী ৭৯.৪৩%ও ১০০%; টেলিফোন বিল ৮৩.৫৮% ও ১০০%; দৈনিক শ্রমিক ৯৪.০৬% ও ১০০%; অফিস প্রহরী ৯০.৬৬%ও ১০০%; নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুন:খনন ১০০.০২%ও ১১৯.২৩% এবং গড়ে ৯৯.৯৯% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভাতাদি খাতে ৩০.২৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩১.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে ১.৬১ (৫%) টাকা বেশী যা ভবিষ্যত প্রকল্পে বর্জনীয়। নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুন:খনন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে ১৯.২৩ % কাজ বেশী করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে ৩০.৬৮ লক্ষ ঘন মিটার মাটি কর্তনের বিপরীতে ৩৬.৫৮ লক্ষ ঘন মিটার কর্তন করা হয়েছে যা ৫.৯০ লক্ষ ঘন মিটার মাটি বেশী কাটা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং এটি প্রকল্পের জন্য একটি ভাল প্রভাব সৃষ্টি করেছে। যাহোক প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল কার্যক্রমসমূকের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের বিবরণ স্বারণী-৪ এ বর্ণনা করা হলো। প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ পাঁচটি অঙ্গের (Component) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় এবং প্রতিটি অঙ্গের কার্যক্রমও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল:

৩.৩.১ নির্বাচিত জলাশয় এবং সংযোগ খাল খনন/পুনঃখনন

এই প্রকল্পে সারা দেশের ১২৩ টি চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয়কে (৩১০৫ হেক্টর) খনন/পুনঃখনন এবং সংযোগ খাল (৭০ কি.মি) খনন/ পুনঃখনন করার জন্য প্রকল্পে যথাক্রমে ২২২২.১১ এবং ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ১২৩ টি জলাশয়ে ৩৬.৫৮ ঘন মিটার মাটি কেটে ২২২২.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ৬৯.৯১ কি.মি. সংযোগ খাল পুণঃখনন করে ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছসমূহ মুক্ত জলাশয়ে বসবাস করে এবং প্রজাতিভেদে খাল, বিল, নদী ও প্লাবনভূমিতে বিচরণ করে। এদের বসবাসও প্রধানত: স্বল্প পানিযুক্ত জলাশয়। তাদের প্রজননের জন্য স্বল্প পানিযুক্ত জলাশয়ই প্রয়োজন হয়। অনেক প্রজাতি রয়েছে যারা নদী বা গভীর পানিতে বিচরণ বা বসবাস করলেও তারা প্রজননের জন্য অগভীর জলাশয়েই চলে আসে। খালগুলো নদী ও বিল বা প্লাবনভূমির সাথে সংযোগ রক্ষা করে। কিন্তু সকল প্রকার মুক্ত জলাশয়সমূহ পলিভরাট, দুষণ, শ্রেণী পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে তাদের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে রয়েছে এবং দিন দিন প্রজনন ক্ষেত্রও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং এরই মধ্যে অনেক জলাশয় ভরাট হয়ে গিয়ে ধানের জমিতে রুপান্তরিক হয়ে গিয়েছে। ফলে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ও উৎপাদনও কমে গেছে। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত জলাশয়সমূহ এবং সংযোগ খালসমূহ খনন/পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থলের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং দেশীয় প্রজাতির ছোটমাছসমূহ প্রাকৃতিক প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহে আগের তুলনায় ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে এবং জলজ জীববৈচিত্র্যও বেড়েছে। এই কার্যক্রমে ১২৩ টি জলাশয়কে ২৫১ টি সেগমেন্টে ভাগ করে ২৫১ টি স্কীম নেওয়া হয় ও এলসিএস এর মাধ্যমে খনন/পুণঃখনন কাজ করা হয়। এই কার্যক্রমে ৩০,৫৫১ জন সুফলভোগী সুফলে পেয়েছেন এবং ৭৭৭৩.৪৪ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হয়েছে যা প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৩.২ সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান

সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রকল্পে ২৮৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল যার ফলে উক্ত অর্থ ব্যয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ৫৭ টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ও প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। সরকারি খামারে উৎপাদিত উক্ত পোনা সমূহ প্রকল্পভূক্ত অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগ চাষিদের পুকুরে সরবরাহ করা হয়। এর ফলে অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগ চাষিরা তাদের খামারে এসআইএস প্রজাতির মাছের চাষ ও প্রজননের প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং তাদের খামারে ছোট মাছ উৎপাদিত হয়। তাছাড়া অন্যান্য চাষিরাও এতে উদ্বুদ্ধ হয়। সবকারি খামার থেকে পোনা প্রাপ্তীর ফলে খামার ব্যবস্থাপক ও মৎস্যকর্মকর্তারা তাদেরকে "দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ" এবং " কৈ,শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থপনা" বিষয়ক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। চাষকৃত প্রজাতিগুলোর মধ্যে ছিল শিং, মাগুর, কৈ, মলা, বাটা, ফলি, স্বরুপটি, রাইকর, গুলশা, গোলশা, টেংরা, পাবদা, টাকি, পুটি, খরকি/ভেদা/মেনি, গুজিআইড় এবং গুচি মাছ।

৩.৩.৩ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চহিদা এবং বাজর মূল্য অনেক বড় মাছের চেয়েও বেশী। কারণ ছোট মাছের উৎপাদন একেবারেই কমে গেছে। মূলত: মুক্ত জলাশয়েই এসকল ছোট মাছ বসবাস করে এবং প্রজনন করে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনবসৃষ্ট কারণে ছেট মাছের অনেক প্রজাতি এখন বিপদাপন্ন। তাছাড়া ছোট মাছের আবাসস্থল যেমন: নদী, খাল, বিল, প্লাবনভূমি ইত্যাদি পলিভরাট, দুষণ, শ্রেণী পরিবর্তন, ছোটমাছ ও ডিমওয়ালা মাছ আহরণ, ক্ষতিকর জালের ব্যবহার, জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে তাদের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়ে পরেছে। তাই এই প্রকল্পের আওতায় দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদের উদ্দেশ্যে ৫০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয় এবং প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫০ লক্ষ ছোট মাছের পোনা মজুদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। এর মধ্যে প্রকল্প মেয়াদে ৪৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ২৪৯.৫ লক্ষটি ছোট মাছের পোনা প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জলাশয়ে মজুদ করা হয়। উক্ত মজুদ কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকায় ছোট মাছের পোনা অবমুক্তকৃত জলাশয়সমূহে অবমুক্তকৃত মাছ প্রজনন করেছে বলে সুফলভোগীরা জানিয়েছেন।

মজুদকৃত প্রজাতিগুলোর মধ্যে ছিল শিং, মাগুর, কৈ, মলা, বাটা, ফলি, ,গুলশা, টেংরা, পাবদা, টাকি,পুটি, খরকি/ভেদা/মেনি প্রভৃতি। তবে উক্ত মজুদ কার্যক্রমে মুক্ত জলাশয় ছাড়াও বিভিন্ন প্রাতিষ্টানিক পুকুরে পোনা মজুদ করা হয়েছে। এ কার্যক্রেমের ফলে পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে।

৩.৩.৪ বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান

প্রকল্পের এ অঙ্গটির আওতায় ৫০০ টি সেসরকারি মৎস্য খামার মালিক/পুকুর মালিককে এসআইএস প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ২০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ৬০০ টি সেসরকারি মৎস্য খামার মালিক/পুকুর মালিককে এসআইএস প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান করা হয় এবং এ খাতে ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এ কার্যক্রমে প্রতি খামার/পুকুর মালিকে এসআইএস প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হয় এবং তদের সাথে মৎস্য বিভাগের সংযোগ স্থাপন করা হয়। উক্ত অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগ চাষিরা প্রকল্পের আওতায় সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদিত এসআইএস প্রজাতির মাছের পোনা সংগ্রহ করে তাদের পুকুরে চাষ করেন। সংশ্লিষ্ট সৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের খামার ব্যবস্থাপক তাদের প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেন।

বেসরকারি খামারে চাষকৃত প্রজাতিগুলোর মধ্যে ছিল শিং, মাগুর, কৈ, মলা, বাটা, ফলি, ,গুলশা, গুলশা, টেংরা, পাবদা, টাকি,পুটি, খরকি/ভেদা/মেনি প্রভৃতি।

৩.৩.৫ প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের জনবল, মৎস্য কর্মকর্তা, অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগ চাষি, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আওতায় সংগঠিত জেলে ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি

করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং কৈ,শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা-এই দুইটি কোর্সের ওপর তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মৎস্য বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের অর্থায়নে ৪০০ জন কর্মকর্তা ও ৫৮৬৬ জন চাষির প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রার বিপরীতে ৪০০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৪৬৬ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে ৭৮.১৮ লক্ষ টাকা লক্ষমাত্রার বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

অন্যদিকে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এসআইএস প্রজাতির মাছের পোনা এবং ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রণ ও পাবলিকেশনে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ মডিউল,ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যয় করা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে ১১ টি এবং এ ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা।

উল্লেখযোগ্য যে, এসআইএস প্রজাতির মাছ মানুষের অনেক রোগের ঔষধ হিসাবে বা রোগীর পথ্য হিসাবে আজও আমাদের দেশে ব্যবহার করা হয় যেমন: মলা মাছ, শিংমাছ, মাগুর মাছ, কৈ মাছ ইত্যাদি। আর এজন্যই এসআইএস প্রজাতির মাছকে ‘Medicinal Fish’ বলা হয়। এসআইএস প্রজাতির মাছ চাষ, প্রজনন ও সংরক্ষণের ফলে প্রায় ১৫০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ প্রতি বৎসর উৎপাদিত হয়েছে (পিসিআর, ২০১৪) যা প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখে করা হয়েছে।

৩.৪ বৎসর ভিত্তিক অর্থ ছাড়

বৎসর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ এবং ভৌত অগ্রগতি সারণি-৬ এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো (চিত্র: ৮)।

সারণি-৬.সংশোধিত এডিপি বরাদ্ধ ও অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)

অর্থ বৎসর	সংশোধিত বরাদ্ধ ও লক্ষ্যমাত্রা				ছাড়কৃত অর্থ	অর্থ ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পি.এ	ভৌত (%)		মোট	টাকা	পি.এ	ভৌত (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১০-২০১১	৫৮৫.৪১	৫৮৫.৪১	-	১৪.৮২	৫৮৪.৪১	৫৮৪.৪১	৫৮৪.৪১	-	১৪.৮২
২০১১-২০১২	১৮৮৮.৭৯	১৮৮৮.৭৯	-	৪৭.৯১	১৮৮৮.৭৯	১৮৮৮.৭৯	১৮৮৮.৭৯	-	৪৭.৯১
২০১২-২০১৩	৮৯৫.৫৪	৮৯৫.৫৪	-	২২.৭১	৮৯৫.৫৪	৮৯৫.৫৪	৮৯৫.৫৪	-	২২.৭১
২০১৩-২০১৪	৫৭৩.৪৮	৫৭৩.৪৮	-	১৪.৫৪	৫৭৩.০০	৫৭৩.০০	৫৭৩.০০	-	১৪.৫৩
মোট=	**৩৯৪২.২২**	**৩৯৪২.২২**	**-**	**১০০.০০**	**৩৯৪১.৭৪**	**৩৯৪১.৭৪**	**৩৯৪১.৭৪**	**-**	**১০০.০০**

সারণি-৫ এ প্রকল্পের সংশোধিত বাজেট বরাদ্ধ এবং ভৌত অগ্রগতি (%) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী অর্থবরাদ্দ এবং সর্বোচ্চ অগ্রগতি ছিল ২০১১-১২ অর্থ বছরে (৪৭.৯১%) এবং সর্বনিম্ন ছিল ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে (১৪.৫৩ %)। প্রকল্পের মোট অর্থ বরাদ্ধ ছিল ৩৯৪২.২২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৯৪১.৭৪ টাকা। তবে সার্বিকভাবে, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কোন অসংগতি দেখা যায় নি।

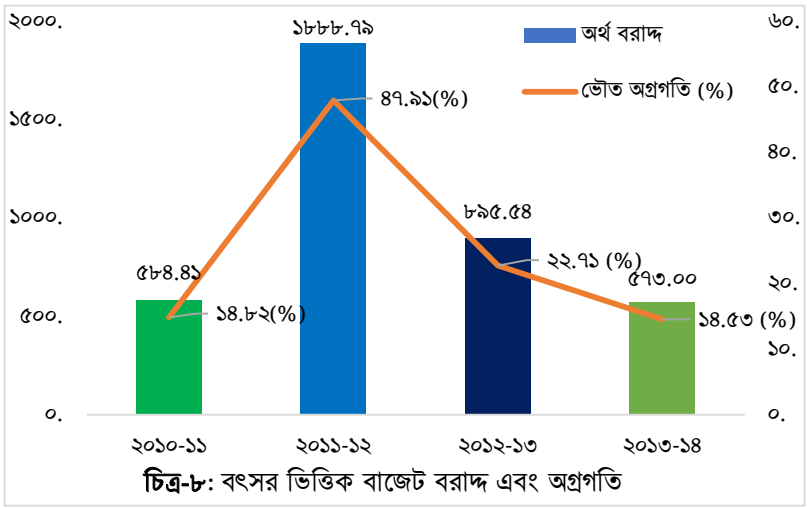

চিত্র-৮: বৎসর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ এবং অগ্রগতি

৩.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পটি একটি সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রকল্প যা সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর সাথে কোন বিদেশী বা দেশীয় বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) জড়িত ছিল না। কেন্দ্রীয়ভাবে ষ্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট (পিএমইউ), জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এবং সুফলভোগী দলের সংগঠন যা বিভিন্ন পেশার সদস্যদের নিয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠনের আদলে গঠিত এবং যাদের মাধ্যমে এলসিএস গঠন করা হয় সেই সমাজভিত্তিক সংগঠন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছে। প্রকল্প তদারকি, মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনায় যারা যারা সংশ্লিষ্ট ছিল তার একটি তালিকা চিত্র-৯ এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো ।

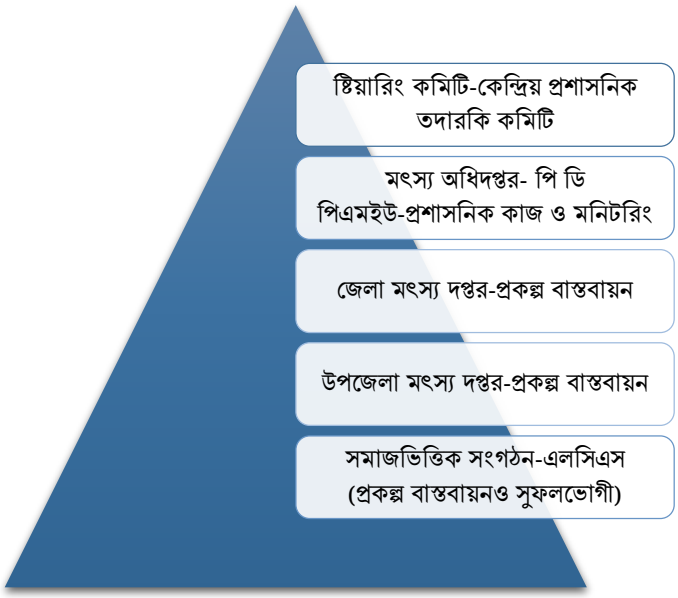

চিত্র-৯: প্রকল্প তদারকি, মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কমিটি ও সংগঠনসমূহ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা

৪. ১ ভূমিকা

এ প্রকল্পে প্রধানত জলাশয় পুনখনন, পোনা অবমুক্তি, সরকারী খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা চাষ, চাষিদের অনুদান প্রদান ও অনুদানপ্রাপ্ত চাষিদের পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ এবং আনুষঙ্গিক খাতে জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক সীমিত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ ও অন্যান্য কার্যক্রমের সার্বিক ও দফাওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.২ ডিপিপি'র সংস্থান

প্রকল্পের মূল ও সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিপরীতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন সারণি-৭ ও ৮ এবং অনুচ্ছেদ ৪.১.১ হতে ৪.১.৫ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৭: ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের খাত	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	ভৌত (পরিমাণ)
জ্বালানি/লুব্রিক্যান্ট/গাড়ী ভাড়া	থোক	৫১.২০	থোক	৫০.৮৩ (৯৯%)	থোক (১০০%০
রেডিও/টিভি বিজ্ঞাপন	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
সম্প্রসারণ দ্রব্যাদি/বুকলেট.পোষ্টার তৈরি, মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি (মডিউল,ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি)	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
অফিস আনুষঙ্গিক এবং অন্যান্য দ্রব্যদি ক্রয়	থোক	৩৪.২২	থোক	৩৪.২২ (১০০%)	থোক (১০০%)
ফটোকপিয়ার	১ টি	১.০০	১ টি	১.০০ (১০০%)	১ টি (১০০%)
এয়ারকন্ডিশনার	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০ (১০০%)	১ টি (১০০%)
আনুষঙ্গিক উপকরণ সহ কম্পিউটার	৪টি	৪.৪৮	৪ টি	৪.৪৮ (১০০%)	৪টি (১০০%)
আসবাবপত্র (শুধুমাত্র দপ্তরে ব্যবহারের জন্য টেবিল, চেয়ার,আলমিরা ইত্যাদি)	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
টেলিফোন	১ টি	০.২০	১ টি	০.২০ (১০০%)	১টি (১০০%)
ফ্যাক্স	১ টি	০.২০	১ টি	০.২০ (১০০%)	১টি (১০০%)
মোট		**১৫৬.৮০**		**১৫৬.৪৩**	

সূত্র: পিসিআর,২০১ ৪।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক ক্রয় কাজে কোন দরপত্র আহবান করার প্রয়োজন হয়নি, মূলত কোটেশনের মাধ্যমে প্রকিউরম্যান্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক পোনা ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করে পোনা ক্রয় করা হয়েছে। নমুনা হিসাবে কিছু উপজেলার ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কোটেশন সংক্রান্ত দলিলাদিও পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়। পুনঃখনন কার্যক্রমে এলসিএস

পদ্ধতিতে পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় যেখানে কোন দরপত্র বা কোটেশনের প্রয়োজন হয়নি। সমগ্রিকভাবে প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা করে বুঝা গেছে যে প্রকিউরমেন্ট এর নিয়ম ও প্রবিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন চিত্র সারণি-৮ এবং প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে মাঠ পর্যায়ে অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়ে প্রকৃত অর্জনের একটি চিত্র সারণি-৭ এ উপস্থাপন করা হলো।

প্রকল্পের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোরে মধ্যে জলাশয় খনন/পুনঃখনন খাতের অর্থ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। শুধু সরকারি খামারে এসআইএস প্রজাতির মাছকে প্রজনন, চাষে এবং ট্রেইল সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারি খামারে প্রকল্প থেকে যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট খামার ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে মাঠ পর্যায়ে অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়ে প্রকৃত অর্জনের একটি চিত্র সারণি-৭ ও ৮ এ দেখানো হলো।

সারণি-৮: প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের ব্যয়ের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবরণী

প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে মাঠ পর্যায়ে অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের খাত	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	ভৌত (পরিমাণ)
ক) দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ	লক্ষ	৫০০.০০	২৫০ লক্ষ	৪৯৯.০০ (৯৯.৮০%)	২৪৯.৫ লক্ষ (১০০%)
খ) সরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান	সংখা	২৮৫.০০	৫৭ টি সরকারি খামার	২৮৫.০০ (১০০%)	৫৭ টি বেসরকারি খামার (১০০%)
গ) বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান	সংখা	২০০.০০	৫০০ বেসরকারি খামার	২০০.০০ (১০০%)	৬০০ বেসরকারি খামার (১২০%)
ঘ) জলাশয় খনন/পুনঃখনন					
ঘ.১ সংযোগ খাল খনন/ পুনঃখনন	কি.মি.	৩৩৫.৫৮	৭০ কি.মি.	৩৩৫.৫৮ (১০০%)	৬৯.৯১কি.মি. (৯৯.৮৭%)
ঘ.২নির্বাচিত জলাশয় খনন / পুনঃখনন (৩১০৫ হেক্টর)	লক্ষ ঘন মিটার	২২২২.১১	৩০.৬৮ লক্ষ ঘন মিটার	২২২২.৬৩ (১০০.০২%)	৩৬.৫৮ লক্ষ ঘন মিটার (১১৯.২৩%)
সর্বমোট		**৩৫৪২.৬৯**		**৩৫৪১.৬০**	

সূত্র: পিসিআর,২০১৪।

৪.৩ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্রয় কার্যক্রম

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় ছাড়াও ১৭টি কোটেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়। নিম্নে কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তার দুটি বর্ণনা করা হলো।

৪.৩.১ কোটেশানের মাধ্যমে আসবাবপত্র ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

(১) কোটেশনের বিষয়: চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের আসবাবপত্র সরবরাহ (প্যাকেজ নং জিডি-১৮)। প্রাক্কলিত মূল্য=৪,৭৫০০০ লক্ষ টাকা মাত্র।

ক) কোটেশন আহবানের তারিখ: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের বিজ্ঞপ্তির পত্র নং ৩৩৮; তাং: ৩০/০৬/২০১১ খ্রি.।

খ) কোটেশন দলিল দেখা ও সংগ্রহের তারিখ: ০৬/০৭/ ২০১১ খ্রি. অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।

গ) গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলীর মধ্যে ছিল:

- খামের উপর দরদাতার নাম, ঠিকানা ও কাজের নাম উল্লেখপূর্বক সীল-গালা করে আটকে দিতে হবে।

- খামের উপর ঠিকানা ছাড়াও " ০৭/০৭/২০১১ খ্রি. তারিখ ১১:৩০ ঘটিকার পূর্বে খুলিবেন না" লিখতে হবে।
- দ্রব্য বুঝিয়ে দেওয়ার সময় দুই কপি বিল দাখিল করতে হবে ইত্যাদি।

ঘ) কোটেশন জমার তারিখ: ০৭/০৭/ ২০১১ খ্রি. স: ১১: ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

ঙ) কোটেশন খোলার তারিখ: ০৭/০৭/ ২০১১ খ্রি. স: ১১: ৩০ ঘটিকা ।

চ) দলিলাদিতে কারিগরী নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) মালামালের আইটেম তফসীলে বর্ণিত তালিকা মোতাবেক বলা হয়েছে।

জ)কোটেশনের সাথে ১ম শেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ২০১০-১১ সনের নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স,ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটজমা দিতে বলা হয়েছে।

ঝ) প্রাপ্ত কোটেশনসমূকের তুলনামূলক বিবরণী: নিম্নলিখিত ০৩ টি কোটেশন পাওয়া যায়:

ক্রমিক নং	কোটেশন দাতার নাম ও ঠিকানা	প্রদত্ত দর	মন্তব্য
১.	রিলায়েন্স ট্রেড ওয়েভ, ২৪/৪, চামেলী বাগ, শান্তিনগর,ঢাকা।	৫,০০০০০/০০ টাকা।	সর্বনিম্ন দর
২.	রহমান ট্রেডার্স, ১১/৭/ ই, নয়াটোলা,ঢাকা।	৫,০২৬৪৪/০০ টাকা।	
৩.	মেসার্স নীলা এন্টারপ্রাইজ, ১৮৩, সোনারগাও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা।	৫,০৮০০০/০০ টাকা।	

ঞ) কোটেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৭/০৭/২০১১ খ্রি. তারিখে। সভায় রিলায়েন্স ট্রেড ওয়েভ, ২৪/৪, চামেলী বাগ, শান্তিনগর,ঢাকা এর প্রদত্ত সর্বনিম্ন ও বাজার উপযোগী হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ট) অতপর কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যাহার পত্র নং ৩৪৯, তারিখ:০৭/০৭/২০১১ খ্রি.। কার্যাদেশে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে আসবাবপত্র সরবরাহ দেওয়ার জন্য বলা হয়।

ঠ) রিলায়েন্স ট্রেড ওয়েভ, কর্তৃক ২০/১০/২০১১ খ্রি.তারিখে আসবাবপত্র সরবরাহ দেওয়া হয় এবং সেই সাথে দুই কপি বিল দাখিল করে।

ড) উক্ত দরপত্র অনুমোদন ও মঞ্জুরী আদেশ প্রদান করেন প্রকল্প পরিচালক যাহার পত্র নং ৪৩৫; তারিখ:০১/১০/২০১১ খ্রি.।

ঢ) অতপর টিআর ফরম নং-২১ এর মাধ্যমে বিল নং ৫৯; তারিখ: ১০/১০/২০১২ খ্রি. তারিখে বিল প্রস্তুত করে ঢাকাস্ত হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ করা হয়। বিলে ০৪% ভ্যাট এবং ১% আয়কর কর্তন করা হয়। বিলের অর্থ উত্তোলনের পর রাজস্ব স্ট্যাম্প লাগিয়ে সরবরাককারীর স্বাক্ষর নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়। যেহেতু বিধি অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে না তাই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয় নি।

অতএব, এ ক্ষেত্রে উক্ত ক্রয় পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

(২) কোটেশনের বিষয়: চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ফ্লিপচার্ট মুদ্রণের জন্য কোটেশন আহ্বান (প্যাকেজ নং জিডি-১৭)।

প্রক্কলিত মূল্য=৫ লক্ষ টাকা মাত্র।

ক) কোটেশন আহবানের তারিখ: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের বিজ্ঞপ্তির পত্র নং ৩৫৯; তাং: ১৭/০৭/২০১১ খ্রি.।

খ) কোটেশন দলিল দেখা ও সংগ্রহের তারিখ: ২৪/০৭/ ২০১১ খ্রি. অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।

গ) গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলীর মধ্যে ছিল:

- খামের উপর দরদাতার নাম, ঠিকানা ও কাজের নাম উল্লেখপূর্বক সীল-গালা করে আটকে দিতে হবে।
- খামের উপর ঠিকানা ছাড়াও " ২৫/০৭/২০১১ খ্রি. তারিখ ১১:৩০ ঘটিকার পূর্বে খুলিবেন না" লিখতে হবে।
- কোটেশন গ্রহণের শেষ তারিখ হতে ৬০ দিন পর্যন্ত কোটেশনে উদ্ধৃত দরহার বলবৎ থাকিবে

● দ্রব্য বুঝিয়ে দেওয়ার সময় দুই কপি বিল দাখিল করতে হবে ইত্যাদি।

ঘ) কোটেশন জমার তারিখ: ২৫/০৭/ ২০১১ খ্রি. স: ১১: ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

ঙ) কোটেশন খোলার তারিখ: ২৫/০৭/ ২০১১ খ্রি. স: ১১: ৩০ ঘটিকা ।

চ) দলিলাদিতে কারিগরী নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) মালামালের আইটেম তফসীলে বর্ণিত তালিকা মোতাবেক বলা হয়েছে।

জ) কোটেশনের সাথে ১ম শেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ২০১০-১১ সনের নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স,ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেটজমা দিতে বলা হয়েছে।

ঝ) প্রাপ্ত কোটেশনসমূহের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	কোটেশন দাতার নাম ও ঠিকানা	প্রদত্ত দর	মন্তব্য
১.	এফ এফ এন্টারপ্রাইজ, ১/১, ফোল্ডার ষ্ট্রীট,ওয়ারী, ঢাকা।	৪৯৯০৬২/৫০ টাকা।	সর্বনিম্ন দর
২.	অনামিকা প্রিন্টার্স লি:, ১৮/বি/১, র‍্যাংকিন ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।	৪৯৯৪৩৭/৫০ টাকা।	
৩.	বুলবুল প্রিন্টার্স,১, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।	৪৯৯৮১২/৫০ টাকা।	

ঞ) কোটেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৫/০৭/২০১১ খ্রি. তারিখে। সভায় এফ এফ এন্টারপ্রাইজ, ১/১, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা এর প্রদত্ত দর সর্বনিম্ন ও বাজার উপযোগী হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ট) অতপর কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যাহার পত্র নং ৩৬৪, তারিখ:৩১/০৭/২০১১ খ্রি.। কার্যাদেশে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ফ্লিপচার্ট সরবরাহ দেওয়ার জন্য বলা হয়।

ঠ) এফ এফ এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ২৩/০৮/২০১১ খ্রি.তারিখে ফ্লিপচার্ট সরবরাহ দেওয়া হয় এবং সেই সাথে দুই কপি বিল দাখিল করা হয়।

ড) উক্ত দরপত্র অনুমোদন ও মঞ্জুরী আদেশ প্রদান করেন প্রকল্প পরিচালক যাহার পত্র নং ১২২; তারিখ:২০/০৫/২০১২ খ্রি.।

ঢ) অতপর টিআর ফরম নং-২১ এর মাধ্যমে বিল নং ১৫৮; তারিখ: ২০/০৫/২০১২ খ্রি. তারিখে বিল প্রস্তুত করে ঢাকাস্ত হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ করা হয়। বিলে ১৫% ভ্যাট এবং ১% আয়কর কর্তন করা হয়। বিলের অর্থ উত্তোলনের পর রাজস্ব স্ট্যাম্প লাগিয়ে সরবরাককারীর স্বাক্ষর নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়। যেহেতু বিধি অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে না তাই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয় নি। অতএব, এ ক্ষেত্রেও উক্ত ক্রয় পিপিআএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

৪.৩.২ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

নিম্নে প্রকল্পের মূল উন্নয়নমূলক কাজসমূহের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হলো:

৪.৩.২.১ নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুন:খনন কাজে এলসিএস (Labour Contracting Society) এর মাধ্যমে জলাশয় পুনঃখনন কাজ সম্পন্নকরণ পর্যালোচনা

নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুনঃখনন কাজে এলসিএস (Labour Contracting Society)-কে বিল পরিশোধ করার ক্ষেত্রে পিপিআএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার 'হাগ্রাদী হইতে শিকারীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ইছামতি মরা নদী পুন:খনন প্রকল্প (অংশ-১)' এর বিল-ও মাষ্টাররোলসমূহ যাচাই করা হয়। খনন/পুন:খনন কাজ করার জন্য পিআএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর গাইডলাইন অনুযায়ী প্রকল্পের আলাদা নীতিমালা করা হয়েছে যেখানে দরপত্র বা কোটেশনের কোন প্রয়োজন নেই। এলসিএস এর মাধ্যমে কাজ করার পর শ্রমিকদের দৈনিক কাজের মাষ্টাররোল দাখিল ও সমন্বয় করে ০৪ কিস্তীতে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, এ ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) চেয়ারম্যান, শিকারীপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান এর আহবানে ও সভাপতিত্বে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ইছামতি মরা নদীর সুফলভোগীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮/১০/২০১২ খ্রি. তারিখে শিকারীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে। সভায় ৫৩ সদস্য বিশিষ্ট সুফলভোগী দল গঠন করা হয় এবং হাগ্রাদী হইতে শিকারীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ইছামতি মরা নদী পুন:খনন প্রকল্পটি (অংশ-১) বাস্তবায়নের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানানো হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা মোতাবেক একটি কমিটি রয়েছে যার সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্তকর্তা, সদস্য সচিব সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রকল্পের উক্ত অর্থের ডিডিও ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) অতপর তাহারা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আবেদন জানান।

(গ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা ৩১/১১/ ২০১২ খ্রি. তারিখে মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী একটি প্ল্যান ও প্রাক্কলন তৈরি করেন এবং সেই সাথে প্রিওয়ার্ক পরিমাপ নেন। প্রিওয়ার্কে ৩৯৮৬৯.৭৪ ঘন মিটার মাটি ও ২৪,২২৮৮৪ টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রক্কলন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা বরাবর তিনি দাখিল করেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা উক্ত প্রাক্কলন সহ প্রকল্প পরিচালক বরাবর উক্ত নদী পুন:খননের জন্য একটি স্কীম দাখিল করেন।

(ঘ) প্রকল্প পরিচালক পত্র নং ২৩; তাং: ৭/২/২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুকূলে ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করে ১ম কিস্তীতে ৭৫০০০০/০০ টাকা এবং দ্বিতীয় কিস্তীতে পত্র নং ১০২ তাং ২১/৫/২০১৩খি. অনুযায়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা বরাবর উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অবশিষ্ট অর্থের বরাদ্দ প্রদান করেন।

(ঙ) অর্থ কম থাকায় সহকারী প্রকৌশলী প্রাক্কলনটি সংশোধন করেন এবং সংশোধিত প্রক্কলনে প্রিওয়ার্ক ১২৪১৩.২১ ঘন মিটার মাটি এবং সংশোধিত অর্থ চাহিদা ১০,০১০২৪/৭০ টাকার প্রক্কলন করা হয়।

(চ) নীতিমালা অনুযায়ী ইছামতি মরা নদীর সুফলভোগীদের মধ্য হতে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি এলসিএস (Labour Contracting Society) গঠন করা হয় যার দলনেতা হন আলহাজ আলী মোহাম্মদ রহমান খান পিয়ার এবং উপদলনেতা হন মো: আহম্মদ হোসেন।

(ছ) নীতিমালা অনুযায়ী নবাবগঞ্জ উপজেলা সোনালী ব্যাংকে দলনেতা এবং উপ-দলনেতার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত একটি চলতি হিসাব খোলা হয় যার নং ০০১০২০০৫২ । অতপর নদী পুন:খনন কাজ শুরু করা হয়।

(জ) পূর্বে গঠিত সুফলভোগী ৫৩ জনের তালিকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দলনেতা এবং উপদলনেতা কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২০/০২/২০২ খ্রি. তারিখে।

(ঝ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জলাশয়টি পুন:খননের লক্ষ্যে অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য পত্র নং ১৮৯;তাং ৪/২/২০১৩ খ্রি. মোতাবেক সহকারি কমিশনার (ভূমি), নবাবগঞ্জ বরাবর পত্র দেন।

(ঞ) অগ্রিম চেক প্রদান: নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত মোট অর্থ চারটি সমান কিস্তীতে অগ্রিম চেকের মাধ্যমে দলনেতা ও উপদলনেতা বরাবর প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। সে জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঢাকার পত্র নং ১৩৭; তারিখ: ৩১/৩/২০১৩ অনুযায়ী ২৫০০০০/= টাকা (২৫%) হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ পূর্ব নিরীক্ষিত চেক-সিএও চেকের মাধ্যমে প্রথম কিস্তীতে প্রদান করা হয় যাহার নং ক ৩৩৭৯০২৯; তারিখ: ২/৪/২০১৩ খ্রি.। এলসিএস কমিটি উক্ত অর্থের সমন্বয় মাষ্টাররোল ও প্রতিবেদন দাখিল করেন ২৯/৮/২০১৩ খ্রি.তারিখে। একইভাবে দ্বিতীয় কিস্তীতে ২৫%, তৃতীয় কিস্তীতে ২৫% এবং চতুর্থ ও শেষ কিস্তীতে ২৫% অর্থ প্রদান করা যথাক্রমে চেক নং ক ৩৭২০০১২, তাং:২০/৫/২০১৩; ৩৭২১৩৫৩, তাং:৫/৩/২০১৩ এবং ক ৩৭২৩৪৩৬, তাং: ২৬/৬/২০১৩ এর মাধ্যমে।

(চ) সমন্বয় মাণ্টাররোলসমূহ বিল নং ৯৩, তাং:১/৪/২০১৩; নং ১১১৮,তং: ১৬/৫/২০১৩; নং ১৪০,তাং: ৩/৬/২০১৩ এবং নং ১৬৫, তাং ১৩/০৬/২০১৩ খি. অনুযায়ী ঢাকা হিসাব রক্ষণ দপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং অর্থবিধি অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়।

(ছ) সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী প্রতিবার চেক প্রদানের পূর্বে পোষ্ট ওয়ার্ক পরিমাপ করে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর দাখিল করেছেন এবং পরিমাপ বহিতে (Measurement Book/MB) তা লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করেছেন। প্রত্যেকবারই জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্তকর্তা এবং সহকারী প্রকৌশলী স্বাক্ষর করেছেন।

প্রকল্পের নীতিমালা পর্যক্ষেণ করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে স্কীমটি বাস্তবায়নে নীতিমালা অনুসরন করা হয়েছে। অন্যদিকে দেখা গেছে যে এ ক্ষেত্রেও ক্রয় পিপিআএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর গাইডলাইন অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৪.৩.২.২ উপজেলা মৎস্য দপ্তর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী কর্তৃক কোটেশনের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ ক্রয়

কোটেশনের বিষয়: চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা ক্রয় । প্রক্কলিত মূল্য=৫০ হাজার টাকা মাত্র।

ক্রয় কার্যক্রমসমূহের পদ্ধতি নিম্নরুপ:

(ক)পোনা অবমুক্তি কমিটির (সংশোধিত, ২০১২ খ্রি.) সভা আহবান করা হয় ১৯/০২/২০১৪ খ্রি. তারিখের ৩৩.০২.৭৫০৭.৫০১.২৭.০০৮-১৪-১২/১১ নং পত্র মোতাবেক।

(খ) কোটেশন আহবানের তারিখ: উপজেলা মৎস্য দপ্তর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর পত্র নং ৩৩.০২.৭৫০৭.৫০১.৩৯.০০৮-১৪-১৬/১১; তাং: ২৫/০২/২০১৪ খ্রি.।

(গ) কোটেশন দলিলের মূল্য: কোন মূল্য ধরা হয় নাই।

(ঘ) কোটেশন দলিল দেখা ও সংগ্রহের তারিখ: ৪/০৩/ ২০১৪ খ্রি. অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলীর মধ্যে ছিল:

- খামের উপর দরদাতার নাম, ঠিকানা ও কাজের নাম উল্লেখপূর্বক সীল-গালা করে আটকে দিতে হবে।
- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজাতি ও অনুপাত হবে শিং-৩০%, মাগুর-২০%, কৈ-২০% এবং অন্যান্য দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজাতি-৩০%।
- খামের উপর ঠিকানা ছাড়াও " ০৫/০৩/২০১৪ খ্রি. তারিখ ১২:৩০ ঘটিকার পূর্বে খুলিবেন না" লিখতে হবে।
- দ্রব্য বুঝিয়ে দেওয়ার সময় দুই কপি বিল দাখিল করতে হবে ইত্যাদি।

(চ) কোটেশন জমার তারিখ: ৫/০৩/ ২০১৪ খ্রি. স: ১২: ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

(ছ) কোটেশন খোলার তারিখ: ৫/০৫/ ২০১১ খ্রি. স: ১২: ৩০ ঘটিকা ।

(জ) কেটেশন জমা দেওয়ার ঠিকানা: উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর, বেগমগঞ্জ।

(ঝ) মালামালের আইটেম তফসীলে বর্ণিত তালিকা মোতাবেক বলা হয়েছে।

(ঞ) কোটেশন অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রদান করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নোয়াখালী তাহার দপ্তরের পত্র নং ৩৩.০২.৭৫০০. ৪০০. ৫৩. ০০১. ১৪.৩২৮; তাং: ১০/০৩/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে।

(ত) প্রাপ্ত কোটেশনসমূহের তুলনামূলক বিবরণী: নিম্নলিখিত ০৩ টি কোটেশন পাওয়া যায়:

ক্রমিক নং	কোটেশন দাতার নাম ও ঠিকানা	প্রদত্ত দর	মন্তব্য
১.	আলবারাকা মৎস্য খামার, প্রো.: মো: মাছউদুল হক চৌধুরী, পূর্ব হাজীপুর,বেগমগঞ্জ, প্রদত্তদর	৬০০.০০টাকা/কেজি।	সর্বনিম্ন দর
২.	সোনালী মৎস্য খামার, প্রো: মো: আসফাক,ঘোচবাগ, কবিরহাট।	৭০৫.০০ টাকা/কেজি।	
৩.	রুপালী মৎস্য খামার, প্রো: মো: আজাদ, ঘোষকামচা,মুসলিম বাজার, সোনাইমুরী, নোয়াখালী।	৭২৫.০০ টাকা/কেজি।	

(থ) কোটেশন কমিটি ৫/৩/২০১৪ খ্রি. তারিখে আলবারাকা মৎস্য খামার, প্রো: মো: মাছউদুল হক চৌধুরী, পূর্ব হাজীপুর, বেগমগঞ্জ এর প্রদত্তদর ৬০০.০০টাকা/কেজি সর্বনিম্ন ও বাজার উপযোগী হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। পোনা ক্রয় ও অবমুক্তকরণ কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সদস্য সচিব উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা। প্রধান উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, উপদেষ্টাবৃন্দরা হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান।

(দ) অতপর কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যাহার পত্র নং ৩৩.০২.৭৫০৭. ৫০১.৩৯. ০০৮.১৪.২৫; তাং: ১০/০৩/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে এবং ৪৮০০০.০০ টাকার ৮২.৭০ কেজি পোনা সরবরাহ দেওয়ার জন্য বলা হয়।

(ধ) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ১৭ টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রকুরে উক্ত পোনা বিতরণ করা হয়।

(ন) অতপর টিআর ফরম নং-২১ এর মাধ্যমে বিল করা হয় এবং বিলে নির্ধারিত ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করে বিলের অর্থ উত্তোলনের পর রাজস্ব স্ট্যাম্প লাগিয়ে সরবরাককারীর স্বাক্ষর নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়। যেহেতু বিধি অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে না তাই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয় নি। এ ক্ষেত্রেও উক্ত ক্রয় পিপিআএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর গাইডলাইন অনুযায়ী করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

উল্লেখিত চারটি ক্রয়ের ক্ষেত্রেই পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমলিা, ২০০৮ এর বিধি-১৬ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি; বিধি-১৭, ৬৯-কেটেশন প্রদানের অনুরোধ প্রজ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যালী, শর্তাবলী, ইত্যাদি; ৭০-কেটেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আবশ্যক তথ্য.দলিলাদি, ইত্যাদি; বিধি-৭১ কেটেশন আহবানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যাবলী; ৭২-কেটেশন দাখিল পদ্ধতি এবং ৭৩-কেটেশন মূল্যায়ন এবং কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমে বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৫.১ ভূমিকা

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রধানত চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা সরেজমিনে যাচাই ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য দেশের ৮টি বিভাগের ২৬ জেলার ১০৪ টি উপজেলার ২০১১ জন প্রকল্পভূক্ত এলাকার উপকারভোগী বা সুফলভোগী এবং ১০০৫ জন প্রকল্প বহির্ভূত কন্ট্রোল এলাকার মৎস্য চষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল অনুদান প্রাপ্ত সংযোগ চাষি ১৬৫ জন (প্রশ্নমালা-১.১) এবং কন্ট্রোল মৎস্য চাষি ৯৫ জন (প্রশ্নমালা-১.২) এবং উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের ক্ষেত্রে উপকারভোগী বা সুফলভোগী জেলে ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার ১৮৩৬ জন (প্রশ্নমালা-২.১) ও কন্ট্রোল জেলে ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার ৯২০ জন (প্রশ্নমালা-২.২)।

এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালা, কেআইআই এবং এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও অন্যান্য ডকুমেন্টস বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে এ বিষয়ে পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৫.২ উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৫.২.১ চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা

এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উপজেলার ১২৩ টি অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করেন। উক্ত জলাশয়সমূহকে ২৫১ টি অংশে বিভক্ত কারে ২৫১ টি স্কীমের মাধ্যমে জলাশয়সমূহ খনন/পুনঃখনন করা হয়। জলাশয়সমূহের মধ্যে ছিল খাল, বিল, মরা নদী ও বরোপিট। প্রতিটি জলাশয়ের জন্য একটি করে সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠন করা হয়। সংযোগ খাল খনন/পুনঃখননের ক্ষেত্রে ৩৩৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৭০ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন করা হয়। অন্যান্য জলাশয়ের ক্ষেত্রে ২২২২.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩০.৬৮ লক্ষ ঘন ফুট মাটি কেটে তুলে ফেলা হয় যার ফলে জলাশয়সমূহের গভীরতা অনেক বেড়ে যায়।উক্ত খনন/পুনঃখনন কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সম্পৃক্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কুষ্টিয়া সদরের কুমানদী পুন:খনন কাজ উদ্বোধন করেন তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এবং সেখানকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (ছবি-৩; সূত্র: মৎস্য বিভাগ)। জলাশয়সমূহ খনন/পুন:খনন করার পর সেখানে শিং,মাগুর, কৈ,মলা, বাটা,পুটি এবং খরকি (ভেদা বা মেনি) মাছের পোনা মজুদ করা হয়। প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহ পুনঃখননের ফলে ৩০৫৫১ জন সুফলভোগী লাভবান হন। অন্যদিকে জলাশয়সমূহে ৭৭৩.৪৪ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপন্ন হয়েছে (প্রকল্প দপ্তরের প্রতিবেদন, ২০১৪)।

ছবি-৩. তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু কর্তৃক কুষ্টিয়া সদরের কুমা নদীর পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন (সূত্র: মৎস্য দপ্তর)

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ৯৪.৫% জানান যে তাদের জলাশয় সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ করা হয়েছে এবং প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহে একক প্রজাতি হিসাবে শিং মাছ (৯১.৪%) সবচেয়ে বেশী মজুদ করা হয়েছে এবং এর পরই রয়েছে মাগুর (৭০.৯ %), কৈ (৫৮.৫%), বাটা (৪৮.৫%), টেংরা (৪৬.০%), পাবদা (৩০.৮%) প্রভৃতি। সবচেয়ে কম মজুদ করা হয়েছে ঢেলা মাছ (সারণি-৯)। তুলনামূলকভাবে শিং, মাগুর, কৈ,টেংরা, পাবদা ইত্যাদি মাছের

পোনা এখন গ্রাম-গঞ্জের মৎস্য হেচারীতে কৃত্তিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত হওয়ায় কিছুটা সহজলভ্য, তবে কৈ, মাগুর ইত্যাদি মাছের পোনার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল পোনা পাওয়া প্রায়ই সমস্যা হয়, কেননা দেশে এগুলোর থাই প্রজাতিও রয়েছে এবং হাইব্রিড ও থাই/ দেশীয় প্রজাতির সাথে ক্রস করে উৎপাদিত পোনাও রয়েছে।

এ বিষয়ে সমীক্ষা এলাকায় সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করা গেছে:

জলাশয়সমূহ খনন/পুনঃখনন করার ফলে জলাশয়সমূহের পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে ফলে যেগুলোতে খনন/পুন:খননের আগে পচনক্রীয়ার ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতো এখন আর পূর্বের ন্যায় দুগন্ধ সুষ্টি হয় না যা ৭৯.৯% উত্তরদাতা জানিয়েছেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৭.৬% বলেছেন যে পুন:খননের ফলে জলাশয়সমূহের উন্নয়ন হয়েছে। জলাশগুলোর গভীরতা আগের চেয়ে ৪-৫ ফুট বেড়েছে। এখন দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল পুন:খননকৃত জলাশয়সমূহে সারা বছর পানি থাকে। ফলে দেশীয় ছোট মাছ সহ সকল প্রকার মাছের ব্রুড জলাশয়সমূহে অবস্থান করে এবং প্রজননের সুযোগ পায় যা সার্বিকভবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

৮২.৯% জানান যে পচন কমে যাওয়ার ফলে এখন আগের ন্যয় পানিতে আর অস্বাভাবিকভাবে বুদ বুদ সুষ্টি হয় না এবং অক্সিজেনের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফলে মাছও ভাসে না। এর ফলে মাছের পোনার মৃত্যু হার কমেছে, ফলে উৎপাদন বেড়েছে।

৮৬.৭% তথ্য দেন যে বর্ষার শুরুতে নতুন পানি আসার সাথে সাথে ছোট মাছের পোনা দেখা যায় । বিশেষ করে টাকি, শোল, শিং, মাগুর মাছ। এটি ছোট মাছের প্রজনন হওয়ার সূচক। মছের উৎপাদন বাড়ার জন্য মাছের বৃদ্ধি এবং প্রজনন অপরিহার্য বিষয়। পুনঃখননকৃত জলাশয়গুলো সুফলভোগীরা ব্যবস্থাপনা এবং মাছ সংরক্ষণ করেছেন। ফলে ছোট মাছ বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং প্রজনন মৌসুমে জলাশয়সমূহ ও পাশ্ববর্তী প্লাবনভূমিতে প্রচুর ডিম ছেড়েছে এবং পোনা উৎপন্ন হয়েছে। পোনাসমূহের একটি বিরাট অংশ ঐ জলাশয়েই রয়ে গেছে যেগুলো বড় হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে।

৫৫.৭ % উত্তরদাতা জানান জলাশয়সমূহে শামুখ ,ঝিনুক, কাঁকড়া,কুচিয়া, সাপ ইত্যাদি এখন আগের চেয়ে বেশী দেখা যায় এবং আগে কোন কোন জলাশয়ে এগুলো দেখা যেত না কিন্তু এখন এগুলো কম-বেশী পাওয়া যায়। ৫৫.৭ % উত্তরদাতা জানান যে, এখন যে পরিমাণ জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ জলাশয়গুলোতে পাওয়া যাচ্ছে তা প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার আগে পাওয়া যেতো না। তার অর্থ হল জীববৈচিত্র্য বেড়েছে। এর ফলে রাক্ষুসে শ্রেণীর মাছের প্রাকৃতিক খাবার বেড়েছে। কারণ শিং, মাগুর, টাকি, শোল, গজার, আইর, বোয়াল, ফলি ইত্যাদি মছের জন্য এগুলো আকর্ষনীয় খাবার। তাই এদের উৎপাদনও বেড়েছে। ৭৯.৪% উত্তরদাতা উৎপাদন বাড়ায় আয় বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।

প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে জলাশয়ে মাছ মজুদ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করার জ্ঞান বেড়েছে। ফলে সুফলভোগীদের সহ-ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বেড়েছে এবং জলাশয়সমূহের পরিবেশ আগের চেয়ে ভাল হয়েছে যার ফলে এটি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

প্রায় সকল উত্তরদাতাই মুক্ত জলাশয়গুলোতে পানি দুষণ একটি মারাত্বক সমস্যা বলে উল্লেখ করেন। কৃষি ফসলে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, মিল ও কল-কারখানার বর্জ্য জলাশয়কে দুষিত করছে। ফলে মাছ ও মাছের পোনা এবং জলজ অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যুহার বাড়ছে।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণে জলাশয়সমূহে পর্যাপ্ত পানি দেখা গেছে এবং অনেক জলাশয়ে সুফলভোগীদের মাছ আহরণরত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং অনেক স্থানে পার্শ্ববর্তী মাছ বাজারে জেলেদের ছোট মাছ বিক্রী করতে দেখা গেছে। অতএব বলা যায় যে, চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকা সত্বেও প্রকল্পের এ উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়েছে।

এধরণের প্রভাব অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সৃষ্টি হয়নি কেননা অন্য কোন প্রকল্প এ প্রকল্পের জলাশয়সমূহে বাস্তবায়ন করা হয়নি। তবে পরোক্ষ প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয় কেননা মুক্ত জলাশয় কোন না কোন ভাবে একটির সাথে অন্যটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ থাকে যা বর্ষাকালে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না ।

৫.২.২ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সমীক্ষায় কেআইআই এ ৫২০ জন সুফলভোগী এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজন অংশগ্রহণ করেন। তাদের ৯৯.৯% জানিয়েছেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ছোট মাছের পরিমাণ ও প্রজাতি বেড়েছে, অনেক প্রজাতি বিলপ্তীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, স্থানীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল এমন অনেক মাছ ফিরে এসেছে, আবাসস্থল বেড়ে যাওয়ায় মা মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ছোট মাছের প্রজনন বেড়ে গেছে, খাল, বিল খনন/পানঃখননের ফলে এগুলোর পানি ধরে রাখার বা ধারণ ক্ষমতা বেড়ে গেছে তাই জীববৈচিত্র্য বেড়ে গেছে এবং মাছ ছাড়াও অনেক হারিয়ে যাওয়া জীব ফিরে এসছে, যেমন: শামুখ,ঝিনুক,কুচিয়া ইত্যাদি । সমীক্ষায় খানা জরীপে অংশগ্রহণকারী ৫৪.৫% উত্তরদাতার মতে তাদের পুকুরে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ বেড়েছে। বিল সমূহে ছোটমাছ সংরক্ষণ আইন অনেকাংশে মেনে চলার ফলে ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে। যেমন: প্রকল্পভূক্ত দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ভবেরবাজারের ছেট যমুনা নদী (মরা নদী) জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। পরে সুফলভোগীর জলাশয়টিকে সংরক্ষণ করেন। এ ফলে দেখা গেছে যে, টাকি মাছ ডিম ছেড়ে বাচ্চা উৎপন্ন করেছে। কিন্তু টাকি মাছের পোনার স্কুল আহরণ না করে সংরক্ষণ করা হয়েছে, ফলে টাকি মাছের উৎপাদন বেড়েছে (ছবি-৪)

ছবি-৪. সমীক্ষা চলাকালে প্রকল্পভূক্ত দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ছোট যমুনা নদী (মরা নদী) থেকে আহরিত টাকি মাছ

প্রকল্পের ৬০০ জন অনুদানপ্রাপ্ত চাষিদের মাঝে খানা জরীপ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তাদের পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজাতি মজুদ ও চাষ সংক্রান্ত প্রভাব যাচাই করা হয়। বিভিন্ন দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে যে চিত্র বেড়িয়ে এসেছে তা সারণি-৯ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৯: বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছের চাষ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রজাতি	ছোট মাছ চাষের হার		ছোট মাছ চাষ না করা হার		মন্তব্য
		হ্যাঁ উত্তর প্রদানকারীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)	না উত্তর প্রদানকারীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)	
১	পাবদা	৪১	১৩.৬	২৫৮	৮৬.৪	শিং মাছ চাষ করা হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুকুরে এবং বাইম মাছ চাষ করা হয়েছে সবচেয়ে কম সংখ্যক পুকুরে।
২	গুলশা	৪১	১৩.৬	২৫৮	৮৬.৪	
৩	কৈ	১৩৬	৪৫.৫	১৬৩	৫৪.৫	
৪	শিং	২০৪	৬৮.২	৯৫	৩১.৮	
৫	মাগুর	১২৯	৪৩.২	১৭০	৫৬.৮	
৬	বাইম	৭	২.৩	২৯২	৯৭.৯	
৭	পুঁটি	৬৬	২২.২	২৩৩	৭৭.৮০	
৮	মলা	১৩	৪.৫	২৭৮	৯৫.৫	
৯	ঢেলা	৭	৪.৫	২৮৫	৯৫.৫	
১০	বাটা	১২২	৪০.৯	১৭০	৫৯.১	
১১	টেংরা	৪১	১৩.৬	২৫১	৮৬.৪	

সারণি-১০ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রকল্পভূক্ত পুকুর সমূহে ১১টি দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ করা হয়েছে যার মধ্যে সবচয়ে বেশী শিং, কৈ, মাগুর এবং বাটা। প্রয়োজনীয় সকল প্রজাতির পোনা না পাওয়ায় অন্যান্য মাছের চাষ কম হয়েছে

বলে চাষিদের মতামত বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে। অন্যদিকে কন্ট্রোল এলাকায় ১৫ টি প্রজাতি চাষ হয়েছে এবং বাতাশি,খরকি ও অন্যান্য আরো দুটো প্রজাতি কন্ট্রোল এলাকার পুকুরে চাষ করা হয়েছে। চাষিদের প্রদত্ত তথ্য মতে মিশ্র চাষ কন্ট্রোল এলাকায় বেশী হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে প্রকল্পের চাষির পুকুরে শিং ৩৬.৬%, মাগুর ২৫.৩%, কৈ ২২.৪%,বাটা ৩৩.২%,পাবদা ৬.৮%, গুলশা ৫.১%, বাইম ০.৪% এবং পুঁটি ১১.৬ % বেশী চাষ করা হয়েছে যা প্রকল্প কার্যক্রমর প্রভাবে সম্ভব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রকল্পভূক্ত পুকুরসমূহে অন্যকোন প্রকল্পের কোন প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি বিধায় অন্য কোন প্রকল্পের প্রভাব থাকা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

৫.২.৩ সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন

প্রকল্পের ১২৩ টি জলাশয়কে ২৫১ টি অংশে বিভক্ত করে ২৫১ টি এলসিএস গঠন করা হয়েছিল। এলসিএসসমূহ গঠন করা হয় ২৫১ টি সমাজভিত্তিক সংগঠনের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। উক্ত সমাজভিত্তিক সংগঠনসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ৩০৫৫১ জন সুফলভোগী ছিল। জলাশয় পুনঃখননের সময় সর্বমোট ১২৩২৪৯৪ জন শ্রমিক মাটি কাটায় অংশ নেন। তবে সরাসরি উপকারভোগী সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন ৩৭০৪ জন যার মধ্যে মহিলা ছিলেন ১৪৮২ জন (সূত্র: প্রকল্প দপ্তরের প্রতিবেদন, ২০১৪)। উল্লেখিত ২৫১ টি সমাজভিত্তিক সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত জলাশয়সমূহ পরিচালিত হয়। এদের মধ্য থেকে ২৫১ টি এলসিএস কমিটি গঠন করা হয়। জলাশয়সমূহে ২৪৯.৫ লক্ষটি ছোট মাছের পোনা প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জলাশয়ে মজুদ করা হয়। প্রকল্পের সুফলভোগী ও কন্ট্রোলগ্রুপ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সংখ্যাগত বিশ্লেণে দেখা যায় যে উক্ত জলাশয়সমূহে মজুদকৃত মাছের মধ্যে ছিল শিং, মাগুর, কৈ, মলা, বাটা, পুঁটি এবং খরকি।

গঠিত সংগঠনের সদস্যবৃন্দ সকলেই কত-বেশী লাভবান হয়েছেন। জেলা মৎস্য কর্তকর্তা এলসিএস কমিটির দলনেতা এবং উপদলনেতার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়েছে। এলসিএস কমিটির দলনেতা এবং উপদলনেতার পুন:খনন কাজের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করতেন। তাই এলসিএস কমিটি পুন:খনন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে বর্তমানে গঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠন সমূহের অধিকাংশ সংগঠন সাংগঠনিকভাবে নিস্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু জলাশয়সমূহে তাদের অবাদ ব্যবস্থাপনা অধিকার সমস্যার মধ্যে রয়েছে। কারণ, সংগঠনসমূহের কোন নিবন্ধন নেই, কোন দাপ্তরিক ঠিকানা নেই, তাদের কার্যক্রম মনিটর করার জন্যও কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এ উদ্দেশ্যটি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সফল হয়েছে কিন্তু বর্তমানে সংগঠনসমূহ তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না।

৫.২.৪ প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে কি না বা হলেও কতটুকু হয়েছে তা জানার জন্য খানা জরীপ ছড়াও কেআইআই এবং এফজিডি এর মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা হয়। কেআইআই এ অংশগ্রহণকারী ৫২০ জনের ৭০% উতরদাতা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ৭৭.৩% উত্তরদাতা প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে স্থায়ী বা খন্ডকালীন কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন বলে জানান যদিও প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে এর হার একই ছিল। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে ও বর্তমানে এর হার ৭৫%। কিন্তু ৩৮.৬% মহিলা ছোট মাছ চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৬১.৪% অংশগ্রহণ করেননি বলে জানান।

খানা জরীপে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্য চাষিদের বসতবাড়ীর পরিবর্তন লক্ষনীয়। চিত্র -১০ এর মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগে ও বর্তমানে বসতবাড়ীর অবস্থার পরিবর্তন (%) দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে,কন্ট্রোল চাষিদের চেয়ে প্রকল্পভূক্ত চাষিরা অনেক ভাল বাড়ীতে বর্তমানে অবস্থান করছেন।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৬.৮% উত্তরদাতা তাদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে বেকার যুবকেরা মাছ চাষে এগিয়ে এসছেন, ছোট মাছের বাজারমূল্য বেশী থাকার কারণে ছোট মাছ চাষে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

নার্সারী স্থাপন, মাছ চাষ, মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণে অনেক লোকের প্রয়োজন হয় ফলে এসব কাজে এখন অনেক লোক কাজ করছে যার ফলে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। স্বল্প পূজির ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই ছোট মাছ চাষে এগিয়ে এসেছেন।

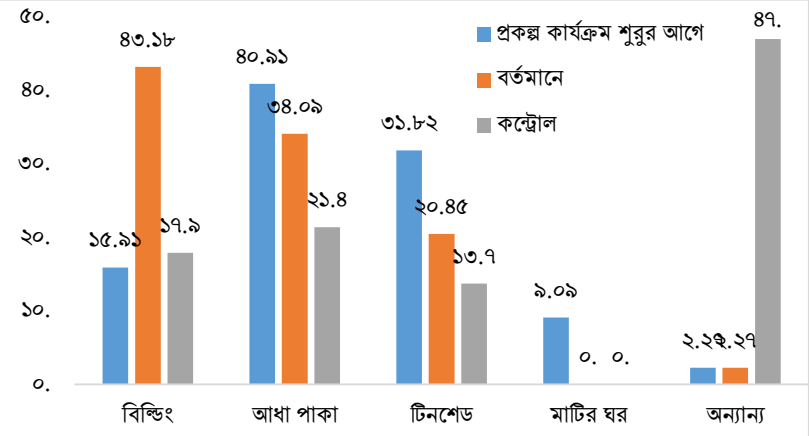

চিত্র-১০. প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগে ও বর্তমানে বসতবাড়ীর অবস্থার পরিবর্তন (%)

সমীক্ষায় বাসস্থান গৃহের মারিকানার ধরণ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার ৫০ % চাষিরা সম্পূর্ণ নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করেন এবং ৫০% চাষি ভাড়া করা বাড়ী বা যৌথ মালিকানার বাড়ীতে বসবাস করেন। কিন্তু কন্ট্রোল এলাকায় ৩৫% চাষিরা নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করেন এবং ৬৫% চাষিরা ভাড়া করা বাড়ী বা যৌথ মালিকানার বাড়ীতে বসবাস করেন। অর্থাৎ প্রকল্প এলাকার চাষিদের অর্থনৈতিক অবস্থা কন্ট্রোল এলাকার চেয়ে অনেক ভাল। সমীক্ষায় পানীয় জলের উৎস সম্পর্কে জানা গেছে যে প্রকল্প এলাকার ৫৩ % চাষিদের ডিপ/শ্যালো/ হ্যান্ড টিউবওয়েল রয়েছে বা বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সমীক্ষায় আয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সুফলভোগী চাষিদের প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগে মাসিক আয় ছিল ১৭০৫০/০০ টাকা। কিন্তু বর্তমানে তাদের মাসিক আয় ২৪৬৩৮.১০ টাকা। অন্যদিকে কন্ট্রোর চাষিদের মাসিক আয় বর্তমানে ২১৮০৭.৭৬ টাকা। অর্থাৎ সুফলভোগী চাষিদের মাসিক আয় কন্ট্রোর চাষিদের চেয়ে বর্তমানে ২৮৩০.৩৪ টাকা অর্থাৎ ১১.৪৯% বেশী যা আয় বৃদ্ধির সূচক। অতএব প্রকল্পের এ উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়েছে।

যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে অন্য কোন প্রকল্প জলাশয়সমূহে বাস্তবায়ন করা হয়নি, তাই মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অন্য কোন প্রকল্পের প্রভাব এখানে ছিল না বলে মনে হয়।

৫.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

উল্লেখিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের (অনুচ্ছেদ ৫.১.১ থেকে ৫.১.৪ পর্যন্ত) আলোকে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন সংক্রান্ত মতামত নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
(১) চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	১.চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলো পুনঃখননের ফলে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। তবে বেশ কিছু জলাশয়ে পানি থাকে না। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য আংশিক সফল হয়েছে। ২. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় বিল, নদী, খাল ও বোরপিটে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে এবং বিপদাপন্ন কযেকটি প্রজাতি (পাবদা, কৈ,মেনি/খরকি) জলাশয়ে ফিরে এসেছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। ৩. অনুদানপ্রাপ্ত চাষিরা প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ করেছিলেন। উৎপাদনও বেড়েছে । এ ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি।

	৪. জলাশয়গুলোতে মাছের প্রজনন হওয়ার ফলে উৎপাদন বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
(২) দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার	১. চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলো পুনখননের ফলে মাছের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে বটে কিন্তু যথাযথভাবে সংরক্ষণ কার্যক্রম না থাকায় অনেক ছোট মাছ আহরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে। ২. জলাশয়সমূহে মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণী যেমন: শামুক, ঝিনুক, কুচিয়া, কাঁকড়া ইত্যাদি আগের চেয়ে বেশী দেখা যায়। প্রাণীবৈচিত্র্য অনেকাংশে বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্ধেশ্য অর্জিত হয়েছে। ৩. জলাশয়সমূহে উদ্ভিদের প্রজাতি পুনরুদ্ধারে লক্ষনীয় অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। ৪. পানিদুষণে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীদের মৃত্য জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও তা স্থায়ীত্বশীল হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পে কোন সমন্বিত উদ্যোগ ছিল না। এটি উদ্দেশ্য অর্জন ও তা চলমান রাখার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।
(৩) সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন	১. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ১২৩ টি জলাশয়ের ২৫১ টি খন্ড পুনঃখননের সময় ২৫১ টি সমাজভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সংগঠনগুলো সচল ছিল। কিন্তু তাদের নিবন্ধন নেওয়া হয়নি। বর্তমানে সংগঠনগুলোর অধিকাংশই সচল নেই। তাই এ উদ্দেশ্যটি অর্জিত হলেও তা স্থায়ীত্বশীল হয়নি। ২. প্রকল্পের জলাশয়সমূহে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিন্তু তা স্থায়ীত্বলাভ করেনি।
(৪) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	১. প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। তাদের আয় প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ২. প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের মাছ চাষ, আহরণ, পরিবহন, বিক্রয়, আহরণ সরঞ্জাম তৈরি ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে খন্ডকালীন মাটি কাটার জন্য শ্রমিক হিসাবে অনেকের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই এ উদ্দেশ্যটিও সফল হয়েছে। ৩. মহিলাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে। তাই এ উদ্দেশ্যটিও সফল হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ এবং ঝুকিসমূহ (SWOT Analysis)

৬.১ ভূমিকা

SWOT বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি সুসংগঠিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ এবং ঝুকিসমূহ মূল্যায়ন কার যায়। এ অধ্যায়ে এফজিডি, কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, মুখোমুখি আলোচনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণ এর একটি সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৬.২ সবল দিক (Strength)	৬.৩ দুর্বল দিক (Weakness)
ক. প্রকল্পটিতে ভাল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থাকা, খ.জলাশয় খনন/ পুনঃখনন/ সংস্কার কার্যক্রম থাকা যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সহায়ক, গ. ছোট মাছ সহ সার্বিকভাবে মাছের উপাদন ও জীববৈচিত্র্য বেড়ে যাওয়া, ঘ. ছোট মাছ চাষে আগ্রহ, দক্ষতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি এবং বেকাররা মাছ চাষে যুক্ত হওয়া, ঙ. প্রকল্পভূক্ত মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন বৃদ্ধি, চ. চাষিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, ছ. চাষি, জেলে ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জ.মাছ চাষ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া, ঝ. জলাশয় পুনঃখনন/সংস্কার হওয়ার ফলে জলাশয় পরিবেশ বান্ধব হওয়া ইত্যাদি। ঞ. জলাশয় পুন:খনন/সংস্কার হওয়ার ফলে অধিকাংশ জলাশয়ে সারাবছর যতেষ্ট পরিমাণ পানি থাকা।	ক. বেসলাইন সার্ভে না থাকা। খ. প্রকল্পের আলাদা জনবলের সংস্থান না থাকা, গ. দেশীয় প্রজাতির পোনা না পাওয়া বা অনিশ্চয়তা ঘ. বরাদ্ধের স্বল্পতা, ঙ. প্রকল্পটির মেয়াদ স্বল্প থাকা, চ. সঠিক সময়ে বরাদ্ধ না পাওয়া, ছ. অবমুক্তির জন্য মাছের প্রজাতির সংখ্যা কম থাকা, জ. আর্থিক অনুদান থাকায় চাষি নির্বাচনে বিভিন্ন ধরণের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি, ঝ. মৎস্য সংরক্ষণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে মাছ সংরক্ষণ কাজ ব্যহত হওয়া, ঞ. সমাজভিত্তিক সংগঠনসমূহের নিবন্ধন ব্যবস্থা না থাকা এবং কোন ধরণের দাপ্তরিক ঠিকানা না থাকা, ঘ. খনন/পুনঃখনন কাজ তদারকি করার জন্য অপ্রতুল প্রকৌশলী সংখ্যা। ঙ. উপজেলা পর্যায়ে কোন কোন জলাশয়ে কি পরিমাণ মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব না থাকা। চ. ক্যাচ এসেসমেন্ট ও ক্যাচ মনিটরিং না হওয়া।
৬.৪ সুযোগসমূহ (Opportunities)	**৬.৫ ঝুঁকিসমূহ (Threat)**
ক. পরিবেশবান্ধব জলজ বাস্তুসংস্থান সৃষ্টি হওয়া, খ. কর্মসংস্থান অরও বাড়ানোর সুযোগ, গ. বাস্তবে দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ, ঘ. বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ ফিরিয়ে আনার সুয়োগ, ঙ. জীবেবৈচিত্র্য বাড়ানোর সুযোগ, চ. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের সুযোগ,	ক. জলাশয় দুষণের কারণে মাছসহ জলজ জীবের ডিম ও পোনা বিনষ্ট হওয়া, মৃত্যু, স্থান ত্যগ ইত্যাদি। ক. জলাশয় দুষণের কারণে জীবের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া। খ. প্রাকৃতিক দূর্যোগ (খরা,বন্যা), গ. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব বিস্তার ঘ. ছোট মাছের রেণু ও পোনার সংকট থাকা, ঙ. পোনার রোগ ও মৃত্যু,

ছ. দেশীয় প্রজতির ছোট মাছের নার্সারী স্থাপন ও নার্সারী ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া, ছ. সকল ষ্টেকহোল্ডারদের দ্বারা জলাশয় ব্যবস্থাপনার জন্য সহ-ব্যবস্থপনা পদ্ধতি চালু করার সুযোগ ইত্যাদি।	চ. পাটগাছ জলাশয়ে ভিজিয়ে রেখে পচানোর ফলে মাছ মারা যাওয়া, ছ. ছোট ফাঁসের জাল দিয়ে ছোট মাছের বাচ্চা আহরণ ইত্যাদি।

পুকুরে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা এবং মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্বল দিক সমূহ ও ঝুকি সমূহ প্রকল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। অন্যদিকে সবল দিকসমূহকে ব্যবহার করে প্রকল্পের সুযোগসমূহ কাজে লাগিয়ে ঝুকিসমূহকে কমানো যায়। আর এ কাজটি যত দক্ষতার সাথে করা যাবে প্রকল্প তত তাড়াতাড়ি লাভজনক হবে।

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৭.১ ভূমিকা

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত ২৬ টি জেলার মধ্য থেকে ১০৪ টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী তথ্যের সমন্বয়ে এ প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলাসমূহে নমুনার আকার ১১৬ এবং মোট নমুনার সংখ্যা ৩০১৬। এই সংখ্যার দুইভাগ উপকারভোগী উত্তরদাতা ও একভাগ নিয়ন্ত্রণ উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। অতএব, প্রকল্পভূক্ত এলাকার ২০১১ জন ও নিয়ন্ত্রণ এলাকার ১০০৫ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে সারণি ও চার্টের মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের পুনঃখননকৃত ও পোনা অবমুক্তকৃত জলাশয়সমূহের সুফলভোগী ও কন্ট্রোলগ্রুপ হতে প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

৭.২.১ প্রকল্পের চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন এবং বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের ফলে প্রাপ্ত সুফলসমূহ

এ ক্ষেত্রে ১২৩ টি বিল, মরা নদী, খাল এবং বোরপিট খনন/ পুনঃখনন করা হয়েছে। সর্বমোট ২৫১ টি খন্ড খন্ড স্কীমের মাধ্যমে এবং আলাদা আলাদা ২৫১ টি এলসিএস গঠনের করে উক্ত কাজ করা হয়েছে যেখানে সর্বমোট ১২,৩২,৪৯৪ জন শ্রমিক কাজ করেছেন এবং ২২২৩ জন পুরুষ ও ১৪৮২ জন মহিলা সহ সর্বমোট ৩৭০৪ জন সুফলভোগী সরাসরি প্রকল্পের সুফল ভোগ করেছেন। জলাশয় সমূহ থেকে সর্বমোট ৫৯৩২৪০৩ ঘন মিটার (পোস্ট ওয়ার্ক) মাটি কর্তন করা হয়েছে।

এই সমীক্ষাধীন ৪৫ টি পুনঃখননকৃত চিহ্নিত অবক্ষয়িত ও পোনা অবমুক্তকৃত জলাশয়ের ১৮৩৬ জন সুফলভোগীর নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগের তুলনায় (২০০৯-২০১০) প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার ফলে মৎস্যজীবী সহ অন্যান্য সুফলভোগীরা বিভিন্ন ধরণের উপকার পেয়েছেন যেগুলো প্রকল্পেরই প্রভাব। উপকারসমূহ সারণি-১০ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১০. প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগের তুলনায় (২০০৯-২০১০) প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় প্রাপ্ত উপকার/ প্রভাবসমূহ

প্রাপ্ত উপকার/ প্রভাবসমূহ	উত্তরদাতাদের সংখ্যা ও শতকরা হার (%)	প্রাপ্ত উপকার/ প্রভাবসমূহ	উত্তরদাতাদের সংখ্যা ও শতকরা হার (%)
আবাসস্থলের উন্নয়ন হয়েছে	১০৫৯ (৫৭.৭ %)	এখন জলাশয়ে সারা বছর পানি থাকে এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ পাওয়া যায় যা আগে পাওয়া যেতো না	৮০৯ (৪৩.৫%)
ছোট মাছের প্রজনন বেড়েছে	১৫৯২ (৮৬.৭%)	পুকুরের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে	১০৩৬ (৫৫.৭%)
ছোট মাছের যোগান বেড়েছে	১৫৯৬ (৮৬.৯%)	উৎপাদন বাড়ার ফলে আয় বেড়েছে	১৪৭৭ (৭৯.৪%)
সেচের সুবিধা হয়েছে	১৪৮২ (৮০.৭%)	মাছ খাওয়ার পরিমাণ বাড়ার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে	১২৪১ (৬৬.৭%)
গৃহস্থালির ব্যবহার বেড়েছে	১৪০৫ (৭৬.৫%)	পরিবারের অবস্থার উন্নতি হয়েছে	১২৬৫ (৬৮.৯%)
জলজ পরিবেশের উন্নতি হয়েছে	১০৭৪ (৫৮.৫%)	ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে	১১১৮ (৬০.৯%)
ব্যবস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে	৭৬২ (৪১.৫%)	মৎস্য সংরক্ষণ বেড়েছে	১৩৯৭ (৭৬.১%)

জীববৈচিত্র্য বেড়েছে (শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া সহ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী)	১০৫৯ (৫৭.৭%)	হুমকিযুক্ত মাছের প্রজাতিসমূহ আগে পাওয়া যেত না, কিন্তু এখন পাওয়া যায়, যেমন: মেনি, গুলশা, পাবদা, সরপুটি ইত্যাদি।	৯৮৮ (৫৩.৮%)

সারণি ১০ এ দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারই বেশী হয়েছে যা অধিকাংশ সুফলভোগীরা জানিয়েছেন। তবে অনেকেই উল্লেখিত উপকার বা প্রভাবসমূহ সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারেননি। এর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-১১)।

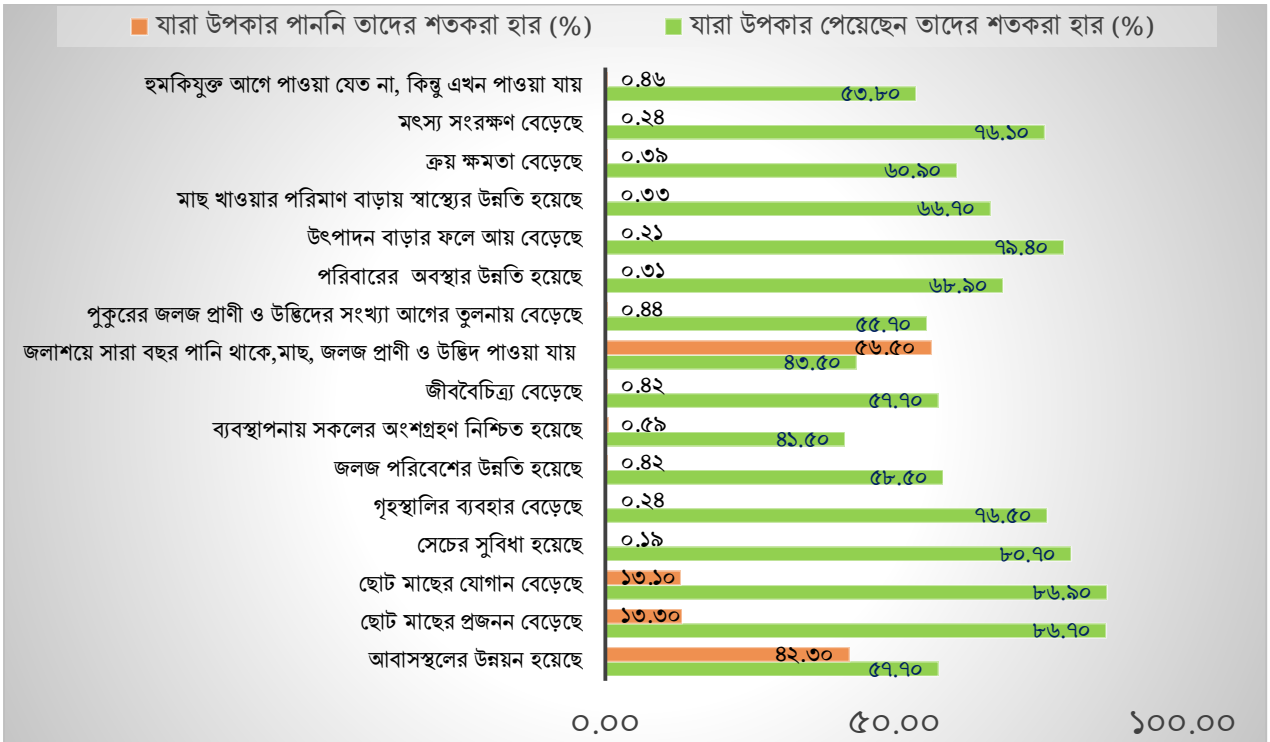

চিত্র-১১ জলাশয় উন্নয়ন ও পুনখননের ফলে উপকার হয়েছে ও উপকার বুঝা যায়নি এমন উত্তরদাতার শতকরা হার (%)

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এখন জলাশয়ে পানি থাকে এবং মাছ, জলজ প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ আগের চেয়ে বেশী পাওয়া যায় একমাত্র এ বিষয়ে জোড়ালো দ্বিমত রয়েছে, তবে ৪৩.৫০% উত্তরদাতা এর পক্ষে মত দিয়েছেন এবং ৫৬.৫% উক্ত মতামতের সাথে একমত হননি। অন্যান্য সকল বিষয়ে অধিকাংশই একমত পোষণ করেছেন।

যেহেতু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই উল্লেখিত প্রভাবে অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের প্রভাব অত্র প্রকল্পের প্রভাবসমূহকে প্রভাবান্বিত করেনি বলে মনে হয়েছে।

৭.২.২ জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ ও উৎপাদন

এই সমীক্ষাধীন ৪৫ টি পুন:খননকৃত চিহ্নিত অবক্ষয়িত ও পোনা অবমুক্তকৃত জলাশয়ের ১৮৩৬ জন সুফলভোগীর নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষা এলাকায় কন্ট্রোল জলাশয়ের সংখ্যা ছিল ১৭ টি এবং ৯২০ জন সুফলভোগীর নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সারণি-১১ এর মাধ্যমে সমীক্ষা এলাকায় দেশীয় কি কি প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ করা হয়েছে তা উপস্থাপন করা হলো।

ক. দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ

প্রকল্পের জলাশয়সমূহ পুনঃখনন করার পর পাবদা, গুলশা, কৈ, শিং, মাগুর, বাইম, খরকি, পুঁটি, মলা, ঢেলা, বাটা, টেংরা এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রজাতির মাছ মজুদ করা হয়েছে (সারণি-১১)।

সারণি ১১. জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ

ক্রমিক নং	প্রজাতি	প্রকল্পভূক্ত জলাশয়ে পোন মাছ মজুদ করা হয়েছে এমন সুফলভোগীর তথ্য (সংখ্যা ও %)	কন্ট্রোল জলাশয়ে পোনা মাছ মজুদ করা হয় নাই এমন সুফলভোগীর তথ্য (সংখ্যা ও %)	মন্তব্য
১.	পাবদা	৫৬৬ (৩০.৮০%)	৩৩ (৩.৬০%)	অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে টেংরা, তিতপুটি, দাড়কিনা, খলিশা, বাতাশি ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।
২.	গুলশা	৩৪৯ (১৯.০০%)	০.০০ (০.০০%)	
৩.	কৈ	১৭৪ (৫৮.৫০%)	১৪ (১.৫%)	
৪.	শিং	১৬৭৮ (৯১.৪০%)	৪৬ (৫.০০%)	
৫.	মাগুর	১৩০২ (৭০.৯০%)	০.০০(০.০০%)	
৬.	বাইম	৪৮৫ (২৬.৪০%)	০.০০(০.০০%)	
৭.	খরকি	২৩৯ (১৩.০০%)	০.০০(০.০০%)	
৮.	পুঁটি	৮২৪ (৪৪.৯০%)	২০ (২.২০%)	
৯.	মলা	৪৩৩ (২৩.৬০%)	০.০০(০.০০%)	
১০.	ঢেলা	১১২ (৬.১০%)	০.০০(০.০০%)	
১১.	বাটা	৮৩৫ (৪৮.৫০%)	১৪ (১.৫০%)	
১২.	টেংরা	৮৪৫ (৪৬.০০%)	২০ (২.২০%)	
১৩.	অন্যান্য	১৭৪ (৯.৫০%)	৬ (০.৭০%)	

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯৪.৫% উত্তরদাতারা তাদের জলাশয় সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ করা হয়েছে হয়েছে বলে তথ্য দেন । পোনা মজুদ হার লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল (চিত্র-১২)। চিত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহে একক প্রজাতি হিসাবে শিং মাছ (৯১.৪%) সবচেয়ে বেশী মজুদ করা হয়েছে এবং এর পরই রয়েছে মাগুর (৭০.৯ %), কৈ (৫৮.৫%), বাটা (৪৮.৫%), টেংরা (৪৬.০%), পাবদা (৩০.৮%) প্রভৃতি।

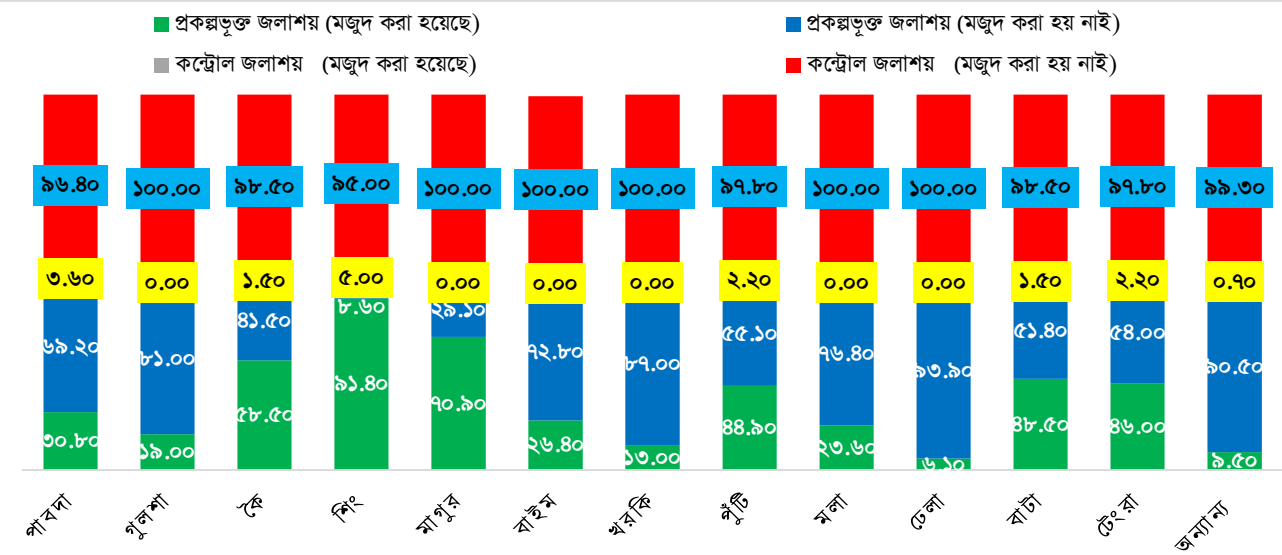

চিত্র ১২. জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদের শতকরা হার (%)

সবচেয়ে কম মজুদ করা হয়েছে ঢেলা মাছ। তুলনামূলকভাবে শিং, মাগুর, কৈ, টেংরা, পাবদা ইত্যাদি মাছের পোনা এখন গ্রাম-গঞ্জের মৎস্য হেচারীতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত হওয়ায় কিছুটা সহজলভ্য, তবে কৈ, মাগুর ইত্যাদি মাছের পোনার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল পোনা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই সমস্যা হয়, কেননা দেশে এগুলোর থাই প্রজাতিও রয়েছে এবং হাইব্রিড

ও থাই/ দশীয় প্রজাতির সাথে ক্রস করে উৎপাদিত পোনাও পাওয়া যায় যেগুলো চিনতে হলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা সবস্থানে পাওয়া যাচ্ছে না।

পক্ষান্তরে সারণি-১১ ও চিত্রে-১২ এ দেখা যায় যে, কন্ট্রোল জলাশয়সমূহেও শিং বেশী মজুদ করা হয়েছে যদিও মাত্র ৫% উত্তরদাতা এর পক্ষে মত দিয়েছেন, মাত্র ৩.৬% পাবদা মজুদের তথ্য দেন ইত্যাদি। সাধারণত উন্মুক্ত জলাশয়ে সাধারণ সুফলভোগীরা কোনসময়ই পোনা মজুদ করেন না, এক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকল্প থেকে সীমিত আকারে মজুদ কার্যক্রম করা হয়েছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই উল্লেখিত প্রভাবে অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের প্রভাব অত্র প্রকল্পের প্রভাবসমূহকে প্রভাবান্বিত করেনি বলে মনে হয়েছে।

খ. উৎপাদন

আহরণ বা উৎপাদনের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুফলভোগীরা ২০০৯ সালে প্রকল্পভূক্ত জলাশয় সমূহের আহরণ বা উৎপাদন সম্পর্কে কোন তথ্যই দিতে পারেন নি। জলাশয়সমূহের অধিকাংশ মৃতপ্রায় হওয়ায় এরুপ হয়েছে যেগুলো থেকে বিভিন্ন স্থানের মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে বর্ষাকালে মাছ আহরণ করেছেন। প্রকল্পের জলাশয়সমূহ থেকে সর্বমোট ৭৭৩.৪৪ মে.টন মাছ আহরণ করা হয়েছে (পিএমইউ রিপোর্ট,২০১৪) যার সুফল ভোগ করেছেন ৩০৫৫১ জন সুফলভোগী। ২০১০ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয় যখন সুফলভোগী সংগঠন গঠন কার্যক্রমও শুরু করা হয় এবং ২০১০ সালে পুনঃখনন ও পোনা মজুদ শুরু হলেও ২০১১ সালে এর আহরণ শুরু হয়। আবার ২০১১ সালে অধিক সংখ্যক জলাশয় পুণঃখনন করে আবার পোনা মজুদ করা হয় যা ২০১২ সালে আহরণ করা হয়। কিন্তু ২০১২ সালের পর থেকে সমীক্ষার আওতাভূক্ত জলাশয়সমূহে মজুদ কার্যক্রম কমতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে আহরণ একেবারেই কম (৪৫.৩৯ এবং ৫৩.৫৬ কেজি/হেক্টর) হয় (চিত্র-১৩) এবং এর পর থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা বা ট্রেন্ড হ্রাস-বৃদ্ধি করতে থাকে যা ২০১৫ সালেও অব্যাহত থাকে। তবে পুনঃখননকৃত জলাশয়সমূহে এখন বর্ষার শুরুতে নতুন পানি আসার সাথে সাথে টাকি, শোল, শিং, মাগুর মাছ ইত্যাদি মাছের পোনা পাওয়া যায় যা ছোট মাছের প্রজনন হওয়ার সূচক। প্রকল্পের জলাশয়সমূহে মৎস্য সংরক্ষণ করার নিয়ম-নীতি সংগঠনসমূহ কিছুটা মেনে চললেও প্রকল্পে সুযোগ না থাকায় কোন অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয় নি।

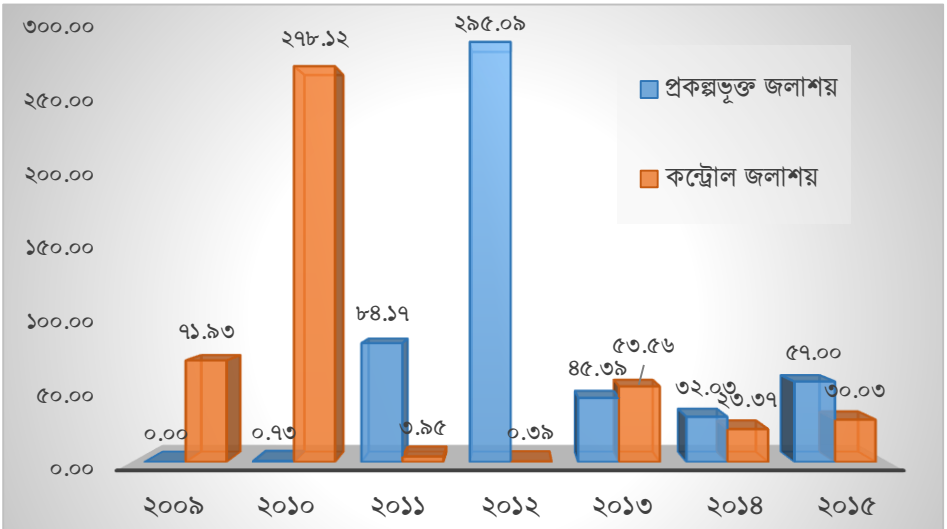

চিত্র ১৩. জলাশয় থেকে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মোট আহরণ (কেজি/হেক্টর)

প্রকল্পের জলাশয়সমূহে মৎস্য সংরক্ষণ করার নিয়ম-নীতি সংগঠনসমূহ কিছুটা মেনে চললেও প্রকল্পে সুযোগ না থাকায় কোন অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয় নি।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি বিধায় অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের প্রভাব অত্র প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভাবান্বিত করার সুযোগ নেই।

৭.২.৩ পুনঃখননকৃত ও পোনা অবমুক্তকৃত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকরীদের মাছ সহ অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বা জীববৈচিত্র্যের অবস্থা জানার জন্য প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতারা যে মতামত প্রদান করেছেন তা সারণি-১২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

সারণি-১২. মৎস্য ও অন্যন্য জলজ প্রাণী বা জীববৈচিত্রের অবস্থা

প্রজাতির নাম	প্রকল্পভূক্ত জলাশয়ের সুফলভোগী উত্তরদাতা (%)		মন্তব্য
	পূর্বে পাওয়া যেতো না এখন পাওয়া যায়	পূর্বেও পাওয়া যেতো না এখনও পাওয়া যায় না	
পাবদা	১৩২৯ (৭২.৪০%)	৫০৭ (২৭.৬০%)	অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে টেংরা, তিতপুটি, দাড়কিনা, খলিশা, বাতাশি ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।
গুলশা	১১৪০ (৬২.১০%)	৬৯৬ (৩৭.৯০%)	
কৈ	১১৪৪ (৬২.৩০%)	৬৯৬ (৩৭.৭০%)	
শিং	১২৬৭ (৬৯.০০%)	৫৬৯ (৩১.০০%)	
মাগুর	১২০৮ (৬৫.৮০%)	৬২৮ (৩৪.২০%)	
বাইম	১২৬৩ (৬৮.৮০%)	৫৭৩ (৩১.২০%)	
পুঁটি	১২৭২ (৬৯.৩০%)	৫৬৪ (৩০.৭০%)	
মলা	৮৭০ (৪৭.৪০%)	৯৬৬ (৫২.৬০%)	
ঢেলা	৬৫৯ (৩৫.৯০%)	১১৪৮ (৬২.৫০%)	
বাটা	১০২৮ (৫৬.০০%)	৮০৮ (৪৪.০০%)	
টাকি	১১০১ (৬০.০০%)	৭৩৪ (৪০.০০%)	
অন্যান্য	৭২৫ (৩৯.৫০%)	২২১৪ (৬০.৫০%)	

সারণি-১২ এর মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট যে, প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মছের বৈচিত্র্যতা এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের বৈচিত্র্যতা বেড়েছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত চিত্র-১৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। এতে দেখা যায় যে, সারণি-১২ ও চিত্র-১৪ এ উল্লেখিত ছোট মাছের প্রজাতিসমূহের প্রাপ্যতা প্রকল্পভূক্ত জলাশেয়ে অনেক বেশী। মজুদ ও প্রজনন এর কারণ।

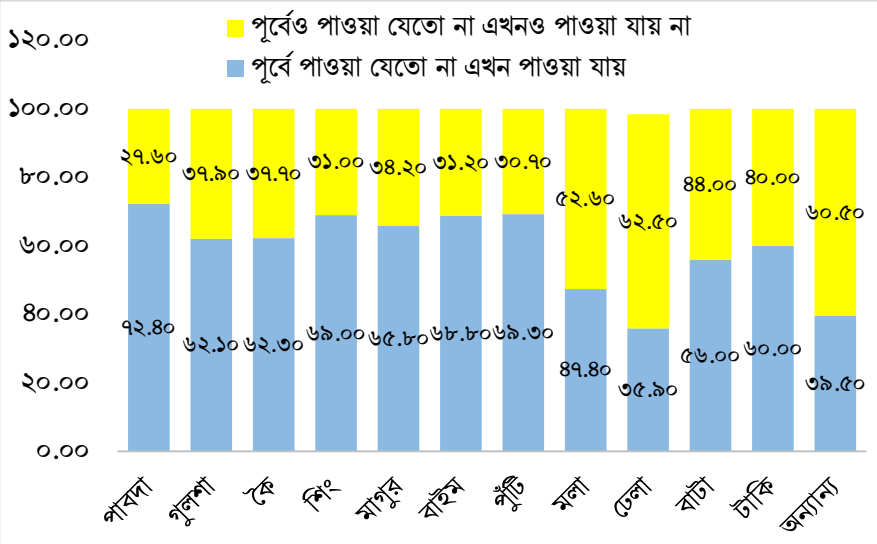

চিত্র-১৪. দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাপ্যতার বিষয়ে উত্তরদাতার শতকরা হার (%)

অন্যদিকে ৫৭.৭% সুফলভোগীর মতে জলাশয়সমূহে এখন শামুখ, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচিয়া, সাপ ইত্যাদি এখন আগের চেয়ে বেশী পাওয়া যায়। যার অর্থ হল জীববৈচিত্র্য বেড়েছে।

পক্ষান্তরে কন্ট্রোল জলাশয়সমূহ পুনঃখনন করা হয়নি, মজুদের ক্ষেত্রে মাত্র ৫% উত্তরদাতা শিং মাছ মজুদ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন, মাত্র ৩.৬% উত্তরদাতা পাবদা মজুদের তথ্য দেন, উত্তরদাতাদের ১.৫% কৈ, ২.২% পুটি, ১.৫% বাটা, ২.২% টেংরা, ০.৭% অন্যান্য প্রাজাতি মজুদের তথ্য দেন।

যেহেতু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই উল্লেখিত প্রভাবে অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের প্রভাব অত্র প্রকল্পের জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হয় না।

৭.২.৪ পরিবেশের ওপর সৃষ্ট প্রভাব: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রকল্পভূক্ত সুফরভোগীদের ৬৯.৪% জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন না কোন ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে যদিও ৩০.৬% উক্ত প্রভাবের বিষয়ে দ্বিমত পোষন করেছেন। তবে অধিকাংশদের (৬৯.৪%) মতে পরিবেশের ওপর যে সকল ভাল প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল (চিত্র-১৫)।

তবে এ বিষয়টি যথাযথ যে জলাশয়সমূহ খনন/ পুন:খনন করার ফলে জলাশয়সমূহের পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে, গভীরতা বেড়েছে, পচন কমে যাওয়ার ফলে পানিতে অস্বাভাবিকভাবে বুদ বুদ সৃষ্টি হয় না এবং মাছ ভাসে না, জলাশয়ের বাস্তুসংস্থান মাছ সহ অন্যান্য জলজজীবের বসবাস ও প্রজনন উপযোগী হয়েছে।

পক্ষান্তরে কন্ট্রোল জলাশয়সমূহের বিষয়ে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ৩৯.৫% জনান যে তাদের জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হয়েছিল, ৫২.৪% তাদের জলাশয়ের পরিবেশ খারাপ থাকার কারণে মাছের মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য দেন, ৫২.৬% জলাশয়ের পরিবেশ ভাল না থাকায় ক্ষতিকর আগাছ জন্মানোর কথা জানান, ৩৭.৩% অক্সিজেনের অভাবে মাছ ভেসে যাওয়ার কথা জনান, ৫২.৮% পানি দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কথা বলেন এবং ৭৫.৮% উত্তরদাতা জলাশয়ের পরিবেশ যথাযথ না থাকায় মছের উৎপাদন ও আহরণ কম হওয়ার কথা স্বীকার করেন। অতিএব দেখা যায় যে, প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহের পুনঃখনন জলাশয়ের পরিবেশ ভাল থাকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু অন্যদিকে কৃষি ফসলে, বিশেষ করে ধান চাষে কীটনাশকের ব্যবহার, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি কারণে জলজ পরিবেশ দুষণের কথা সকলেই স্বীকার করেন। উত্তরদাতাদের মতে পুনঃখননকৃত অনেক জলাশয়ই দুষণের কবলে থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যেমন সুনামগঞ্জ জেলার সুফলভোগীরা চলতি বছর হাওরে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীদের মরকের বিষয়টি তুলে ধরেণ। অতএব, পুনঃখননকৃত জলাশয়গুলোও দুষণ থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশ রসায়ন সমিতি

চিত্র -১৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর সৃষ্ট প্রভাবের বিষয়ে উত্তর দাতার শতকরা হার (%)

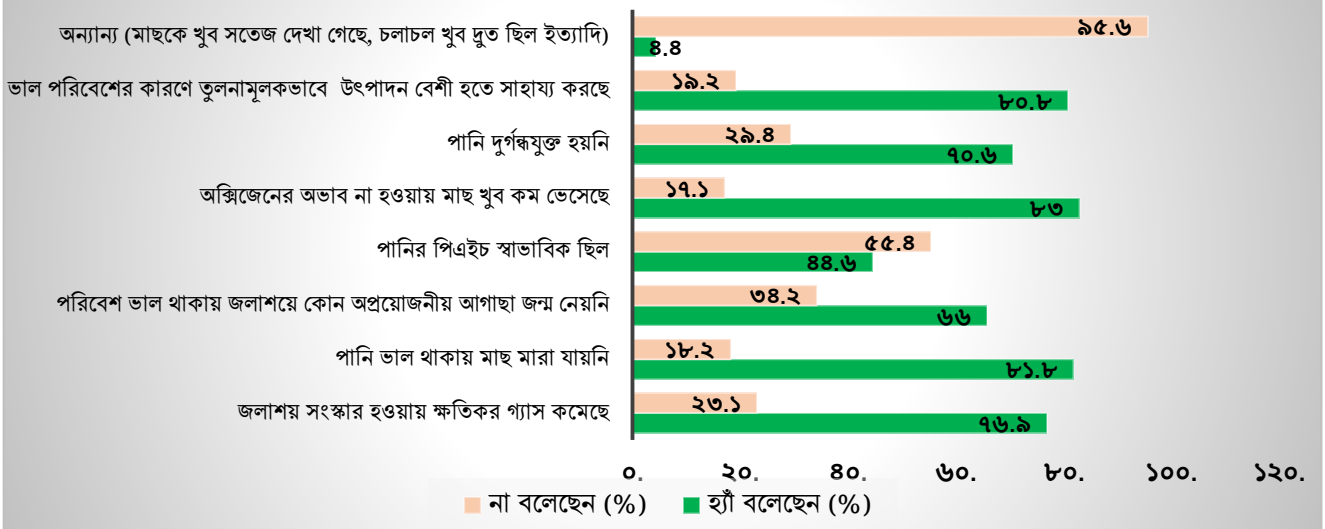

এই মরকের জন্য মূলত কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারকে দায়ী করেছেন। উদ্ভিদ ও অন্যান্য জৈব দ্রব্যাদির পচনও এর জন্য দায়ী রয়েছে বলে জানানো হয়। বিষয়টি পরিবেশের জন্য হুমকি।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই পরিবেশের ওপর যে সকল প্রাভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এর সাথে অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের প্রভাবের সুযোগ নেই বলেই মনে হয়েছে।

৭.২.৫ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকার সমূহ: জলাশয়ের সুফলভোগী প্রত্যক উত্তরদাতার মতে কোন না কোন ভাবে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সুফলভোগীদের উপকার করেছে। উপকারসমূহ সারণি ১৩ এবং বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র ১৬)।

সারণি ১৩. প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ

বিষয়	প্রকল্পভুক্ত জলাশয়ের সুফলভোগী (%)	কন্ট্রোল জণাশয়ের সুফলভোগী (%)
ছোট প্রজাতির মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়েছে	১১৭১ (৬৩.৮০%)	২০৬ (২২.৪০%)
ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন সম্পর্কে ধারণা হয়েছে	১২২৫ (৬৬.৭০%)	১৫৮ (১৭.২০%)
ছোট প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে	৮৮৩ (৪৮.১০%)	১৮৪ (২০.০০%)
সচেতনতা বেড়েছে	১২৪৭ (৬৭.৯০%)	২০১ (২১.৪০%)
প্রশিক্ষণ কাজে লাগার ফলে মাছের উৎপাদন ও আয় বেড়েছে	১০৬১ (৫৭.৮০%)	১৬০ (১৭.৭০%)
অন্য চাষিকে চাষ পরামর্শ প্রদানের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে	১০০৪ (৫৪.৭০%)	৪৪ (৪.৮০%)

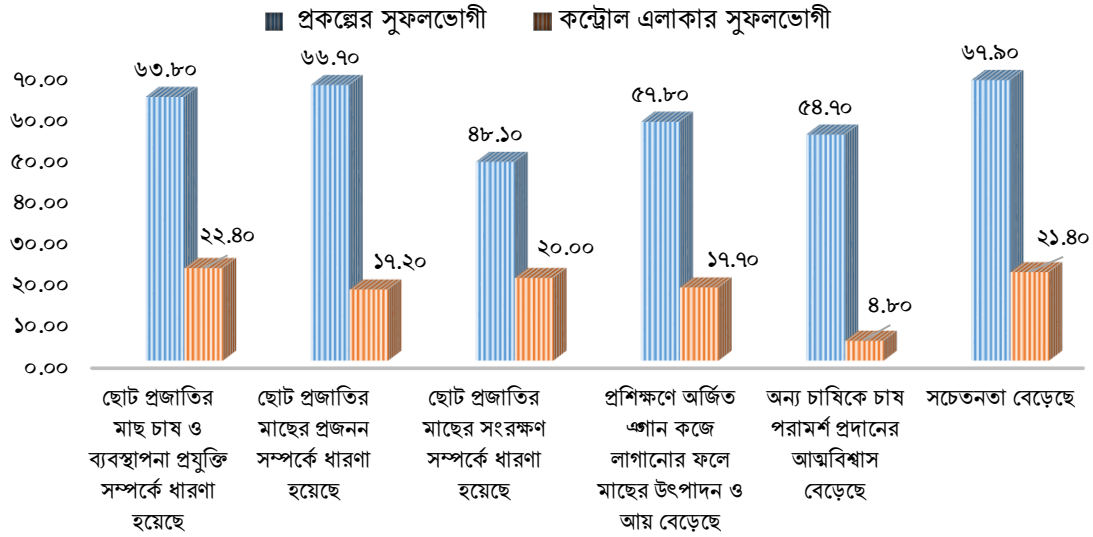

চিত্র-১৬. প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ সম্পর্ক উত্তরদাতাদের শতকরা হার (%)

৭.২.৬ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রভাব বিশ্লেষণ: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ৬৯.৪ % জানান যে প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্পর্কে সুফলভোগীদের মতামত সারণি ১৪ এবং পাইচার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-১৭)। তাদের তথ্য অনুযায়ী জলাশয়সমূহে প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে যেখানে ৩৭০২ জন বিভিন্ন মেয়াদে কাজের সুযোগ পেত কিন্তু বর্তমানে প্রায় ৭২৭০ জন সুফলভোগী মাছ আহরণ, পরিবহন, বিক্রয়, জলাশয়ে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, মাছ আহরণ সরঞ্জাম তৈরি ও বিক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থান করেছে।

সারণি-১৪ কর্মসংস্থানের বিষয়ে সুফলভোগীদের মতামত

ক্রমিক নং	বিষয়	কর্মসংস্থানকৃত সুফলভোগীর সংখ্যা
১.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কর্মসংস্থান	৩৭০২ জন
২.	বর্তমানে জলাশয়সমূহে কর্মরত সুফলভোগী	৭২৭০ জন
৩.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে মহিলাদের কর্মসংস্থান	১৭৪ জন
৪	বর্তমানে মহিলাদের কর্মসংস্থান	৭৫০ জন

অন্যদিকে যেখানে নারীদের কর্মসংস্থান ছিল ১৭৪ জন এখন প্রায় ৭৫০ জন নারী কর্মী কাজ করছেন জলাশয় ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য স্থানে। সুতরাং প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। চিত্র-১৭ এ দেখা যায় যে, সমীক্ষা এলাকায় প্রকল্পভূক্ত জলাশয়ের সুফলভোগীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ৫০.৯২% (৩৫৬৮ জন) কর্মসংস্থান বেশী হয়েছে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের চেয়ে বর্তমানে ৭৬.৮০%

(৫৭৬ জন) কর্মসংস্থান বেশী হয়েছে। অতএব, প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি প্রকল্পের জন্য একটি ইতিবাচক প্রভাব যা সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রাভাবিত করেছে।

যেহেতু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পিছনে অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের সংশ্লিষ্টতা থাকার সম্ভাবনা সুযোগ নেই।

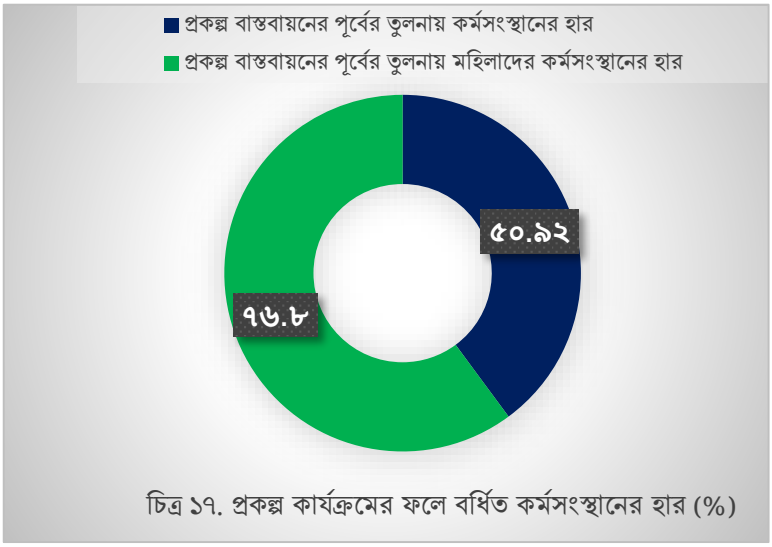

চিত্র ১৭. প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে বর্ধিত কর্মসংস্থানের হার (%)

৭.২.৭ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আয় বৃদ্ধিতে প্রভাব বিশ্লেষণ:

ক. মাসিক গড় আয়

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কার্যক্রমসমূহে তাদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে তাদের আয় বেড়েছে। প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগী এবং কন্ট্রোল এলাকার সুফলভোগীদের মাসিক গড় আয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল (চিত্র-১৮)। চিত্র ১৮ এ দেখা যায় যে, প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগীদের বর্তমান মাসিক আয় প্রকল্পকার্যক্রম শুরুর আগের গড় আয়ের চেয়ে অনেক বেশী যা প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগের চেয়ে ৫১৭৪.৭৬ টাকা অর্থাৎ ৪৫.০৬ % বেশী এবং কন্ট্রোল এলাকার সুফলভোগীদের চেয়ে ৫৫০২.৩৭ টাকা অর্থাৎ ৪৯.৩১% বেশী।

চিত্র ১৮. মাসিক গড় আয় (টাকা)

এ ক্ষেত্রে ৫৭.৮% উত্তরদাতা জানান যে এটি প্রশিক্ষণের কারণেই সম্ভব হয়েছে। কারণ এর ফলে ৬৭.৯% উত্তরদাতা জানান যে মাছ সংরক্ষণের সচেতনতা বেড়েছে, ৪৮.১% জানান যে ছোট মাছ সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বেড়েছে, ৬৩.৮% জানান যে ছোট মাছের প্রজনন সম্পর্কে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বেড়েছে এবং ৬৩.৮% জানান য়ে ছোট মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার জ্ঞান বেড়েছে। এর ফলে প্রজনন, উৎপাদন, মাছ আহরণ, বিক্রয়, পরিবহন ইত্যাদি বাবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়েছে যা আয় বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

যেহেতু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়সমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই উল্লেখিত আয় বৃদ্ধিতে অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের প্রভাব প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হয়নি।

খ. বিভিন্ন সম্পদের মালিকানা

সুফলভোগীদের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সদস্য এখন বিভিন্ন ধরণের সম্পদের মালিক। যদিও পূর্বেও তাদের এ ধরণের সম্পদ অনেকেরই ছিল কিন্তু প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে তাদের আয় বেড়ে যাওয়ায় তাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে এবং সম্পদও বেড়েছে অথবা পুরনো জিনিস বাদ দিয়ে নতুনটি ক্রয় করা হয়েছে বা ব্র্যান্ড পরিবর্তন বা ডিজাই পরিবর্তন করা হয়েছে। তাদের বর্তমান সম্পদ কিকি রয়েছে এবং শতকরা কতজনের রয়েছে তার একটি বিবরণ পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল (চিত্র ১৯). অন্যদিকে কন্ট্রোল জলাশয়ের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা সুফলভোগীদের বর্তমান মাসিক গড় আয় ১১১৫৭.৭৩ টাকা যা প্রকল্পভূক্ত জলাশয়ের সুফলভোগীদের চেয়ে ৫৫০২.৩৭ টাকা কম। যদিও তাদেরও একই ধরণের সম্পদ রয়েছে কিন্তু তাদের ক্রয় ক্ষমতা প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগীদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম যা তাদের আয়ের পার্থক্য থেকেই বুঝা যায়।

চিত্র ১৯. প্রকল্পভূক্ত জলাশয়ের সুফলভোগীদের বিভন্ন প্রকার সম্পদের ধরণ ও সুফলভোগীর শতকরা হার (%)

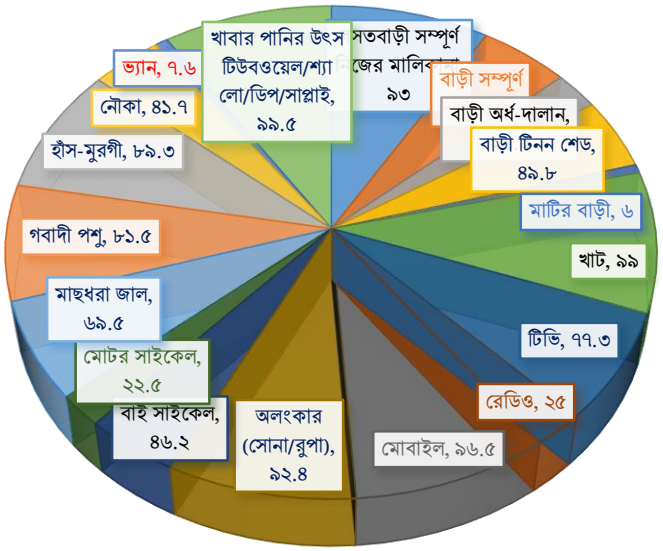

৭. ৩ প্রকল্পের বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান

বেসরকারি খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের প্রজনন ও চাষে সহযোগিতা প্রদান কার্যক্রমে ৬০০ জন মৎস্য চাষিকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থদিয়ে তদের পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা মজুদ করা হয় এবং চাষ করা হয়। এ বিষয়ে সমীক্ষা এলাকায় পরিচালিত সমীক্ষায় নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যায়:

৭.৩.১ প্রকল্পের উপকারভোগী অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগচাষি পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্যদের এ ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

প্রকল্পের ১৬৫ জন অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগচাষি ও ৯৫ জন কন্ট্রোল চাষির নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে তথ্য গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ নিম্নে সারণি-১৫ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১৫. দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছ চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের হার (%)

পরিবারে সদস্য সংখ্যা (সংখ্যা)	সুফলভোগীদের প্রকল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সংখ্যা (%)			কন্ট্রোল চাষিদের এধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সংখ্যা (%)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	১৬ (৯.৯০%)	১৯ (১১.৩৬%)	৩৫ (২১.২৬ %)	১৩ (১৩.৭%)	১১ (১১.৩৬ %)	২৪ (২৫.০৬%)
২	৪৯ (২৯.৫৫%)	৬৮ (৪০.৯১%)	১১৭ (৭০.৪৬%)	২৯ (৩০.৮%)	৩৯ (৪০.৯১%)	৬৮ (৭১.৭১%)
৩	৪৫ (২৭.২৭%)	৩০ (১৮.১৮%)	৭৫ (৪৫.৪৫%)	২৯ (৩০.৮%)	১৭ (১৮.১৮%)	৪৬ (৪৮.৯৮)
৪	২২ (১৩.৬৩%)	১৯ (১১.৩৬%)	৪১ (২৪.৯৯%)	১৫ (১৫.৪%)	১১ (১১.৩৬%)	২৬ (২৬.৭৬%)
৫ বা তার চেয়ে বেশী	১৫ (৯.০৯%)	১১ (৬.৮২%)	২৬ (১৫.৯১%)	৯ (৯.৫%)	৭ (৬.৮২ %)	১৬ (১৬.৩২%)
মোট	**১৪৭ (৮৯.৪৪ %)**	**১৪৭ (৮৮.৬৩%)**	**২৯৪ (১৭৮.০৭%)**	**৯৫ (১০০.২%)**	**৮৫ (৮৮.১৩)**	**১৮০ (১৮৮.৮৩%)**

উক্ত সারণি থেকে বুঝা যায় যে, সমীক্ষা এলাকায় অনুদানপ্রাপ্ত ১৬৫ জন সংযোগ চাষি ছাড়াও পরিবারে অন্যান্য ১২৯ জন সদস্য তাদের সাথ দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছ চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ৯৫ জন কন্ট্রোল চাষির পরিবারের ৮৫ জন সদস্য তাদের সাথে মাছ চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে কন্ট্রোল এলাকায় প্রকল্প এলাকার চেয়ে বসবাসরত পরিবারের ১০.৭৬% বেশী সদস্য মাছ চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে প্রকল্পের আওতায় মাছ চাষ কর্যক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের অংশগ্রহণের হার প্রায় সমান সমান কিন্তু কন্ট্রোল এলাকায় মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়ে ১৫.২% কম অর্থাৎ প্রকল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশী ছিল। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কন্ট্রোল চাষিরা পলিকালচারে বেশী অভ্যস্ত কিন্তু প্রকল্প এলাকার সকল অনুদানপ্রাপ্ত চাষিরা দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের একক চাষ করেছেন।

প্রকল্পভূক্ত পুকুরসমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই উল্লেখিত অংশগ্রহণের হার অন্য কোন প্রকল্পের কোন ধরণের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ নেই।

৭.৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত উপকারসমূহ

উত্তরদাতাগণ ২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর যে সকল উপকার পেয়েছেন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নিম্নবর্ণিত উপকারসমূহের বেশীরভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের পর তারা বেশী উপকার পেয়েছেন ।

সারণি-১৬. ২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীদের প্রাপ্ত উকারসমূহ

বিষয়	একমত পোষণকারী সুফলভোগী (সংখ্যা ও %)	দ্বিমত পোষণকারী সুফলভোগী (সংখ্যা ও %)
পানির আয়তন বেড়েছে	১৩৫ (৮১.৮০%)	৩০ (১৮.২০%)
পানি সেচের সুবিধা হয়েছে	৭১ (৪৩.২০%)	৯৪ (৫৬.৮%)
গৃহস্থালীতে পানি ব্যবহারের সুযোগ বেড়েছে	৮৬ (৫২.২৭%)	৭৫ (৪৫.৫০%)
জলজ পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে	৯৭ (৫৯.০৯%)	৬৮ (৪০.৯১%)
পুকুরে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সংখ্যা বেড়েছে	৯০ (৫৪.৫০%)	৭৫ (৪৫.৫০%)
উৎপাদন ও আয় বেড়েছে	১০৯ (৬৫.৯০%)	৫৬ (৩৪.১০%)
স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে	১৩১ (৭৯.৫০%)	৩৪ (২০.৫০%)
পারিবারিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে	৯৮ (৫৯.১০%)	৬৭ (৪০.৯০%)
ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে	৮৬ (৫২.৩০%)	৭৯ (৪৭.৭০%)
সবকিছু আগের মতই আছে	৭ (৪.৫০%)	১৫৪ (৯৩.১০%)

প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগের তুলনায় প্রকল্প প্রকল্প চলাকালে প্রাপ্ত উপকারসমূহের ওপর সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত (%) সারণি ও বার চার্টের মাধ্যমে মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল (সারণি-১৬ ও চিত্র ২০)। সারণি-১৬ এবং চিত্র-২০ এ থেকে বুঝা যায় যে, ২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সুফলভোগীরা বিভিন্নভাব উপকৃত হয়েছেন।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ৬১.৪% উত্তরদাতা আর্থিক সহযোগীতা, ৫৪.৫% উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ, ২২.৭% কারিগরী সহযোগীতা এবং ৩১.৮% উত্তরদাতা পোনা সংগ্রহে সহায়তা, সাজেশন ইত্যাদি সহায়তা পেয়েছেন।

এ ক্ষেত্রেও যেহেতু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পুকুরসমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই উল্লেখিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত উপকারসমূহ অন্য কোন প্রকল্প দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে বলে মনে হয়নি।

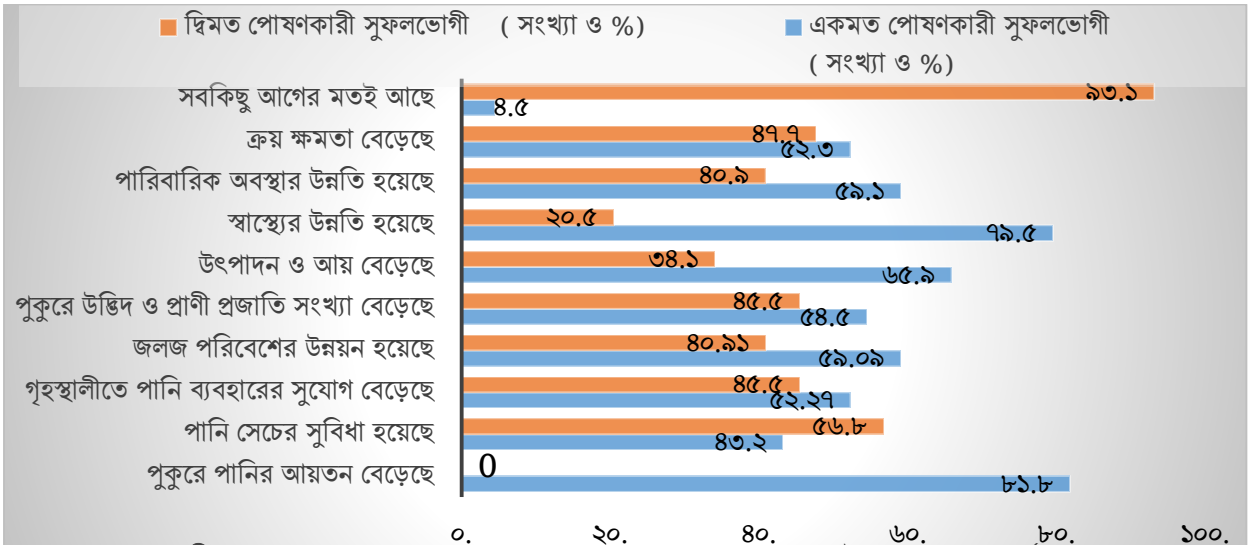

চিত্র ২০. ২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত উপকারসমূহ সম্পর্কে সুফলভোগীদের মতমতের শতকরা হার (%)

৭.৩.৩ দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন (কেজি/হেক্টর): সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণ ২০১০ সালের আগের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর তাদের পুকুরে দেশীয় ছোট মাছের চাষ ও উৎপাদন সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছেন তাতে তারা যে সকল উপকার পেয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয়েছে (১৯৭৬.০০ কেজি/ হেক্টর)। সমীক্ষা এলাকায় ১৬৫ জন অনুদানপ্রাপ্ত চাষির নিকট থেকে তথ্য নেওয়া হয় যাদের পুকুরের গড় আয়তন ছিল ০.৫৫ হেক্টর । উক্ত বৎসরে মোট উৎপাদন ছিল ১৭৯.৩২ মে.টন। হেক্টরপ্রতি উৎপাদনের ক্রমধারার একটি চিত্র বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-২১)।

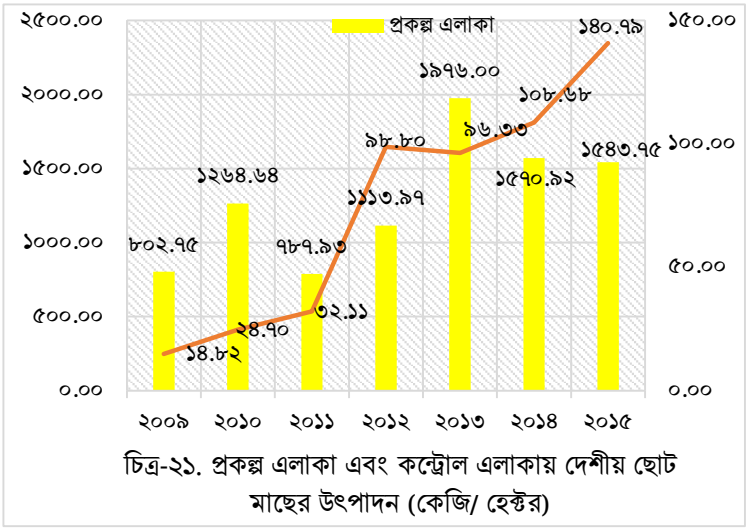

চিত্র-২১. প্রকল্প এলাকা এবং কন্ট্রোল এলাকায় দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন (কেজি/ হেক্টর)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৯ সালে এসকল পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের কোন একক চাষ ছিল না বরং রুই জাতীয় মাছের সাথে তাদের মজুদ করা হতো বা প্রকৃতিকভাবেই যা হতো তাই আহরণ করা হতো। নিসন্দেহে বলা যায় প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে উক্ত ছোট মাছ চাষে চাষিরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। চাষকৃত প্রজাতিগুলোর মধ্যে ছিল পাবদা, গুলশা, কৈ, শিং,মাগুর, বাইম, পুটি,মলা, ঢেলা,বাটা এবং টেংরা। চাষকৃত মাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিং, মাগুর, কৈ, পুটি এবং বাটা মাছ চাষ করা হয়। অন্যদিকে প্রকল্প এলাকার ৯৯.৯০% পুকুরে ছোট মাছের চাষ করা হয় এনকি একক চাষ না হলেও কার্পজাতীয় মাছের সাথে হলেও পুকুরে ছোট মাছ সমন্বিভাবে চাষ করা হয়।

এ ক্ষেত্রেও যেহেতু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পুকুরসমূহে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি তাই উল্লেখিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত উপকারসমূহ অন্য কোন প্রকল্প দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে বলে মনে হয়নি।

৭.৩.৪ পরিবেশের ওপর প্রভাব: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর ৭২.৭% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন না কোনভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব পরেছে যা পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-২২)। তবে প্রভাবসমূহ ছিল পরিবেশের জন্য ভাল এবং প্রভাবসমূহ জলাশয়ের পরিবেশ ভাল থাকতে সাহায্য করেছে ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে যতেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু অনেক জলাশায় মিল কল-কারখানা থেকে আগত বর্জ্য দ্বারা জলাশয়ের পানি দুষণ হয়েছে, ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে জলাশয় দুষণ বর্তমানে একটি মারাত্মক সমস্যা। দূষণের কারণে প্রজনন, মাছ ও অন্যান্য জলজজীবের ডিমধারণ ক্ষমতা, বাচ্চাদের জন্ম ও মৃত্যুহার, জলজ উদ্ভিদের জন্ম ইত্যাদিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে বলে সুফলভোগীদের অভিমত। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ সকলেই দুষণের কারণে মাছ ও জলজজীবের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এ বিষয়টি এক বাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রভাবের বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য দেখা গেছে যা পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

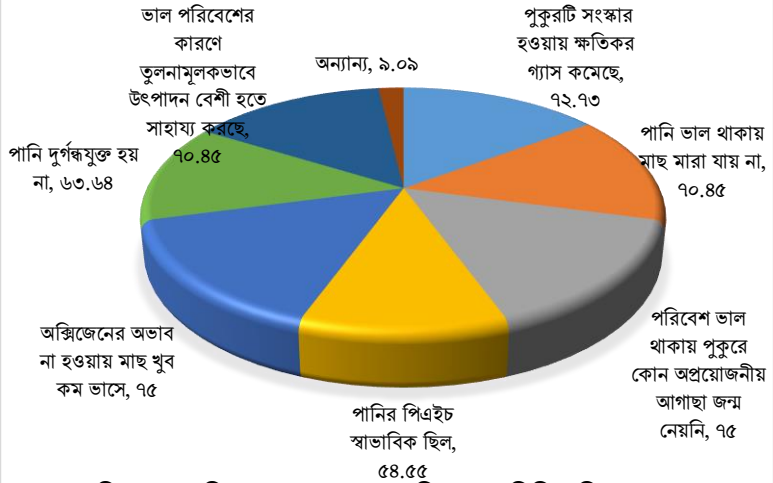

চিত্র-২২. পরিবেশের ওপর প্রভাব বিশ্লেষণে বিভিন্ন বিষয়ে উত্তরদাতার হার (%)

৭.৩.৫ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রভাব বিশ্লেষণ : সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৬৫ জনের মধ্যে ৫৬.৮% (৯৪ জন)উত্তরদাতা জনান যে, প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে বেকার যুবকেরা মাছ চাষে এগিয়ে এসেছেন, ছোট মাছের বাজারমূল্য বেশী থাকার কারণে ছোট মাছ চাষে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। নার্সারী স্থাপন, মাছ চাষ, মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণে অনেক লোকের প্রয়োজন হওয়ায় এসব কাজে এখন অনেক লোক কাজ করছে। স্বল্প পূজির ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই ছোট মাছ চাষে এগিয়ে এসেছেন। তাছাড়া জলাশয় পুনঃখননের সময় অনেক লোক কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খন্ডকালীন বা অস্থায়ীভাবে অথবা স্থায়ীভাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৭.৩.৬ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ: প্রত্যক উত্তরদাতার মতে কোন না কোন ভাবে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত চাষিদের উপকার হয়েছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রকল্পের সুফলভোগীদের ৬৬.৭%‘দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ’ এবং ৬৩% ‘কৈ,শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থপনা’-এই দুটো প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাদের যে সকল উপকার হয়েছে সেগুলো পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-২৩)।

চিত্র-২৩: প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপকারসমূহ

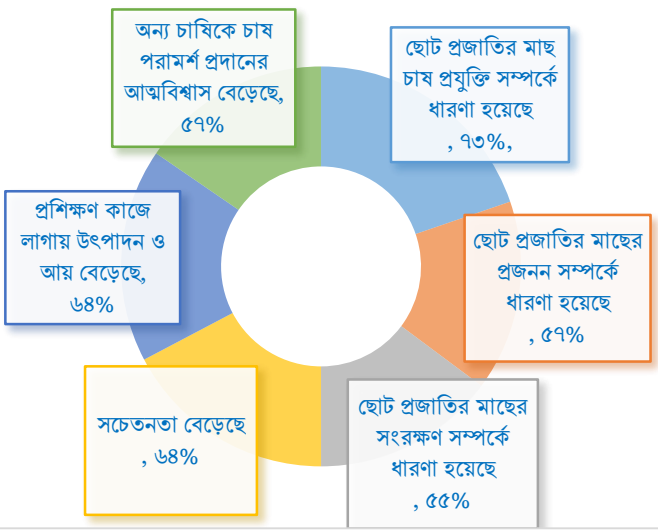

পক্ষান্তরে কন্ট্রোল এলাকার পুকুরসমূহের চাষিরা প্রকল্প এলাকার চাষিদের ন্যায় এ ধরণের প্রশিক্ষণ পাননি। চার্টে দেখা যায়

যে, প্রকল্পের ৭৩% সুফলভোগী দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছ চাষ বিষয়ক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন যা প্রশিক্ষণের সবচেয়ে বেশী সুফল হিসাবে ধরা যায় কিন্তু এ ধরণের সুযোগ কন্ট্রোল এলাকার পুকুরসমূহের চাষিরা পাননি ।

৭.৩.৭ আয় বৃদ্ধিতে প্রভাব:

সমীক্ষায় আয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সুফলভোগী চাষিদের প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগে মাসিক আয় ছিল ১৭০৫০/০০ টাকা কিন্তু বর্তমানে তাদের মাসিক আয় ২৪৬৩৮.১০ টাকা। অন্যদিকে কন্ট্রোর চাষিদের মাসিক আয় বর্তমানে ২১৮০৭.৭৬ টাকা। অর্থাৎ সুফলভোগী চাষিদের মাসিক আয় কন্ট্রোল চাষিদের চেয়ে বর্তমানে ২৮৩০.৩৪ টাকা (১১.৪৯%) বেশী যা আয় বৃদ্ধির সূচক।

৭.৪ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন ও কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (FGD এবং KII)

৭.৪.১ প্রকল্পভুক্ত ২৬ (ছাব্বিশ) জেলায় এফজিডি

সমীক্ষাটিতে নির্বাচিত ২৬ টি জেলার প্রতিটিতে একটি করে সর্বমোট ২৬টি ফোকাসগ্রুপ আলোচনা বা FGD সম্পন্ন করা হয়েছে যে গুলোর প্রতিটি আলোচনায় কমপক্ষে ১০ জন করে কমপক্ষে সর্বমোট ২৬০ জন বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তি উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন (ছবি নং ৫-৯)। এই FGD সমূহে সকল অংশগ্রকণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এফজিডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে এর সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক) সমীক্ষায় পরিচালিত এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের ৯৫% এর অধিক এলাকাবাসী প্রকল্প সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত আছেন, বিশেষ করে যারা সরাসরি প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রায় শতভাগই প্রকল্প সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন, অবমুক্তকরল, উৎপাদন বৃদ্ধি; কিছু এলাকায় আবাসস্থল খনন-পুনঃখননসহ আরও কিছু কাজ হয়েছে বলে তারা জানান এবং যার ফলে প্রকল্প প্রায় অনেকটাই সফল বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

খ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের মধ্যে ৯০% জলাশয়ের তীরবর্তী দরিদ্র জনসাধারণ এবং ১০০% মৎস্যজীবী সুফলভোগীর আওতায় ছিলেন।

গ) প্রত্যক্ষভাবে সুবিধাভোগী ৩০%, পরোক্ষ সুবিধাভোগী ৫০% আর সুবিধা বহির্ভূত ছিলেন ২০%।

ঘ) প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৪৭%, পোনা পেয়েছেন ২১%,অন্যান্য উপকরণ (মাছের খাবার, সার ইত্যাদি) পেয়েছেন ১২%সরকারি/বেসরকারি দপ্তর সমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন ০৭% এবং মাছ ও পোনা বাজারজাতকরণে সহায়তা পেয়েছেন ১৩% অংশগ্রহণকারী।

ঙ) এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর কোন মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি বরং ভাল প্রভাব পরেছে যেমন: মাছের জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আবাসস্থল সৃষ্টি হয়েছে, মাছের প্রজনন বেড়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিবেশের যা যা উপকরণ প্রয়োজন তার সব কিছুরই উন্নয়ন ঘটেছে; উপরন্তু কৃষিকাজের জন্যও বেশ উপকার হয়েছে।

চ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত না হলেও ফসলে কীটনাশকের ব্যবহার, রাসায়ানিক সারের ব্যবহার, শিল্প ও কল-কারখানার বর্জ্য মারাত্বক ক্ষতি করছে বলে অংশগ্রহণকারীগণ উল্লেখ করেন এবং মুক্ত জলাশয়ে উক্ত দুষণ ব্যাপকভাবে মাছের বংশ বিনাশ করছে, বিশেষ করে রেনু পোনার ব্যপক ক্ষতির বিষয়টি তারা উল্লেখ করেন।

ছ) এই প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগসমূহ এবং হুমকি বা ঝুকিসমূহ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য নিম্নরুপ:

সবল দিক সমূহ হচ্ছে-অধিক লোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, দেশী প্রজাতির ছোট মাছের চাষ এবং উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি। আর দূর্বল দিক হচ্ছে- মাছের পোনা প্রাপ্তীর বিষটি চাষিদের মাঝে পুরোপুরি নিশ্চিত করতে না পারা। সুযোগসমূহের মধ্যে রয়েছে জলাশয়সমূহ পুন:খনন করে জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ এবং হুমকির মধ্যে আছে দুষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রভাবশালীদের প্রভাব।

জ) সকলেই এই এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগের তুলনায় বেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অংশগ্রহণকারীরা জানান যে, এখন আগের চেয়ে মাছের খামার বেড়েছে, মাছের উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে মাছ বাজারজাতকরণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঝ) ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কারণ হিসাবে তার জানান যে অবশিষ্ট মৎসচাষিদের মাছচাষের আওতায় আনা, আরও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ছোট প্রজাতির দেশি মাছ আরও বেশি মাত্রায় উৎপাদনের জন্য ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পের প্রয়োজন রয়েছে।

৭.৪.২ কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

কেআইআই এ ৫২০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে আগই বলা হয়েছে। প্রতি জেলায় ২০ জন করে ২৬ টি জেলায় সর্বমোট ৫২০ জনের মধ্যে কেআইআই পরিচলিনা করা হয়েছে। কেআইআই এবং এফজিডি এর চিত্র ছবি নং ৫-৯ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেআইআই এর মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সফলতা, অর্থিক ব্যয়, কেনা-কাটা, প্রকিউরমেন্ট এবং প্রকল্পের খুটি-নাটি বিষয় সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity এবং ঝুঁকিসমূহ (Threat) বিশ্লেষণে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেআইআই এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক) প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা, উদ্দেশ্য ও সফলতা: সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, উপকারভোগী জেলে, চাষি এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সাথে আলোচনা করে জানা গেছে যে তারা প্রকল্পটি সম্পর্কে জানেন। তবে প্রকল্পটি ২০১৪ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ কর্মকর্তা বদলী হয়ে গিয়েছেন বিধায় কম কর্মকর্তাকেই কর্মস্থলে পাওয়া গেছে যারা প্রকল্পটি সম্পর্কে জানেন। কিন্তু মৎস্য দপ্তরের কর্মচারিগণ বহু বছর ধরে একই কর্মস্থলে রয়েছেন বিধায় তারা প্রকল্পের বিষয়ে অবগত আছেন। জপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, উপকারভোগী জেলে, চাষি এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সকলেই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে বেশ কিছু সমস্যার কথা তারা জানান যেমন: জনবলের অভাব থাকা, পানি দুষণ, ছোট মাছের পোনা না পাওয়া, প্রকল্পের জনবল না থাকা,অপ্রতুল বরাদ্ধ, ছোট মাছ চাষের পুকুর না পাওয়া,অসাধু চাষিদের দ্বারা আগেই পোনা বিক্রী করে দেওয়া,মাছের খাবারের দাম বেশী থাকা,খনন কাজে প্রভাবশালীদের বাধা প্রদান,পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া, প্রভাবশালীদের চাপ, প্রকল্পের নীতিমালা না মানা, কাজ অসমাপ্ত থাকা, প্রশিক্ষণের সুযোগ কম থাকা,মাটি খননে মাটি রাখার জায়গার অভাব থাকা ইত্যাদি। প্রকল্পটি সম্পর্কে জানেন এমন উত্তরদাতাদের ৬১.০৫% প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ বরাদ্দ কম ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সামগ্রীক প্রভাব: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ছোট মাছের উপাদন বৃদ্ধি, বাজার মূল্য স্থীাতশীল থাকা, আমিষের অভাব পূরণ হওয়া, স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত অনেক বিলুপ্তমাছ ফিরে আসা,কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আবাসস্থল বেড়ে যাওয়ায় মা মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, ছোট মাছের প্রজনন বেড়ে যাওয়া, উৎপাদন বাড়ায় এলাকায় ছোট মাছের দাম কমে যাওয়া, ছোট মাছ চাষে চাষিদের আগ্রহ বৃদ্ধি, পুষ্ঠির চাহিদা মিটা, এলাকায় ছোট মাছ চাষের সমপ্রসারণ হওয়া ইত্যাদি প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে বলে কেআইআই এ অংশগ্রহণকারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ছবি ৫ ও ৬: পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলা এবং নাটোর জেলার সিংড়া, উপজেলায় কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

গ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি: ৭০% উতরদাতা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে ছোট মাছ চাষে বেকার বুকরা এগিয়ে এসছেন, ছোট মাছের বাজারমূল্য বেশী থাকায় চাষে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং নার্সারী স্থপন, মাছ চাষ, মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। স্বল্প পূজির ব্যবসার

সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই ছোট মাছ চাষে এগিয়ে এসেছেন।তাছাড়া জলাশয় পুন:খননের সময়েও অনেক লোক কাজ করেছেন।

ঘ) সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা: সমাজভিত্তিক ব্যবসাস্থপনার ক্ষেত্রে ৩৮.৪০% উত্তর দাতার মতে দলবদ্ধভাবে কাজ করায় কাজের প্রতি সকলের আগ্রহ বেড়েছে, সমন্বিতভাবে মাছ চাষে সচেতনত বেড়েছে, এ ব্যবস্থপনা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করেছে, সমষ্টিগতভবে দক্ষতা বেড়েছে যা আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে। তবে ৩৫.৪% উত্তরদাতা এর সাথে একমত পোষণ করেননি।

ছবি ৭ ও ৮: পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ঙ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি: উত্তর দাতাদের ৯৯% জানিয়েছেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ছোট মাছের পরিমাণ ও প্রজাতি বেড়েছে, অনেক প্রজাতি বিলপ্তীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত অনেক বিলুপ্তমাছ ফিরে এসেছে, আবাসস্থল বেড়ে যাওয়ায় মা মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, ছোট মাছের প্রজনন বেড়ে গেছে, খাল, বিল খনন/পান:খননের ফলে এগুলোর পানি ধরে রাখার ধারণ ক্ষমতা বেড়ে গেছে তাই জীববৈচিত্র্য বেড়ে গেছে এবং মাছ ছাড়াও অনেক হারনো জীব ফিরে এসছে যেমন শামুখ,ঝিনুক, কুচিয়া ইত্যাদি ।

ছবি ৯ ও ১০: পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

৭. ৫ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, সুফলভোগী চাষি, মৎস্যজীবী সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারগণ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা হাসান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মনিরুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাগগঞ্জ। সভায় সভাপতিত্ব করেণ ড.ইশতিয়াক জামান, সিনিয়র উপদেষ্টা, সিসিএল(চিত্র ১১-১৮) । কর্মশালায় টিম লিডার ড.সৈয়দ আলী আজহার দলীয় কাজের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাব ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করেন।অতপর মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদের

মতামত গ্রহণ করা হয়। আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা হাসান অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্যাদির সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক) কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই প্রকল্পের আওতায় দেশী প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন, পোনা অবমুক্তকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, আবাসস্থল উন্নয়ন/খনন/পুনঃখনন সহ আরও কিছু কাজ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন অর্থাৎ তাদের সকলেরই প্রকল্প সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

খ. এই প্রকল্পের সুফলভোগী হিসাবে জলাশয়ের তীরবর্তী ও পার্শবর্তী দরিদ্র জনসাধারন এবং মৎস্যজীবি ছিল বলে তারা উল্লেখ করেন।

গ. এই প্রকল্পের এলাকায় প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী ২৫.২৪%, পরোক্ষ সুবিধাভোগী ৩৪.৮৪ % আর সুবিধা বহির্ভূত ৩৯.৯১ % ছিল বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করে।

ঘ. প্রকল্প থেকে তারা নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন:

- প্রশিক্ষণ অংশ নিয়েছে মোট ৩৩০জন
- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছর পোনা পেয়েছে মোট ১০৭০ জন (মুক্ত জলাশয় সহ)।
- অন্যান্য উপকরণ (মাছের খাবার, সার ইত্যাদি) বা পরামর্শ পেয়েছে মোট ৬৪৮জন।
- সরকারি/বেসরকারি দপ্তর সমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছেন মোট ১০৪ জন ।
- মাছ ও পোনা বাজারজাতকরণে সহায়তা পেয়েছেন মোট সংখ্যা ১৫৫জন।

ঙ. তাদের মতে প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

চ. তারা জনান যে প্রকল্পভূক্ত পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়সমূহে উৎপাদন বেড়েছে কয়েকগুণ।

ছ. জীববৈচিত্র্য বেড়েছে। এখন প্রকল্পভূক্ত বিল ও খালে শামুখ, ঝিনুক ও কাদার মধ্যে জলজ ছোট ছোট প্রাণী পাওয়া যায়।

জ. সুফলভোগীদের আয় বেড়েছে কারণ এখন আগের চেয়ে বেশী মাছ পাওয়া যায় এবং ছোট মাছের দাম অনেক বেশী।

ঝ. সুফলভোগীদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মাছ চাষ, আহরণ,পরিবহন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে। তাছাড়া মাছ চাষের উপকরণ ও খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত লোকদের পরোক্ষ কাজের সুযোগ হয়েছে।

ঞ. এ ধরণের প্রকল্পের প্রয়োজন রয়েছে।

চ. জলাশয়ের পরিবেশ এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল কেন না এখন আগের মত জলাশয়ে পচন এবং আর দুর্গন্ধ হয় না।

আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা হাসান সুফলভোগীদের নিকট বর্তমানেও তারা মাছচাষ ও জলাশয় ব্যবস্থপনা কাজে নিয়োজিত আছেন কি না জানতে চান। উপস্থিত সুফলভোগীরা জানান যে, এখনও তারা মাছ চাষ করছেন। তাছাড়া মৎস্যজীবীরা বিল ব্যবস্থাপনায় জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। প্রশ্নের উত্তরে তারা প্রকল্পের মাধ্যমে উপকার পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

ছবি ১১ ও ১২: সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালার বিশেষ অতিথি আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান কর্মশালায় অংশগ্রহণকরীদের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মনিরুল ইসলাম জানান যে এ প্রকল্পের কাজ সবচেয়ে ভাল হয়েছে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে যা বাজারে গেলে দেখা যায়। তিনি জানান যে খনন/পুন:খনন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য বাড়িয়ে দিয়েছে, মাছের প্রজনন ও উৎপাদনকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সুফলভোগীদের মাছ আহরণ, আয়, কর্মসংস্থান, সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ধরণের আরো প্রকল্প নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

ছবি ১৩ ও ১৪:সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় দলীয় কাজের উপস্থাপনা

ছবি ১৫ ও ১৬: সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মুক্ত আলোচনা

ছবি ১৭-১৮: সিরাগগঞ্জ জেলা মৎস্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত কর্মশালার বিশেষ অতিথি আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা হাসান, প্রধান অতিথি জনাব মনিরুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাগগঞ্জ এবং সভাপতি ড.ইসতিয়াক জামান কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখছেন

অষ্টম অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ

৮. ১ ভূমিকা

অনেক সিমাবদ্ধতা ও সমস্যা থাকার পরও প্রকল্পের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন রয়েছে। যেহেতু সরকারি মৎস্য খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা উৎপাদন; বিল, মরা নদী, বোরপিট ও সংযোগ খাল পুনঃখনন সহ এসকল জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ, সরাসরি আর্থিক অনুদান প্রদান করে অনুদানপ্রাপ্ত চাষিদের পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ এবং সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে প্রকল্পের বেশ কিছু ভাল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রভাব মূল্যোয়নের জন্য টিওআর এর আলোকে প্রকল্পের সুফলভোগী,অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

৮.২ সার-সংক্ষেপ

৮.২.১ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পানি দুষণ মাছ চাষ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি মারাত্বক সমস্যা। বিশেষ করে কৃষি ফসলে কীটনাশকের ব্যবহার, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, শিল্প ও কল কারখানার বর্জ্য ইত্যাদি বিল, নদী, প্লাবনভূমিতে এসে পানির সাথে মিশে যায়। চলতি বছরে হাওরে পানি আসার পর মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীদের ব্যপক মরক, এমনকি হাঁসের মরক সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। বাংলাদেশ রসায়ন সমিতিতি এ মরকের জন্য মূলত কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারকে দায়ী করেছে। উদ্ভিদ ও অন্যান্য জৈব দ্রব্যাদির পচনও এর জন্য দায়ী বলে জানানো হয়। বিষয়টি পরিবেশের জন্য হুমকি (৭.১.৫)। তাই এ প্রকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ ও কর্মসূচি আগে থেকে গ্রহণ করা গেলে ক্ষতির পরিমাণ অনেকখানি কমানো যেতো।

৮.২.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় যে, ডিপিপিতে উল্লেখিত ০৯ টি জলাশয় পুন:খননের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই পরবর্তীতে উক্ত চিহ্নিত জলাশয়সমূহ বাদ দিয়ে তার স্থলে নতুন জলাশয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করা হয় (১.৪)। ফলে এমনিতেই অনেক সময় চলে যায়। এ ক্ষেত্রে জলাশয়ের ভুল তালিকা ডিপিপি অগ্রগামী করার পূবেই সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল।

৮.২.৩ প্রকল্পটির ডিপিপি দ্বিতীয়বার ব্যয়বৃদ্ধি না করে সংশোধন করা হয় এবং পরে এক বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় অর্থৎ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১০ হইতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (১.৪)। মেয়াদ বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরন করতে গিয়ে কার্যক্রমে কিছুটা হলেও ভাটা পরে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের অনুমোদিত অর্থ ঐ অর্থবছরেই ছাড় করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না হওয়ার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বেশী লেগেছে।

৮.২.৪ প্রকল্পটির কর্ম এলাকা ছিল সারা দেশের ৭ টি বিভাগের ৬৪ টি জেলার ৪৭২ টি উপজেলা। কিন্তু বাস্তবে সকল উপজেলায় সকল কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা মৎস্য বিভাগের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে যে সকল জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তাদ্বারা সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাও সম্ভব হয় নি (১.৫)। প্রকল্প কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটর করা গেলে উল্লেখিত সমস্যাগুলো যথাসময়ে সমাধান করা যেতো।

৮.২.৫ প্রকল্পভূক্ত বিভিন্ন জলাশয়ে ২৪৯.৫ লক্ষটি ছোট মাছের পোনা মজুদ করা হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলার সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক পোনা ক্রয় ও জলাশয় নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সকল উপজেলা থেকে জলাশয়ের তালিকা প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি। ফলে ঠিক কতটি জলাশয়ে ছোট মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরও জানাতে পারেনি। এর ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদনও ক্যালকুলেট করা কঠিন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রমটি উপ-পরিচালকের দপ্তর, জেলা মৎস্য দপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক যথাযথভাবে মনিটর করা হলে এ সমস্যাটি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে যথাযথভাবে মনিটর করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা সমীচীন হবে, তা না হলে যথাযথভাবে প্রভাব মূল্যায়ন করা দুরুহ হবে।

৮.২.৬ অনুদানপ্রাপ্ত মৎস্য চাষি যারা এ প্রকল্পের সংযোগ চাষি তাদের সকলেই দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ, প্রজনন এবং সংরক্ষণের করার জন্য সর্বোচ্চ চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান পেয়েছেন এবং সারা দেশে উক্তখাতে সর্বমোট ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছ (৭.২)। এ কার্যক্রমে সরাসরি অর্থ সহায়তার সুযোগ থাকার কারণে কতিপয় জেলায় চাষি নির্বাচন ও সঠিকভাবে অর্থ ব্যবহার করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল এবং মৎস্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দদের অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে। প্রকল্পে অনুদান প্রদানের সুযোগ না রেখে উৎপাদন সামগ্রী প্রদান করা হলে উল্লেখিত সমস্যা কম হতে পারতো।

৮.২.৭ প্রকল্পের অর্থায়নে ৫৭ টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু কতিপয় প্রজাতি যেমন: শিং, মাগুর, কৈ, মলা, বাটা, ফলি, গুলশা, গোলশা, টেংরা, পাবদা, টাকি,পুটি, খরকি/ভেদা/মেনি প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন ছোট মাছের পোনা খামারসমূহে উৎপাদন করা হয় নি। মাঠ পরিদর্শনে জানা গেছে সরকারি খামারসমূহ প্রয়োজনীয় পোনা চাষিদের সরবরাহ দিতে পারেনি এবং চাহিদা অনুযায়ী ছোট মাছের না এখনও সকল স্থানে পাওয়া যাচ্ছে না (৭.১.৩)। তাই সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য খামারে ছোট মাছের নার্সারী স্থাপনের জন্য মৎস্য বিভাগ কর্তৃক পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮.২.৮ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জলাশয়সমূহে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার ফলে নারী-পুরুষ সকল সুফলভোগীদের অনেকেই মাছ চাষ, মাছ আহরণ, পরিবহন, বিক্রয়, জলাশয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, মাছ আহরণ সরঞ্জাম তৈরি ও বিক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আয় করছেন। সুতরাং প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে (৭.১.৭)।

৮.২.৯. সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে সুফলভোগীদের প্রকল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে তাদের আয় বেড়েছে (৭.১.৮)। মাছের প্রজনন, উৎপাদন, মাছ আহরণ, বিক্রয়, পরিবহন ইত্যাদি বাবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়েছে যা আয় বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

৮.২.১০ প্রকল্প এলাকায় অনুদানপ্রাপ্ত চাষিদের পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ এবং পুনখননকৃত জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদের ফলে ফলে ছোট মাছ চাষে চাষিরা উদ্বুদ্ধ হয়। চাষকৃত মাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিং, মাগুর,কৈ,পুটি এবং বাটা মাছ চাষ করা হয়। প্রকল্প এলাকার ৯৯.৯০% পুকুরে ছোট মাছের চাষ করা হয় এনকি একক চাষ না হলেও কার্পজাতীয় মাছের সাথে হলেও পুকুরে ছোট মাছ সমন্বিভাবে চাষ করা হয়। এর ফলে উৎপাদন বেড়েছে (৭.২).

৮.২.১১ প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহে দেশীয় প্রজাতির ছোট মছের বৈচিত্র্যতা এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের বৈচিত্র্যতা বেড়েছে। ছোট মাছের প্রজাতিসমূহের প্রাপ্যতা প্রকল্পভূক্ত জলাশেয়ে অনেক বেশী। মজুদ ও প্রজননের এর কারণ জলাশয়সমূহে শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচিয়া, সাপ ইত্যাদি এখন আগের চেয়ে বেশী পাওয়া যায়। যার অর্থ হল জীববৈচিত্র্য বেড়েছে (৭.১.৪)।

৮.২.১২ জলাশয়ের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তাদের মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, মাছের প্রজনন, মাছের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের দ্বারা অন্য চাষিকে চাষ পরামর্শ প্রদানের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে (৭.১.৬)।

৮.২.১৩ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কার্যক্রমসমূহে তাদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে তাদের আয় বেড়েছে। জলাশয়সমূহে মাছের প্রজনন, উৎপাদন, মাছ আহরণ, বিক্রয়, পরিবহন ইত্যাদি ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়েছে যা আয় বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে (৭.২.৮)।

৮.২.১৪ প্রকল্প সংস্থান থেকে জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রচুর পোনা অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু আহরণ হার, উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি মনিটর করার জন্য কোন কার্যক্রম ছিল না। তাছাড়া কোন গবেষণারও সুযোগ ছিলনা। এ ধরণের প্রকল্পে ক্যাচ এসেসমেন্ট ও ক্যাচ মনিটরিং এবং গবেষণা করার জন্য সুযোগ রাখার প্রয়োজন ছিল।

৮.২.১৫.প্রকল্পের আওতায় পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৮.২.১৬ প্রকল্পের কোন বেসলাইন সমীক্ষা ছিল না। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর অর্জিত ফলাফল তুলনা করার জন্য কোন ভিত্তি ফাইন্ডিংস ছিল না যা থাকা জরুরী ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে প্রথমেই যেন বেসলাই সার্ভে করা হয় সে বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

নবম অধ্যায়

সুপারিশমালা

৯.১ ভূমিকা

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিওআর এর আলোকে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ফলাফল ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯.২ সুপারিশমালা

৯.২.১ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় ডিপিপি অগ্রগামী করার পূর্বেই জলাশয়ের তালিকা সঠিকভাবে প্রণয়ন করে তা ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৯.২.২ প্রতি অর্থবছরের অনুমোদিত অর্থ বরাদ্দে ঐ অর্থ বছরেই ছাড় করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো।

৯.২.৩ জলাশয়সমূহের পানির দুষণ রোধ কারার জন্য কৃষিতে ইন্টিগ্রেটেড পেষ্ট মেজেম্যান্ট (আই পিএম) বা জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ব্যপক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে মিল ও কলকারখানায় ETP স্থাপন এবং এর সার্বক্ষণিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ জন্য এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট করে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করা হলো।

৯.২.৪ রাজস্ব বিভগের অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্র নিয়ে প্রকল্পের খাস জলাশয়সমূহ যেমন: বিল, মরা নদী, বোরপিট এবং খাল খনন/পুনঃখনন করা হয়েছে। কিন্তু জলাশয়সমূহ প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের অনুকূলে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। ফলে প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সুফলভোগীরা জলাশয় ইজারা বন্দোবস্ত পাবে না বা উন্মুক্ত জলাশয়সমূহ ব্যবস্থাপনার অধিকার ধরে বাখার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হবে যা এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে রাজস্ব বিভাগ থেকে জলাশয় দীর্ঘ মেয়দী ইজারা বন্দোবস্ত নিয়ে পরে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার জন্য সুপারিশ করা হল।

৯.২.৫ এই প্রকল্পের জলাশয়সমূহে অভয়াশ্রম স্থাপিত না হওয়ায় অবমুক্তকৃত এবং বাহির থেকে আগত মাছের জন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। ফলে অনেক মাছ সহজেই জালে ধরা পরেছে এবং অবমুক্তকৃত মাছের একটি অংশ অভিপ্রয়াণ করে অন্য জলাশয়ে চলে গেছে। উন্মুক্ত জলাশয়সমূহে এ ঘটনাটি সহজেই ঘটেছে। তাই ছোট মাছের জন্য মুক্ত জলাশয়ে ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহে অভয়াশ্রম স্থাপন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

৯.২.৬ প্রকল্পভূক্ত ১২৩ টি জলাশয়ের ২৫১ টি অংশে সমাজভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা করা হয়েছিল কিন্তু তাদের আইনগত কোন ভিত্তি ছিল না এবং এখনও নেই। কারণ, তাদের কোন রেজিষ্ট্রেশন নেই। ফলে সংগঠনসমূহ আইনগত বৈধতা সহকারে সুফলভোগীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। অন্যদিকে সংগঠনের হাজার হাজার সদস্যেদের জন্য অফিস-কাম কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয় নি। তাই ভবিষ্যত প্রকল্পে এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হল।

৯.২.৭ প্রকল্পের সংযোগ মৎস্য চাষিদের দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ ও প্রজননে সহায়তার জন্য অনুদান প্রদানের সংস্থান ছিল। কিন্তু এ সুযোগটি থকার কারণে চাষি নির্বাচনের উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের বেশ সমস্যায় পরতে হয়েছে। অনেক কর্মকর্তা বিব্রতও হয়েছেন। তাই ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে কোন অনুদান প্রদানের সুযোগ না রেখে পোনা বা উৎপাদন সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা গেলে চাষিরাও উপকৃত হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হতে পারে। পরবর্তী প্রকল্পে বিষয়টি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হল।

৯.২.৮ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৭ টি সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করা হয়। কিন্তু খামাগুলোতে মাত্র কয়েকটি প্রজাতির পোনা উৎপাদন করা হয় এবং খামারগুলো চাহিদা অনুযায়ী পোনা সরবরাহ দিতে পারেনি। ফলে চাষিদের বাহির থেকেও পোনা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সরকারি

খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন করে সরাসরি চাষিদের মাঝে বিক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

৯.২.৯ পোনা প্রাপ্তীর বিষয়টি সহজলভ্য করার জন্য বেসরকারি নার্সারার ও খামারীদেরকে উৎসাহিত করে তাদেরকে প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং তাদের উৎপাদিত পোনা মাছ বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে ছোট মাছের পোনা সহজলভ্য হতে পারে। এ ব্যপারে ভবিষ্যত প্রকল্পে আলাদা ব্যবস্থা রাখার জন্য সুপারিশ করা হল।

৯.২.১০ প্রকল্পের কাজ সারাদেশব্যাপী হলেও প্রকল্পের নিজস্ব কোন জনবল ছিল না। মূলত উপজেলা মৎস্য দপ্তরের জনবলই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ফলে তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে মাঠ কার্যক্রমের মনিটরিং করা অত্যন্ত কঠিন হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে করাও হয়নি। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম সমূহের স্থায়ীত্বশীলতা প্রশ্নবিদ্ধ। তাই ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখার সুপারিশ করা হল।

৯.২.১১ প্রকল্পটির কার্যপরিধি ছিল ব্যপক কিন্তু সে অনুযায়ী অর্থের সংস্থান ছিল খুবই কম। মাত্র ৩৯৪২.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৩ টি জলাশয় পুনঃখনন, ৫০০-৬০০ চাষিকে অনুদান প্রদান, ২৮৫ লক্ষ টি দেশীয় প্রজাতির ছোট জাতের মাছের পোনা উৎপাদন করা, ৫৮৬৬ জন চাষি ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫৭ টি সরকারি খামারের উন্নয়ন করা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা কঠিন বিষয় ছিল। কারণ অর্থের স্বল্পতার কারণে মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্তকৃত পোনা সংরক্ষণের জন্য তেমন কোন অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে অর্থবরাদ্দ বেশী হলে আরো অনেক জলাশয় পুনঃখনন করা সম্ভব হত। তাই ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে অর্থের সংস্থান বেশী রাখার সুপারিশ করা হল।

৯.২.১২ প্রকল্পের কোন ফলোআপ ফেজ রাখা হয়নি। প্রকল্পটি ২০১০ সালে শুরু হয়ে ২০১৪ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে কিন্তু এর কোন ফলোআপ প্রকল্প বা পরবর্তী ধাপের প্রস্তাব করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের ভাল অর্জনসমূহ ধরে রাখা কঠিন হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্পের ভাল শিখন ও ভাল অর্জনসমূহ ধরে রাখার জন্য এবং স্থায়ীত্বশীলতার জন্য মৎস্য বিভাগকে প্রকল্পের ফলোআপ ফেজ প্রস্তাব করার জন্য বা পরবর্তী ধাপের প্রস্তাব করার জন্য সুপারিশ করা হল।

৯.২.১৩ প্রকল্পভূক্ত বিভিন্ন উপজেলার নদী, বিল, প্লাবনভূমি, বোরপিট এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পুকুরে পোনা মজুদ করা হয়েছে। উক্ত পোনা ক্রয় ও মজুদ সংশ্লিষ্ট উপজেলার সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক করা হয়েছে। ফলে জলাশয়ের তালিকা প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে নেই। ফলে ঠিক কতসংখ্যক জলাশয়ে ছোট মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরও জানাতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রমটি উপ-পরিচালকের দপ্তর, জেলা মৎস্য দপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক যথাযথভাবে মনিটর করা হলে এ সমস্যাটি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে যথাযথভাবে মনিটর করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা সমীচীন হবে, তা না হলে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল পাওয়া ও প্রভাব মূল্যায়ন করা দুরুহ হবে।

৯.২.১৪ প্রকল্প সংস্থান থেকে জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রচুর পোনা অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু আহরণ হার, উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি মনিটর করার জন্য কোন কার্যক্রম ছিল না। তাছাড়া কোন গবেষণারও সুযোগ ছিলনা। তাই ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে ক্যাচ এসেসমেন্ট ও ক্যাচ মনিটরিং এবং গবেষণা করার জন্য সুযোগ রাখার সুপারিশ করা হলো।

৮.১.১৫ প্রকল্পের কোন বেসলাইন সমীক্ষা ছিল না বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত ফলাফল তুলনা করার জন্য কোন ভিত্তি ফাইন্ডিংস নেই। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগেই বা প্রথমেই বেসলাইন সমীক্ষা করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

উপসংহার

‘চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পটি’ সম্পূর্ণভাবে সরকারের রাজস্ব অর্থে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন নীতি যেমন: MDG, SDG, 7th Five Year Plan এবং Vision 2021 এর সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকল্পটি একদিকে যেমন ১২৩ টি প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন: বিল, মরা নদী, বোরপিট ইত্যাদির উন্নয়ন করা হয়েছে অন্যদিকে বিপদাপন্ন বা স্থানীয়ভাবে হারিয়ে যাওয়া ছোট মাছের প্রজাতি যেমন: শিং, মাগুর, কৈ, মলা, বাটা, ফলি, স্বরুপটি, গুলশা, টেংরা, পাবদা, টাকি,পুটি, খরকি (ভেদা/মেনি) মাছ ইত্যাদি প্রজাতির মাছের পোনা জলাশয়সমূহে মজুদ করা হয়েছে। পুনঃখননের সময় খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীতে জলাশয়সমূহের বাস্তুসংস্থান ভাল হওয়ায় ছোট মাছ প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে সুফলভোগীরা সরাবছরই এখন মাছ আহরণ করতে পারায় তাদের স্থায়ী খন্ডকালীন কর্মসংস্থান হয়েছে। তাদের সমাজভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টি হওয়ায় সামাজিকভাবে তারা ঐক্যবদ্ধভবে জলাশয় ব্যবস্থপনা ও মৎস্য সংরক্ষণ করছেন। তবে অনেক জলাশয়ের পানি দুষণ একটি মারাত্বক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে পানি দুষণরোধে কৃষিতে ইন্টিগ্রেটেড পেষ্ট মেজেম্যান্ট (আই পিএম) বা জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ব্যপক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। মিল ও কলকারখানায় এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লেন্ট (ইটিপি) স্থাপন এবং এর সার্বক্ষনিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ জন্য এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন রয়েছে।

অন্যদিকে ৬০০ চাষির সমসংখ্যক পুকুরে দেশীয় প্রজাতির উল্লখিত ছোট জাতের মাছের চাষ করা হয়েছে এবং তাদের মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ৫৭ টি খামারে ছোট মাছের পোনা উৎপাদন করে চাষিদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে যার ফলে উৎপাদন বেড়েছে এবং ছোট মাছ চাষে চাষিদের আগ্রহ বেড়েছে। প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হয়েছে । প্রকল্পটির বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের আলাদা কোন জনবল ছিল না যার ফলে বর্তমান উপজেলা মৎস্য দপ্তরের জনবল দিয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে এবং এর ফলে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মানটরিং এর ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্পে আলাদা জনবলের সংস্থান রাখাই সুক্তিযুক্ত হবে। পরবর্তীতে কোন প্রকল্পে অনুদান প্রদানের সুযোগ রাখা যুক্তিযুক্ত হবে কি না তা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পুনঃখননকৃত জলাশয়সমূহে কোন অভয়াশ্রম না খাকায় ছোট মাছের ব্রুড সংরক্ষণ কঠিন ছিল বিধায় ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্পে স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপনের আর্থিক সংস্থান রাখতে হবে। সমাজভিত্তিক সংহঠনসমূহের নিবন্ধন করার কোন সুযোগ ছিল না যার ফলে বর্তমানে সংগঠনসমূহের অস্তিত্ব চেলেঞ্জের সম্মুখীন। খাস জলাশয়সমূহ সুফলভোগীদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা নেই বা মুক্ত জলাশয় বিধায় ইজারা হয় না। ফলে জলাশয়সমূহের ব্যবস্থাপনা অধিকার নিয়েও সমস্য সৃষ্টি হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করার আগে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে এবং সম্ভাব্য সমাধান সামনে রেখেই কেবল প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে।

তথ্যসূত্র

১. IUCN (২০১৫). Red List of Bangladesh.A Brief on Assassment Result 2015. International Union Union for Conservation of Nature, Pp 1-24.

২. ডিওএফ (২০১৬). সংকলন, মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬, ১৯-২৫ জুলাই, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা, পিপি ১-১৩২.

৩. ডিপিপি, ''চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প'' মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা,।

৪. পিসিআর,২০১৪ ''চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প'' মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা,।

৫. ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, ''চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প'', মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা,।

৬. চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প'' এর প্রভাব মূলায়ন সমীক্ষা, ২০১৭।

৭. বাংলাদেশ রসায়ন সমিতির প্রতিবেদন, দৈনিক প্রথম আলো, ৪ জুন,২০১৭।

পরিশিষ্ট-১

সফল উদ্যোক্তার কেস স্টাডিসমূহ:

প্রকল্পটি সারাদেশে বিস্তৃত ছিল, ফলে প্রচুর সুফলভোগী প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে প্রকল্পে কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়। তাই সফল উদ্যোক্তা সনাক্ত করা বেশ কঠিন ছিল। তবে সমীক্ষা চলাকালে সবচেয়ে ভাল কাজ যারা করতে পেরেছেন তাদের কয়েকজনকে এফজিডি এবং মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় সনাক্ত করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তর থেকে এদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও সরেজমিনে গিয়ে এদের প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাদের মধ্য থেকে নমুনা হিসাবে নিম্নে কয়েকজন সফল উদ্যোক্তার কেস স্টাডি উল্লেখ করা হলো:

১. মো: নূরুল ইসলাম

মোবইল নং ০১৭২৬৭৪২৬১২।

জনাব মো: নূরুল ইসলাম সাহেবের গ্রাম: ইছাপুর, ইউনিয়ন:টামটা,উপজেলা:শাহরাস্তি,জেলা: চাঁদপুর। তিনি একজন প্রান্তিক চাষি। কিন্তু পূর্বে তিনি মাছ চাষ করতেন না। প্রাকৃতিক ভাবে বর্ষায় যে মাছ পুকুরে আসতো সে মাছই তিনি ধরতেন। সে সময়ে তার সংসারও ঠিকভবে চলতো না। তবে তিনি তার গ্রামে পাশ্ববর্তী মাছ চাষিদের পুকুরে মাছ চাষ, মাছ আহরণ ইত্যাদি দেখতে যেতেন। জনাব মো: নূরুল ইসলাম সাহেবের আগ্রহ দেখে শাহরাস্তি উপজেলা মৎস্য অফিসের কর্মকর্তারা তাকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তাকে "চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প'' এর একজন সংযোগ চাষি হিসাবে নির্বাচন করেন এবং দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ চাষের জন্য অনুদানপ্রাপ্ত চাষি হিসাবে তালিকাভূক্ত করে তার নাম প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয় এবং প্রকল্প পরিচালক তা অনুমোদন করে তাহাকে ৪০,০০০/= (চল্লিশ হাজোর) টাকা অনুদান প্রদানের জন্য উপজেলা মৎস্য দপ্তরে বরাদ্দ প্রদান করেন। উক্ত অর্থ দ্বারা তিনি তার ১০০ শতাংশ আয়তনের পুকুরটিতে পাবদা, দেশীয় কৈ,মাগুর, পুটি, মলা এবং টেংরা মাছের পোনা ছাড়েন। তিনি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানকে পুকুরে মাছ চাষে প্রয়োগ করেন। তিনি জানান উক্ত পোনা বড় হয়ে পুকরে মাছের উৎপাদন বেড়ে যায় যার ফলে প্রচুর আয় হয় যা আগে কোন দিনই হয়নি। জনাব নূরুল ইসলাম এখন বেশ খুশি, গ্রামের অন্যান্য চাষিরা এখন মাছ চাষ দেখতে তার পুকুরে আসে, তাকে যেতে হয় না। তিনি বলেন শিক্ষার আগ্রহ, ধৈর্য্য, সততা আর পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষের দারিদ্রতা দুর হয়ে যেতে পারে। জনাব নূরুল ইসলাম সাহেবের এখন আগের মতো আর অর্থের অভাব হয় না, যখনই প্রয়োজন হয় তখনই পুকুর থেকে মাছ বিক্রী করে অভাব দুর করেন। জনাব নূরুল ইসলাম সাহেব এখন একজন সুখী মানুষ। তিনি মনে করেন মাছ চাষের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, এর ব্যবহার এবং ভাল ব্যবস্থাপনা।

২. জনাব মো: তাইজ উদ্দিন

মোবাইল নং-০১৭১৮৩২১১১৫

জনাব মো: তাইজ উদ্দিন, গ্রাম: কাগাবালা, ইউনিয়ন: কাগাবালা, উপজেলা: মৌলভীবাজার সদর, জেলা: মৌলভীবাজার । জনাব তাইজ উদ্দিন সাহেবের নিজের ০.৫০ শতাংশ আয়তনের একটি পুকুর আছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পুকুরে তেলাপিয়া এবং থাই পাঙ্গাস মাছের চাষ করতেন। সে সময় তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। সমাজে তার সামাজিক অবস্থানও ভাল ছিল না, গ্রামের মানুষ তাকে তেমন মূল্যায়ন করতো না। এভাবেই কোনরকমে তার দিন যাচ্ছিল। একদিন তিনি জানতে পারলেন যে কাগাবালা ইউনিয়নের বরাহর বিলে "চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প'' থেকে প্রচুর শিং মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। তার কৌতুহল হল এ ফলাফল কি হয় জানার জন্য। তিনি বন্দুদের সাথে বিষয়টি শেয়ার করলেন এবং এও আলোচনা করলেন যে বিলটি যদি লিজ নেওয়া যায় তাহলে এর ফলাফল কি হবে। আলোচনায় তিনি বুঝতে পারেন যে বাজারে শিং মাছের অনেক দাম, তাই বিলটি লিজ নিলে মন্দ হয় না। তিনি বন্ধুদের সাথে কথা বলেন এবং তার সাথে বিলটি লিজ নেওয়ার জন্য তার সাথে আলোচনা করতে বলেন। তারপর তিনি বন্দুদের নিয়ে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসেন এবং খোজ-খবর নেন। অতপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিলটি লিজ দেওয়ার জন্য একটি ছয় বছরের উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করে জমা দেন। তার প্রদত্ত

প্রকল্পে রাজস্ব বেশী থাকায় বিলটি তাদের নামে লিজ দেওযা হয়। বিলটি লিজ নেওয়ার পর তিনি ও তার বন্দুরা মিলে বিলটিতে শিং মাছের পাশা পাশি রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করেন। তিনি জানান যে, এর ফলে বিলটিতে প্রচুর মাছ উৎপাদিত হয় এবং তিনি সালে ২০১১ সালে বিলটি ছয় বছরের জন্য লিজ নেন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রী করেন। উৎপাদিত মাছের পরিমাণ হবে প্রয় ১৫মে.টন। তিনি এখন স্বচ্ছল। তার অভাব আগের মতো নেই। তার আয় বেড়েছে, বেড়েছে সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতা। তিনি বলেন যে, পরিশ্রম, ভাল ব্যবস্থাপনা, সততা ও বুদ্ধি থাকলে মাছ চাষে ভাল করা যায়। তাইজ উদ্দিন সাহেব এখন সুখী মানষ, তিনি তার ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া করতে ভাল স্কুলে ভর্তি করেছেন। তিনি আরও বলেন কোন জলাশয়ই পতিত রাখা উচিত নয় বরং তাকে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। এত নিজেরও আয় বারবে আর মানুষও মাছ খেতে পারবে।

চেকলিষ্টসমূহ

সংযুক্তি-১.১

অনুদান প্রাপ্ত মৎস্য চাষি

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ভূমিকা: আস্সালামু আলাইকুম। আপনারা ভাল আছেন আশা করি। আমরা সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য এসেছি। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প থেকে আপনার এলাকায় অনুদানপ্রাপ্ত চাষির পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজাতি মজুদ ও চাষ, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। এ ব্যাপারে আমরা আপনার সহযোগীতা চাই। আপনার দেওয়া মতামত ও তথ্য সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে।

সংযোগ চাষির নাম:----------

মোবাইল নম্বর ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: দিন ☐☐ মাস ☐☐ বছর ☐☐☐☐

পুকুরের আয়তন :----------শতাংশ

পুকুরের অবস্থান:

১। জেলা : ---------- ☐☐

২। উপজেলা: ---------- ☐☐☐

৩। ইউনিয়ন: ---------- ☐☐☐

৪। গ্রাম: ---------- ☐☐☐

৫। চাষির পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান): ১. পুরুষ ☐ ২.নারী ☐ ৩. মোট ☐☐ জন

৬। এই প্রকল্প থেকে আপনি কি ধরণের সহায়তা পেয়েছেন? একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

১) আর্থিক অনুদান ☐

২) প্রশিক্ষণ ☐

৩) কারিগরি সহায়তা ☐

৪) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)---------- ☐

৭। প্রকল্পভূক্ত পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ করা হয়েছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে মাছের নাম বলুন এবং নীচের টেবিলে টিক দিন। একাধিক উত্তর হতে পারে।

১	পাবদা		৮	পুঁটি	
২	গুলশা		৯	মলা	
৩	কৈ		১০	ঢেলা	
৪	শিং		১১	বাটা	
৫	মাগুর		১২	টেংরা	

						খ)
৬	বাইম		১৩	তিন কাটা/বাতাসি		
৭	খরকি		১৪	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		

মাছের পোনা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন?

১. প্রকল্পভূক্ত নার্সারি/হ্যাচারি ☐ ২. স্থানীয় নার্সারি/হ্যাচারি ☐ ৩. প্রাকৃতিক উৎস ☐ ৪. অন্যান্য ☐

৮। এই প্রকল্পভূক্ত পুকুরে ছোট প্রজাতির মাছ চাষের ফলে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উপকার পেয়েছেন এমন সুফলভোগীর সংখ্যা কতজন বলুন: ☐☐☐

৯। পুকুরটি প্রকল্পভূক্ত হওয়ার ফলে ২০১০ সালের আগের তুলনায় কি কি উপকার হয়েছে বলুন (টিক দিন)?
নীচের টেবিলে টিক দিন। একাধিক উত্তর হতে পারে।

১	ছোট মাছের চাষ হওয়ায় যোগান বেড়েছে		৬	উৎপাদন বাড়ার ফলে আয় বেড়েছে	
২	সেচের সুবিধা হয়েছে		৭	মাছ খাওয়ার পরিমাণ বাড়ার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে	
৩	পুকুরের পানি ভাল হওয়ায় গৃহস্থালির ব্যবহার বেড়েছে		৮	পরিবারের অবস্থার উন্নতি হয়েছে	
৪	জলজ পরিবেশের উন্নতি হয়েছে		৯	আয় বাড়ার ফলে ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে	
৫	পুকুরের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে		১০	সব আগের মতই আছে	

১০। প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বে এবং বর্তমানে মাসিক গড় আয়:

ক. প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বে মাসিক গড় আয় = ----------টাকা

খ. বর্তমানে মাসিক গড় আয় = ---------- টাকা

১১। প্রকল্প থেকে আপনি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না (টিক দিন)? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে নিম্নের কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (টিক দিন)?

১	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ		২	কৈ,শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থপনা	

১২। প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলে প্রশিক্ষণ থেকে কি ভাবে উপকৃত হয়েছেন? টিক দিন

১	ছোট প্রজাতির মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৪	সচেতনতা বেড়েছে	
২	ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৫	প্রশিক্ষণ কাজে লাগায় উৎপাদন ও আয় বেড়েছে	
৩	ছোট প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৬	অন্য চাষিকে চাষ পরামর্শ প্রদানের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে	

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার পুকুরে স্থায়ী বা খন্ডকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ☐ না ☐

প্রকল্প সময়ের পূর্বে মোট কতজন ছিল		বর্তমানে মোট কতজন কাজ করছে	
প্রকল্পের সময়ের পূর্বে কতজন মহিলা ছিল		বর্তমানে কতজন মহিলা কাজ করছে	

১৪। ছোট প্রজাতির মাছের পোনা মজুদ ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

পোনা মজুদ তথ্য			উৎপাদন তথ্য	
পোনা মজুদের সন	প্রজাতির নাম	পরিমাণ কেজি)	প্রজাতির নাম	পরিমাণ (কেজি)
২০০৯ (প্রকল্প শুরুর পূর্বের বৎসর)	১.-----			
২০১০	১.------			
২০১১	১.-----			
২০১২	১.-----			
২০১৩	১.------			
২০১৪	১.------			
২০১৫	১.-----			

বি:দ্র: পোনা মজুদ ও মাছের উৎপাদনের তথ্যের কলামে পরিমাণ সংখ্যায় উল্লেখ করলে তা কেজিতে পরিবর্তন করে উল্লেখ করতে হবে।

১৫। প্রকল্পভূক্ত পুকুরে ছোট প্রজাতির মাছের চাষ কার্যক্রমে পরিবারের মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল কি? (টিক দিন)

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১৬। পুকুরটি প্রকল্পভূক্ত হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপর কি ধরণের প্রভাব পরেছে যা আপনি লক্ষ্য করেছেন? টিক দিন একাধিক উত্তর হতে পারে। পানি দুষণকে কি ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করছে? কারণ বলুন।

১	পুকুরটি সংস্কার হওয়ায় ক্ষতিকর গ্যাস কমেছে		৫	অক্সিজেনের অভাব না হওয়ায় মাছ খুব কম ভেসেছে	
২	পানি ভাল থাকায় মাছ মারা যায় নি		৬	পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি	
৩	পরিবেশ ভাল থাকায় পুকুরে কোন অপ্রয়োজনীয় আগাছা জন্ম নেয়নি		৭	ভাল পরিবেশের কারণে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন বেশী হতে সাহায্য করেছে	
৪	পানির পিএইচ স্বাভাবিক ছিল		৮	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

১৭। **(ক) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)**

	প্রকল্পপূর্ব বাসগৃহের ধরণ	
১	পাকা	
২	আধা পাকা	
৩	টিনের ঘর	
৪	মাটির ঘর	
৫	অন্যান্য	
	বর্তমানে বাসগৃহের ধরণ	
১	পাকা	
২	আধা পাকা	
৩	টিনের ঘর	
৪	মাটির ঘর	
৫	অন্যান্য	

১৭(খ) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)

	প্রকল্পপূর্ব মালিকানার ধরণ			**বর্তমানে মালিকানার ধরণ**	
১	সম্পূর্ণ নিজ মালিকানা		**১**	সম্পূর্ণ নিজ মালিকানা	
২	সম্পূর্ণ ভাড়া		**২**	সম্পূর্ণ ভাড়া	
৩	নিজ মালিকানা এবং ভাড়া দুটোই		**৩**	নিজ মালিকানা এবং ভাড়া দুটোই	

১৮। পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্যাবলী

১৮.১ জমাজমির তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	**জমাজমির ধরণ**	**বর্তমানে জমাজমির পরিমাণ (শতাংশ)**
১	বসতবাড়ি	
২	বাগান	
৩	চাষকৃত জমি	
৪	অনাবাদী জমি	
৫	পুকুর	
সর্বমোট		

১৮.২ পরিবারের সম্পদের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	সম্পদের বর্ণনা	আছে কি না ? (হ্যাঁ=১; না= ২)

১	খাট	
২	টিভি	
৩	রেডিও	
৪	মোবাইল	
৫	অলংকার (সোনা/রুপা)	
৬	বাইসাইকেল	
৭	মোটর সাইকেল	
৮	মাছধরা জাল	
৯	গবাদি পশু	
১০	হাঁস-মুরগী	
১১	নৌকা	
১২	ভ্যান	
১৩	অন্যান্য (যদি থাকে)	

১৯। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলি

১৯.১নিরাপদ পানি ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে	প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বে)
১	খাবার পানির উৎস ? (টিউবওয়েল/শ্যালো/ডিপ/সাপ্লাই=১;পুকুর=২;কুয়া=৩; অন্যান্য=৪)		
২	খাবার পানি আর্সেনিক মুক্ত কি না (হ্যাঁ=১; না= ২)		

১৯.২. পায়খানার ধরণ ও ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে	প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বে
১	পায়খানার ধরণ (কোড:পাকা=১;আধাপাকা=২; রিং স্ল্যাব=৩; খোলা/ঝুলন্ত=৪)		

২০। **প্রকল্প সম্পর্কে মন্তব্য করুন/বক্তব্য দিন**

১.----------

২.----------

৩.----------

৪.----------

২১। সুফলভোগীদের সন্তুষ্টির মাত্রা (টিক দিন)

১	খুব ভাল	
২	ভাল	
৩	গড়	
৪	খারাপ	
৫	খুব খারাপ	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ

কন্ট্রোল

সংযুক্তি-১.২

মৎস্য চাষি

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ভূমিকা: আস্সালামু আলাইকুম। আপনারা ভাল আছেন আশা করি। আমরা সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য এসেছি। আপনার পুকুরটি উক্ত প্রকল্পভূক্ত ছিল না। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার এলাকার মাছ চাষিদের দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজাতি মজুদ ও চাষ, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। এ ব্যাপারে আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। আপনার দেওয়া মতামত ও তথ্য সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------

পুকুর মালিকের নাম:----------

মোবাইল নম্বর ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: দিন ☐☐ মাস ☐☐ বছর ☐☐☐☐

পুকুরের আয়তন :----------শতাংশ

পুকুরের অবস্থান:

১। জেলা : ---------- ☐☐

২। উপজেলা: ---------- ☐☐☐

৩। ইউনিয়ন: ---------- ☐☐☐

৪। গ্রাম: ---------- ☐☐☐

৫। চাষির পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান): ১. পুরুষ ☐ ২.নারী ☐ ৩. মোট ☐☐ জন

৬। আপনার পুকুরে কর্মরত জনবলের সংখ্যাঃ ----------জন

৭। সরকারের কোন প্রকল্প থেকে আপনি কি ধরণের সহায়তা পেয়েছেন? একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

১) আর্থিক অনুদান ☐

২) প্রশিক্ষণ ☐

৩) কারিগরি সহায়তা ☐

৪) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)---------- ☐

৮। আপনার পুকুরে দেশী প্রজাতির ছোট মাছ চাষ করা হয়েছে কি না

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে মাছের নাম বলুন এবং নীচের টেবিলে টিক দিন। একাধিক উত্তর হতে পারে।

১	পাবদা		৮	পুঁটি	
২	গুলশা		৯	মলা	
৩	কৈ		১০	ঢেলা	
৪	শিং		১১	বাটা	
৫	মাগুর		১২	টেংরা	
৬	বাইম		১৩	তিন কাটা/বাতাসি	
৭	খরকি		১৪	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

খ) মাছের পোনা সংগ্রহের উৎসঃ

১. প্রকল্পভূক্ত নার্সারি/হ্যাচারি ২. স্থানীয় নার্সারি/হ্যাচারি ৩. প্রাকৃতিক উৎস ৪. অন্যান্য ☐

৯। আপনার মাসিক গড় আয় সম্পর্কে তথ্য দিন

ক. বর্তমানে মাসিক গড় আয় (টাকায়) = ---------- টাকা

১০। আপনি কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (টিক দিন)?

১	ছোট প্রজাতির মাছ চাষ		৮	পোনা মাছের চাষ	
২	সমন্বিত মাছ চাষ		৯	কৈ মাছ চাষ	
৩	রুই জাতিয় মাছ চাষ		১০	পাঙ্গাস মাছ চাষ	
৪	তেলাপিয়া মাছ চাষ		১১	শিং-মাগুর চাষ	
৫	চিংড়ি চাষ		১২	খাঁচায় মাছ চাষ	
৬	পাবদা ও গুলশা মাছ চাষ		১৩	অন্যান্য	
৭	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ		১৪	কৈ,শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	

যদি না হয়, তাহলে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন (টিক দিন)?

১	ছোট প্রজাতির মাছ চাষ	
২	সমন্বিত মাছ চাষ	
৩	ব্যবস্থাপনা	
৪	বাজারজাতকরণ	
৫	আর্থিক হিসাব	
৬	পোনা সংরক্ষণ	
৭	অন্যান্য	

১১। প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলে প্রশিক্ষণ থেকে কি ভাবে উপকৃত হয়েছেন? টিক দিন

১	মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৪	সচেতনতা বেড়েছে	
২	মাছের প্রজনন সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৫	প্রশিক্ষণ কাজে লাগায় উৎপাদন ও আয় বেড়েছে	
৩	মাছের সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৬	অন্য চাষিকে চাষ পরামর্শ প্রদানের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে	

১২। দেশী প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদ ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

পোনা মজুদ তথ্য			উৎপাদন তথ্য	
পোনা মজুদের সন	প্রজাতির নাম	পরিমাণ (কেজি)	প্রজাতির নাম	পরিমাণ (কেজি)
২০০৯ (প্রকল্প শুরুর পূর্বের বৎসর)	১.------			
২০১০	১.--------			
২০১১	১.-------			
২০১২	১.-------			
২০১৩	১.-------			
২০১৪	১.-------			
২০১৫	১.-------			

বি:দ্র: পোনা মজুদ ও মাছের উৎপাদনের তথ্যের কলামে পরিমাণ সংখ্যায় উল্লেখ করলে তা কেজিতে পরিবর্তন করে উল্লেখ করতে হবে

১৩। আপনার পুকুরে মাছের চাষ কার্যক্রম পরিবারের মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল কি (টিক দিন)? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৪। আপনার পুকুরটিতে পরিবেশের উপর কোন প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না? হ্যাঁ হলে টিক দিন। একাধিক উত্তর হতে পারে। পানি দুষণ কি কোন সমস্যা বলে আপনি মনে করেন? কারণ বলুন।

১	ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল		৫	অক্সিজেনের অভাব হওয়ায় মাছ ভেসেছিল	
২	পানি ভাল না থাকায় মাছ মারা যায়		৬	পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়	
৩	পরিবেশ ভাল না থাকায় পুকুরে অপ্রয়োজনীয় আগাছা জন্ম নেয়		৭	ভাল পরিবেশ না থাকার কারণে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন কম হয়েছে	
৪	পানির পিএইচ স্বাভাবিক ছিল না		৮	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

১৫। **(ক) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)**

	বর্তমানে বাসগৃহের ধরণ	
১	পাকা	
২	আধা পাকা	
৩	টিনের ঘর	
৪	মাটির ঘর	
৫	অন্যান্য	

১৫।(খ) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)

	বর্তমানে মালিকানার ধরণ	
১	সম্পূর্ণ নিজ মালিকানা	
২	সম্পূর্ণ ভাড়া	
৩	নিজ মালিকানা এবং ভাড়া দুটোই	
৪	অন্যান্য	

১৬। পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্যাবলীঃ

১৬.১ জমাজমির তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	**বর্তমানে জমাজমির ধরণ**	**জমাজমির পরিমাণ (শতাংশ)**
১	বসতবাড়ি	
২	বাগান	
৩	চাষকৃত জমি	
৪	অনাবাদী জমি	
৫	পুকুর	
সর্বমোট		

১৬.২ পরিবারের সম্পদের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	সম্পদের বর্ণনা	আছে কি না ? (হ্যাঁ=১; না= ২)
১	খাট	
২	টিভি	
৩	রেডিও	
৪	মোবাইল	
৫	অলংকার (সোনা/রুপা)	
৬	বাই সাইকেল	
৭	মোটর সাইকেল	

৮	মাছধরা জাল	
৯	পবাদি পশু	
১০	হাঁস-মুরগী	
১১	নৌকা	
১২	ভ্যান	
১৩	অন্যান্য (যদি থাকে)	

১৭। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

১৭.১ নিরাপদ পানি ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে
১	খাবার পানির উৎস? (টিউবওয়েল/শ্যালো/ডিপ/সাপ্লাই=১; পুকুর=২; কুয়া=৩; অন্যান্য=৪)	
২	খাবার পানি আর্সেনিক মুক্ত কি না (হ্যাঁ=১; না= ২)	

১৭.২. পায়খানার ধরণ ও ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে
১	পায়খানার ধরণ (কোড:পাকা=১;আধাপাকা=২; রিং স্ল্যাব=৩;খোলা/ঝুলন্ত=৪)	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

সংযুক্তি-২.১

উপকারভোগী-জলাশয় (বিল/নদী) সম্পর্কিত তথ্য জরীপ প্রশ্নমালা
(প্রকল্পভুক্ত এলাকার জন্য)

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------

জলাশয়ের নাম----------

সুফলভোগীর নাম:----------

মোবাইল নম্বর ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: দিন ☐☐ মাস ☐☐ বছর ☐☐☐☐

১। জেলা : ----------

২। উপজেলা: ----------

৩। ইউনিয়ন ----------

৪। গ্রাম: ----------

৫। জলাশয়ের ধরণ ও আয়তন

#	জলাশয়ের ধরণ	আয়তন (শতাংশ)
১	বিল	
২	নদী	
৩	খাল	

৬। জলাশয়ের সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান):

১. পুরুষ ☐ ২. মহিলা ☐ ৩. মোট ☐

৭। জলাশয়ে পোনা মজুদ করা হয়েছে কি না ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

মজুদ করা হলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের নাম কি ?

১	পাবদা		৮	পুঁটি	
২	গুলশা		৯	মলা	
৩	কৈ		১০	ঢেলা	
৪	শিং		১১	বাটা	
৫	মাগুর		১২	টেংরা	
৬	বাইম		১৩	তিন কাটা/বাতাসি	
৭	খরকি		১৪	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৮। ছোট প্রজাতির মাছের পোনা মজুদ ও উৎপাদন/আহরণ সংক্রান্ত তথ্য

পোনা মজুদ তথ্য			উৎপাদন তথ্য	
পোনা মজুদের সন	প্রজাতির নাম	পরিমাণ (কেজি)	প্রজাতির নাম	পরিমাণ (কেজি)
২০০৯ (প্রকল্প শুরুর পূর্বের বৎসর)	১.------			

২০১০	১.-------			
২০১১	১.-------			
২০১২	১.-------			
২০১৩	১.-------			
২০১৪	১.-------			
২০১৫	১.-------			

৯। মজুদকুত পোনার উৎস ?

১. প্রকল্প নার্সারি/হ্যাচারি ☐ ২. স্থানীয় নার্সারি/হ্যাচারি ☐ ৩. প্রাকুতিক উৎস ☐ ৪. অন্যান্য ☐

১০। মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া জলাশয়টি অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না ? টিক দিন

সেচ ☐ গৃহস্থালি ☐ অন্যান্য ☐

১১। আপনি কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না (টিক দিন)? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (টিক দিন)?

১	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ		২	কৈ,শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থপনা	
৩	অন্যান্য				

১২। জলাশয়টি প্রকল্পভূক্ত হওয়ার ফলে ২০১০ সালের আগের তুলনায় জনসাধারণের কি কি উপকার হয়েছে বলুন (টিক দিন)? নীচের টেবিলে টিক দিন। একাধিক উত্তর হতে পারে।

১	আবাসস্থলের উন্নয়ন হয়েছে		১০	পুকুরের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে	
২	ছোট মাছের প্রজনন বেড়েছে		১১	সব আগের মতই আছে	
৩	ছোট মাছের যোগান বেড়েছে		১২	উৎপাদন বাড়ার ফলে আয় বেড়েছে	
৪	সেচের সুবিধা হয়েছে		১৩	মাছ খাওয়ার পরিমাণ বাড়ার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে	
৫	গৃহস্থালির ব্যবহার বেড়েছে		১৪	পরিবারের অবস্থার উন্নতি হয়েছে	
৬	জলজ পরিবেশের উন্নতি হয়েছে		১৫	ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে	
৭	ব্যবস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে		১৬	মৎস্য সংরক্ষণ বেড়েছে	
৮	জীববৈচিত্র্য (শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া সহ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী) বেড়েছে		১৭	হুমকিযুক্ত মাছের প্রজাতিসমূহ আগে পাওয়া যেত না, কিন্তু এখন পাওয়া যায়, যেমন: মেনি, গুলশা, পাবদা, সরপুটি ইত্যাদি।	
৯	এখন জলাশয়ে সারা বছর পানি থাকে এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী, উদ্ভিদও পাওয়া যায় যা আগে থাকতো না		১৮	অন্যান্য	

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বে এবং বর্তমানে মাসিক গড় আয়:

ক. প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বে মাসিক গড় আয় = ----------টাকা

খ. বর্তমানে মাসিক গড় আয় = ---------- টাকা

১৪। প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলে প্রশিক্ষণ থেকে কি ভাবে উপকৃত হয়েছেন? টিক দিন

১	ছোট প্রজাতির মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৪	সচেতনতা বেড়েছে	
২	ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৫	প্রশিক্ষণ কাজে লাগায় উৎপাদন ও আয় বেড়েছে	
৩	ছোট প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৬	অন্য চাষিকে চাষ পরামর্শ প্রদানের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে	

১৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার পুকুরে (মাছ চাষ এবং পুন:খনন)স্থায়ী বা খন্ডকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কি না ?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

হ্যাঁ হলে বলুন

প্রকল্প সময়ের পূর্বে মোট কতজন ছিল		বর্তমানে মোট কতজন কাজ করছে	
প্রকল্পের সময়ের পূর্বে কতজন মহিলা ছিল		বর্তমানে কতজন মহিলা কাজ করছে	

১৬। মৎস্য প্রজাতির প্রকার ও প্রাপ্যতার সংখ্যা তথ্য (মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য)

বিষয়	২০০৯ (প্রকল্প শুরুর পূর্বের বৎসর)	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (২০১০-২০১৪)
প্রাপ্যতার সংখ্যা		
মৎস্য প্রজাতির নাম		
প্রকল্প শুরুর পূর্বে ছিল না কিন্তু বর্তমানে পাওয়া যায় এমন মৎস্য প্রজাতির নাম		

১৭। প্রকল্পভূক্ত জলাশয়ে ছোট প্রজাতির মাছের চাষ কার্যক্রমে পরিবারের মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল কি? (টিক দিন)

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১৮। জলাশয়টি প্রকল্পভূক্ত হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপর কি ধরণের প্রভাব পরেছে যা আপনি লক্ষ করেছেন? টিক দিন একাধিক উত্তর হতে পারে। জলাশয়ের পানি কি দুষিত হয় ? হলে কি ভাবে? দুষনের কারণ ও কি কি ক্ষতি হচ্ছে বলুন।

১	জলাশয়টি সংস্কার হওয়ায় ক্ষতিকর গ্যাস কমেছে		৫	অক্সিজেনের অভাব না হওয়ায় মাছ খুব কম ভেসেছে	
২	পানি ভাল থাকায় মাছ মারা যায় নি		৬	পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি	
৩	পরিবেশ ভাল থাকায় পুকুরে কোন অপ্রয়োজনীয় আগাছা জন্ম নেয়নি		৭	ভাল পরিবেশের কারণে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন বেশী হতে সাহায্য করেছে	
৪	পানির পিএইচ স্বাভাবিক ছিল		৮	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

১৯। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের ক্ষমতায়ন বেড়েছে কি না

১। হ্যাঁ ☐ ২। না ☐

২০। **(ক) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)**

	প্রকল্পপূর্ব বাসগৃহের ধরণ	
১	পাকা	
২	আধা পাকা	
৩	টিনের ঘর	
৪	মাটির ঘর	
৫	অন্যান্য	
	বর্তমানে বাসগৃহের ধরণ	
১	পাকা	
২	আধা পাকা	
৩	টিনের ঘর	
৪	মাটির ঘর	
৫	অন্যান্য	

২০। (খ) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)

	প্রকল্পপূর্ব মালিকানার ধরণ			**বর্তমানে মালিকানার ধরণ**	
১	সম্পূর্ণ নিজ মালিকানা		**১**	সম্পূর্ণ নিজ মালিকানা	
২	সম্পূর্ণ ভাড়া		**২**	সম্পূর্ণ ভাড়া	
৩	নিজ মালিকানা এবং ভাড়া দুটোই		**৩**	নিজ মালিকানা এবং ভাড়া দুটোই	

২১. পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্যাবলী

২১.১ জমাজমির তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	**জমাজমির ধরণ**	**বর্তমানে জমাজমির পরিমাণ (শতাংশ)**
১	বসতবাড়ি	
২	বাগান	
৩	চাষকৃত জমি	
৪	অনাবাদী জমি	
৫	পুকুর	
সর্বমোট		

২১.২ পরিবারের সম্পদের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	সম্পদের বর্ণনা	আছে কি না ? (হ্যাঁ=১; না= ২)
১	খাট	
২	টিভি	
৩	রেডিও	
৪	মোবাইল	
৫	অলংকার (সোনা/রুপা)	
৬	বাইসাইকেল	
৭	মোটর সাইকেল	
৮	মাছধরা জাল	
৯	পবাদি পশু	
১০	হাঁস-মুরগী	
১১	নৌকা	
১২	ভ্যান	
১৩	অন্যান্য (যদি থাকে)	

২২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২২.১ নিরাপদ পানি ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে	প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বে)
১	খাবার পানির উৎস্ ? (টিউবওয়েল/শ্যালো/ডিপ/সাপ্লাই=১;পুকুর=২;কুয়া=৩; অন্যান্য=৪)		
২	খাবার পানি আর্সেনিক মুক্ত কি না (হ্যাঁ=১; না= ২)		

২২.২. পায়খানার ধরণ ও ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে	প্রকল্পে অংশগ্রহণের পূর্বে)
১	পায়খানার ধরণ (কোড:পাকা=১;আধাপাকা=২; রিং স্ল্যাব=৩;খোলা/ঝুলন্ত=৪)		

২৩। **প্রকল্প সম্পর্কে মন্তব্য করুন/বক্তব্য দিন**

১.----------

২.----------

৩.----------

৪.----------

২৪। সুফলভোগীদের সন্তুষ্টির মাত্রা (টিক দিন)

১	খুব ভাল	
২	ভাল	
৩	গড়	
৪	খারাপ	
৫	খুব খারাপ	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

কন্ট্রোল

সংযুক্তি-২.২

প্রকল্পের উপকারভোগী নয়-জলাশয় (বিল/নদী) সম্পর্কিত তথ্য জরীপ প্রশ্নমালা

চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ভূমিকা: আস্সালামু আলাইকুম। আপনারা ভাল আছেন আশা করি। আমরা সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য এসেছি। আপনাদের জলাশয়টি উক্ত প্রকল্পভূক্ত ছিল না। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার এলাকার জেলে ও অন্যান্য দরিদ্র মানুষের জলাশয় সংস্কার, ছোট প্রজাতির মাছ মজুদ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। এ ব্যাপারে আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। আপনার দেওয়া মতামত ও তথ্য সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------

সুফলভোগীর নাম:----------

মোবাইল নম্বর ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: দিন ☐☐ মাস ☐☐ বছর ☐☐☐☐

১। জেলা : ---------- ☐☐

২। উপজেলা: ---------- ☐☐☐

৩। ইউনিয়ন: ---------- ☐☐☐

৪। গ্রাম: ---------- ☐☐☐

৫। জলাশয়ের ধরণ ও আয়তন

ক্রমিক নং	জলাশয়ের ধরণ	আয়তন (শতাংশ)
১	বিল	
২	নদী	
৩	খাল	

৬। আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান): ১. পুরুষ ☐ ২.নারী ☐ ৩. মোট ☐☐ জন

৭। জলাশয়টির ওপর নির্ভরশীল জনবলের সংখ্যাঃ ----------জন

৮। সরকারের কোন প্রকল্প থেকে আপনি কি ধরণের সহায়তা পেয়েছেন? একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

১) আর্থিক অনুদান ☐

২) প্রশিক্ষণ ☐

৩) কারিগরি সহায়তা ☐

৪) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)---------- ☐

৯। আপনার জলাশয়ে দেশী প্রজাতির ছোট মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে কি না?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে মাছের নাম বলুন এবং নীচের টেবিলে টিক দিন। একাধিক উত্তর হতে পারে।

১	পাবদা		৮	পুঁটি	
২	গুলশা		৯	মলা	
৩	কৈ		১০	ঢেলা	
৪	শিং		১১	বাটা	
৫	মাগুর		১২	টেংরা	
৬	বাইম		১৩	তিন কাটা/বাতাসি	
৭	খরকি		১৪	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

খ) মাছের পোনা সংগ্রহের উৎসঃ

১. প্রকল্পভূক্ত নার্সারি/হ্যাচারি ☐ ২. স্থানীয় নার্সারি/হ্যাচারি ☐ ৩. প্রাকৃতিক উৎস ☐ ৪. অন্যান্য ☐ ৫. প্রযোজ্য নয় ☐

১০। আপনার মাসিক গড় আয় সম্পর্কে তথ্য দিন

ক. বর্তমানে মাসিক গড় আয় (টাকায়) = ---------- টাকা

১১। আপনি কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না (টিক দিন)? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? (টিক দিন)

১	ছোট প্রজাতির মাছ চাষ		৮	পোনা মাছের চাষ	
২	সমন্বিত মাছ চাষ		৯	কৈ মাছ চাষ	
৩	রুই জাতিয় মাছ চাষ		১০	পাঙ্গাস মাছ চাষ	
৪	তেলাপিয়া মাছ চাষ		১১	শিং-মাগুর চাষ	
৫	চিংড়ি চাষ		১২	খাঁচায় মাছ চাষ	
৬	পাবদা ও গুলশা মাছ চাষ		১৩	অন্যান্য	
৭	দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ		১৪	কৈ,শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	

যদি না হয়, তাহলে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন? (টিক দিন)

১	ছোট প্রজাতির মাছ চাষ	
২	সমন্বিত মাছ চাষ	
৩	ব্যবস্থাপনা	
৪	বাজারজাতকরণ	
৫	আর্থিক হিসাব	
৬	পোনা সংরক্ষণ	
৭	অন্যান্য	

১২। প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলে প্রশিক্ষণ থেকে কি ভাবে উপকৃত হয়েছেন? টিক দিন

১	মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৪	সচেতনতা বেড়েছে	
২	মাছের প্রজনন সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৫	প্রশিক্ষণ কাজে লাগায় উৎপাদন ও আয় বেড়েছে	
৩	মাছের সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা হয়েছে		৬	অন্য চাষিকে চাষ পরামর্শ প্রদানের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে	

১৩। ছোট প্রজাতির মাছের পোনা মজুদ ও উৎপাদন/আহরণ সংক্রান্ত

পোনা মজুদ তথ্য			উৎপাদন তথ্য	
পোনা মজুদের সন	প্রজাতির নাম	পরিমাণ (কেজি)	প্রজাতির নাম	পরিমাণ (কেজি)
২০০৯				
২০১০-২০১৪				
২০১৫				

বি:দ্র: পোনা মজুদ ও মাছের উৎপাদনের তথ্যের কলামে পরিমাণ সংখ্যায় উল্লেখ করলে তা কেজিতে পরিবর্তন করে উল্লেখ করতে হবে

১৪। আপনার জলাশয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এলাকার মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল কি? (টিক দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৫। পরিবেশের উপর জলাশয়ের কোন প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না? হ্যাঁ হলে টিক দিন।

একাধিক উত্তর হতে পারে। জলাশয়ের পানি কি দুষিত হয় ? হলে কি ভাবে? দুষনের কারণ ও কি কি ক্ষতি হচ্ছে বলুন।

১	ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল		৫	অক্সিজেনের অভাব হওয়ায় মাছ ভেসেছিল	
২	পানি ভাল না থাকায় মাছ মারা যায়		৬	পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়	
৩	পরিবেশ ভাল না থাকায় পুকুরে অপ্রয়োজনীয় আগাছা জন্ম নেয়		৭	ভাল পরিবেশ না থাকার কারণে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন কম হয়েছে	
৪	পানির পিএইচ স্বাভাবিক ছিল না		৮	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

১৬। **(ক) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)**

ক্রমিক নং	**বর্তমানে বাসগৃহের ধরণ**	
১	পাকা	
২	আধা পাকা	
৩	টিনের ঘর	
৪	মাটির ঘর	
৫	অন্যান্য	

১৬। (খ) পারিবারিক সাধারণ তথ্যাবলী (টিক দিন)

	বর্তমানে মালিকানার ধরণ	
১	সম্পূর্ণ নিজ মালিকানা	
২	সম্পূর্ণ ভাড়া	
৩	নিজ মালিকানা এবং ভাড়া দুটোই	
৪	অন্যান্য	

১৭। পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্যাবলীঃ

১৭.১ জমাজমির তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	**বর্তমানে জমাজমির ধরণ**	**জমাজমির পরিমাণ (শতাংশ)**
১	বসতবাড়ি	
২	বাগান	
৩	চাষকৃত জমি	
৪	অনাবাদী জমি	
৫	পুকুর	
সর্বমোট		

১৭.২ পরিবারের সম্পদের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	সম্পদের বর্ণনা	আছে কি না ? (হ্যাঁ=১; না= ২)
১	খাট	
২	টিভি	
৩	রেডিও	
৪	মোবাইল	
৫	অলংকার (সোনা/রুপা)	
৬	বাই সাইকেল	
৭	মোটর সাইকেল	
৮	মাছধরা জাল	
৯	গবাদী পশু	
১০	হাঁস-মুরগী	
১১	নৌকা	
১২	ভ্যান	
১৩	অন্যান্য (যদি থাকে)	

১৮। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১৮.১ নিরাপদ পানি ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে
১	খাবার পানির উৎস ? (টিউবওয়েল/শ্যালো/ডিপ/সাপ্লাই=১;পুকুর=২;কুয়া=৩; অন্যান্য=৪)	
২	খাবার পানি আর্সেনিক মুক্ত কি না (হ্যাঁ=১; না= ২)	

১৮.২. পায়খানার ধরণ ও ব্যবহার

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্তমানে
১	পায়খানার ধরণ(কোড:পাকা=১;আধাপাকা=২; রিং স্ল্যাব=৩;খোলা/ঝুলন্ত=৪)	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

সংযুক্তি-৩.১

পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট
জলাশয়-পুকুর এবং জলাশয় (বিল/নদী/খাল)

প্রকল্পের নাম: চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প

জলাশয়ের/পুকুরের নাম: **আয়তন:**

উপজেলা: **জেলা:**

পর্যবেক্ষণকারীর নাম:

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম:

১। বাস্তবায়িত স্কিমের নাম:

২। সুফলভোগী দলের সংখ্যা: সদস্য সংখ্যা-পুরুষ:--------- জন; মহিলা:-------- জন; মোট:-------- জন

৩। প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সাহায্যের ধরণ:

ক. সংস্কার/খনন/পুন:খননের জন্য অর্থ বরাদ্দ

খ. প্রশিক্ষণ

গ. কারিগরি সহায়তা

ঘ. ছোট প্রজাতির পোনা মাছ

ঙ. অন্যান্য

৪। সংস্কার/খনন/পুন:খননের কাজ শুরুর তারিখ: ----------শেষ হওয়ার তারিখ----------

৫। সংস্কার/খনন/পুন:খননের কাজ সময়মত শেষ হয়েছিল কি না। হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

যদি না হয়ে থাকে তবে কেন হয়নি বলুন।

৬। জলাশয়টি/পুকুরটি বর্তমানে মৎস্য চাষ/সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপযোগী আছে কি না।

যদি না থাকে এর কারণ বলুন। ১। হ্যাঁ ☐ ২। না ☐

৭। বর্তমানে জলাশয়টিতে কি কি প্রজাতির ছোট মাছ প্রজনন করছে এবং উৎপাদন হচ্ছে?

১	পাবদা		৮	পুঁটি	
২	গুলশা		৯	মলা	
৩	কৈ		১০	ঢেলা	
৪	শিং		১১	বাটা	
৫	মাগুর		১২	টেংরা	
৬	বাইম		১৩	তিন কাটা/বাতাসি	
৭	খরকি		১৪	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৮। বর্তমানে জলাশয়টি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সহায়ক না হুমকি স্বরুপ?

১. সহায়ক ☐ ২.হুমকি স্বরুপ ☐

৯। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জলাশয়টি সংস্কার/খনন/পুন:খনন করা হয়েছে এর সুফল সুফলভোগীরা এখনও পাচ্ছে কি না।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১০। জলাশয়টি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ধারাবাহিকতা বজায় আছে কি না। হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা থাকিলে বলুন।

১১। জলাশয়ে গঠিত সুফলভোগী দল এখনও কার্যকর আছে কি না । হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

না থাকিলে এর কারণসমূহ বলুন।

১২। শস্য ক্ষেত্রে কেমিক্যাল পেস্টিসাইড প্রদানের ফলে জলাশয়গুলোতে মাছের আবাসন ও প্রজননে কি প্রভাব পড়েছে বলে বলে আপনি মনে করেন?

১	মাছের মৃত্যু হার বাড়ে		৫	পানি দুষিত হয়ে যায়	
২	ডিম ধারণক্ষমতা কমে যায়		৬	দৈনন্দিন কাজে পানি ব্যবহার করা যায় না	
৩	মাছ ও সকল জলজপ্রাণী হুমকিযুক্ত হয়ে পরে		৭	জলজ জীববৈচিত্র্য কমে যায়	
৪	জলাশয়ে অক্সিজেন কমেম যায়		৮	বিবিধ	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর:
তাং:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর:
তাং:

সংযুক্তি-৩.২

পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট (সরকারি খামার)

প্রকল্পের নাম: **চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প**

খামারের নাম: **আয়তন:**

উপজেলা: **জেলা:**

পর্যবেক্ষণকারীর নাম:

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম:

১। বাস্তবায়িত স্কিমের নাম:

২। নার্সারির সংখ্যা:

৩। প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সাহায্যের ধরণ:

ক. অর্থ বরাদ্দ

খ. প্রশিক্ষণ

গ. কারিগরি সহায়তা

ঙ. অন্যান্য

৪। কাজ শুরুর তারিখ: ----------শেষ হওয়ার তারিখ----------

৫। কাজ সময়মত শেষ হয়েছিল কি না।

১. হ্যাঁ ২. না ☐

যদি না হয়ে থাকে তবে কেন হয়নি বলুন।

৬। খামারটি বর্তমানে দেশীয় ছোট মাছের পোনা উৎপাদনর হচ্ছে কি না।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি না হয় এর কারণ বলুন।

যদি হ্যাঁ হয় তবে বর্তমানে খামারটিতে কি কি প্রজাতির ছোট মাছের নার্সারি করা হচ্ছে এবং উৎপাদন হচ্ছে?

১	পাবদা		৮	পুঁটি	
২	গুলশা		৯	মলা	
৩	কৈ		১০	ঢেলা	
৪	শিং		১১	বাটা	
৫	মাগুর		১২	টেংরা	
৬	বাইম		১৩	তিন কাটা/বাতাসি	
৭	খরকি		১৪	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৭। ছোট প্রজাতির পোনা মাছের Survival rate:

প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে ছিল (%) ☐ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (%) ☐

৮। যে উদ্দেশ্য নিয়ে খামারটিতে দেশীয় ছোট মাছের নার্সারি স্থাপন করা হয়েছিল এর সুফল চাষিরা এখনও পাচ্ছে কি না।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৯। খামারটিতে দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ধারাবাহিকতা বজায় আছে কি না।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা থাকিলে বলুন

১০। খামারটি প্রকল্পভূক্ত ও নার্সারি স্থাপনের ফলে কি উপকার হয়েছে? উত্তর একাধিক হতে পারে

১	খামারটিতে উন্নয়নমূলক কাজ হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে		৭	দেশীয় ছোট মাছের নার্সারি স্থাপনের ফলে পোনা সহজলভ্য হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে	
২	পোনা বিক্রি থেকে খামারের রাজস্ব আয় বেড়েছে		৮	হুমকিযুক্ত দেশীয় ছোট মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে	
৩	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে		৯	চাষিদের সাথে যোগাযোগ বেড়েছে	
৪	পোনা ক্রেতা চাষিদের আয় বেড়েছে		১০	খামারটি জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে	
৫	দেশীয় ছোট মাছের নার্সারি স্থাপনের ফলে চাষি ও কর্মীদের প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান বেড়েছে		১১	কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে	
৬	দেশীয় ছোট মাছের নার্সারি স্থাপনের ফলে খামারে জলজ জীববৈচিত্র্য বেড়েছে।		১২	অন্যান্য	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

সংযুক্তি-৪

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের পিপিআর-২০০৮ অনুসরনের চেকলিষ্ট

টেন্ডার/প্যাকেজের নং:

টেন্ডার/প্যাকেজের নাম:

টেন্ডারের ধরণ: উন্মুক্ত----------সীমিত----------কোটেশন----------অন্যান্য (উল্লেখ করুন)----------

চুক্তির মূল্য:----------

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	প্রযোজ্য বিধি এবং বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
১	ক) পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল কি না ? খ) বিজ্ঞাপন প্রকাশ হলে পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ		
২	ক) সিপিটিইউ (Central Procurement and Technical Unit or CPTU) এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল কি না? খ) হয়ে থাকিলে তারিখ		
৩	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিল?		
৪	কতজন দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল?		
৫	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটির (টিওসি) সদস্য সংখ্যা কতজন?		
৬	টিওসি-তে সদস্য সংখ্যা কতজন?		
৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (টিওসি) সদস্য সংখ্যা কতজন?		
৮	টিওসি-তে বহিঃস্থ দপ্তর সমূহের সদস্য সংখ্যা কতজন?		
৯	বৈধ দরপত্রের (Responsive) সংখ্যা কতটি?		
১০	ক) বাতিল বিবেচিত (Non-responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি? খ) দরপত্র বাতিল বিবেচিত হওয়ার কারণ কি?		
১১	যথাসময়ে দরপত্র অনুমোদন হয়েছিল কি না?		
১২	দরপত্রের মূল বৈধতার মেয়াদে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল কি না? মেয়াদ কতদিন ছিল?		
সার্বিক পর্যবেক্ষণ:			

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

সংযুক্তি-৫

এফজিডি চেকলিষ্ট

স্থান: উপজেলা: জেলা: তাং:

অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গ	পদবী/সুফলভোগী দলে পদবী	মোবাইল নং
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						
১২						
১৩						
১৪						
১৫						

নির্দেশনামূলক প্রশ্ন:

১। এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনারা কি জানের তা বিস্তারিতভাবে বলুন।

২। এই প্রকল্পের সুফলভোগী কারা বলুন (√ টিক দিন)

ক. জলাশয়ের তীরবর্তী দরিদ্র জনসাধারণ

খ. জলাশয়ের তীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনসাধারণ

গ. শুধু মৎস্যজীবি

ঘ. মৎস্যজীবি ও স্থানীয় জনসাধারণ

৩। এই প্রকল্পের সাথে আপনাদের সম্পর্ক/সম্পৃক্ততা কি?

ক্রমিক নং	প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী (কতজন)	পরোক্ষ সুবিধাভোগী (কতজন)	সুবিধা বহির্ভূত (কতজন)
১			
২			
৩			

৪। এই প্রকল্প থেকে আপনারা কি কি সহযোগিতা পেয়েছেন?

ক্রমিক নং	সহযোগিতার ধরণ	কতজন
১	প্রশিক্ষণ	
২	পোনা	
৩	অন্যান্য উপকরণ (মাছের খাবার,সার, ঔষধ, ইত্যাদি)	
৪	সরকারী/বেসরকারি দপ্তর সমূহের সাথে যোগসূত্র স্থাপন	
৫	উৎপাদিত মাছ/মাছের পোনা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রাপ্তি	
৬	অন্যান্য	

৫। প্রকল্প থেকে সহযোগিতা/সেবাসমূহ পাওয়ার ফলে প্রাপ্ত উপকারসমূহ

ক্রমিক নং	উপকারসমূহ	কোড
১	১=মাছ চাষের দক্ষতা বেড়েছে; ২=মাছের উৎপাদন বেড়েছে; ৩=দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে; ৪=দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন বেড়েছে; ৫=মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার জ্ঞান বেড়েছে; ৬=সচেতনতা বেড়েছে; ৭= আয় বেড়েছে;৮= দুষণমুক্ত পানি পাওয়া যাচ্ছে; ৯=পানিবাহিত রোগ-বালাই কমেছে; ১০= মাছ ছাড়াও অন্যান্য জলজ প্রাণী বেড়েছে	

৬। এই এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন অসুবিধা হয়েছে কি না বলুন।

৭। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে কি না? বেড়ে থাকিলে আনুমানিক কতগুণ বেড়েছে?

৮। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর ভাল বা মন্দ কি ধরণের প্রভাব পড়েছে ? পড়ে থাকলে কি কি প্রভাব পড়েছে সেগুলো উল্লেখ করুন:

ক. ভাল প্রভাবসমূহ:

খ. মন্দ প্রভাবসমূহ:

৯। এই প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগসমূহ এবং হুমকি বা ঝুঁকি সমূহ কি কি উল্লেখ করুন?

১০। এই এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগের তুলনায় বেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে তা কি ভাবে হয়েছে বলুন।

১১। এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন প্রয়োজন আছে কি? প্রয়োজন থাকিলে কেন প্রয়োজন বলুন। প্রয়োজন না থাকিলেও এর কারণসমূহ বলুন।

সংযুক্তি-৬.১

কেআইআই প্রশ্নপত্র

(মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা)

প্রকল্পের নাম: **চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প**

তথ্যদাতা কর্মকর্তা**র নাম:** **পদবী:**

কর্মস্থল: **মোবা**ইল নং:

১। আপনি কি মনে করেন যে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে? হ্যাঁ / না (টিক দিন)।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐ ৩.জানা নেই ☐

যদি না হয়ে থাকে তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো কি কি?

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৩। আপনার জানামতে জলাশয় (বিল/মরা নদী)/খাল/পুকুর/খামারের নার্সারি পুকুর নির্বাচন/সংযোগ চাষি ও তাঁর পুকুর নির্বাচন, অর্থ বরাদ্দ,অনুমোদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পের নীতিমালা/গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে কি? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐ ৩.জানা নেই ☐

যদি না হয়ে থাকে কি কারণে হয় নাই বলুন:

৪। আপনার জানামতে প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে জলাশয়ের দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তি, পুকুরে চাষ, সুফলভোগী দলের সদস্যবৃন্দ এবং অনুদানপ্রাপ্ত সংযোগ চাষির জীবনমানের উন্নতি হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐ ৩.জানা নেই ☐

৫। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় জলাশয় পুন:খনন ও ছোট প্রজাতির পোনামাছ অবমুক্তির ফলে অবমুক্তকৃত মাছের প্রজনন, মৎস্য উৎপাদন এবং জলজ জীববৈচত্র্য বেড়েছে কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐ ৩.জানা নেই ☐

৬। আপনার জানামতে প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহ সংস্কার/খনন/পুন:খননের ফলে জলাশয়সমূহের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐ ৩.জানা নেই ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে এর ফলে কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলুন:

৭। আপনার মতে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ সমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ কি কি বলুন।

সবল দিক:----------

দুর্বল দিক:----------

সুযোগসমূহ: ----------

ঝুঁকি সমূহ:----------

৮। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তবে আপনার পরামর্শ কি কি বলুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

সংযুক্তি-৬.২

কেআইআই প্রশ্নপত্র

(প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাবৃন্দ, মৎস্য অধিদপ্তর)

প্রকল্পের নাম: **চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প**

তথ্যদাতা কর্মকর্তা**র নাম:** **পদবী:**

কর্ম**স্থল:** **মোবা**ইল নং:

১।ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

২। এ প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন,প্রকল্প ব্যয়,বাস্তবায়ন কাল ও অর্থায়ন,ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ,অর্থ অবমুক্তি/ছাড় ও ব্যয়ের ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৩। প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারী খামারের স্থাপনকৃত দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

হ্যাঁ হলে প্রকল্পের অনুদানপ্রাপ্ত/সংযোগ চাষির পুকুরে উক্ত পোনা সরবরাহ হয়েছে কি ?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি না হয়ে থাকে তবে কি কারণে সরবরাহ করা হয় নাই ?

৪। জলাশয় (বিল/মরা নদী)/পুকুর/খামারের নার্সারি পুকুর নির্বাচন/সংযোগ চাষির ও তাঁর পুকুর নির্বাচন, অর্থ বরাদ্দ,অনুমোদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পের নীতিমালা/গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি না হয়ে থাকে কি কারণে হয় নাই বলুন ।

৫। প্রকল্প সহায়তার ফলে জলাশয়ের (বিল/নদী/খাল) সুফলভোগী দলের সদস্যবৃন্দ এবং সংযোগ চাষির জীবনমানের কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৬। জলাশয় সংস্কার ও ছোট প্রজাতির পোনামাছ অবমুক্তির ফলে অবমুক্তকৃত মাছের প্রজনন, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্য উৎপাদনে কি ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে?

৭। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে কিভাবে হয়েছে বলুন

৮। প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহের ব্যবস্থাপনা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছিল কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের কি কি উপকার হয়েছে?

৯। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগী এবং স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে?

১০। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ সমূহ এবং ঝুঁকি/হুমকিসমূহ কি কি বলুন।

সবল দিক:----------

দুর্বল দিক:----------

সুযোগসমূহ:----------

ঝুঁকিসমূহ:----------

১১। প্রকল্পের ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ- ২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কি না।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

হ্যাঁ হলে এর ফলে কি উপকার হয়েছে ?

১২। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তবে আপনার পরমর্শ কি কি বলুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

সংযুক্তি -৬.৩

কেআইআই প্রশ্নপত্র

(জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী)

প্রকল্পের নাম: চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প

তথ্যদাতা কর্মকর্তার নাম: পদবী:
কর্মস্থল: মোবাইল নং:

১। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আপনার এবং আপনার দপ্তরের ভূমিকা কি ছিল?

আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো কি কি?

২। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার দপ্তরে বরাদ্দকৃত সম্পদ (অর্থ ও জনবল) যতেষ্ট ছিল কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি না হয় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা ছিল?

৩। আপনার জেলায় সরকারী খামারে প্রকল্পের আওতায় ছোট প্রজাতির মাছের নার্সারি স্থাপন ও উৎপাদিত মাছের পোনা সংশ্লিষ্ট সংযোগ চাষির পুকুরে সরবরাহ হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

হ্যাঁ হলে এর ফলে সুফলভোগীদের কি কি উপকার হয়েছে ?

৪। আপনার জেলা/উপজেলার জলাশয় (বিল/মরা নদী)/পুকুর/খামারের নার্সারি পুকুর নির্বাচন/সংযোগ চাষি ও তাঁর পুকুর নির্বাচন, অর্থ বরাদ্দ, অনুমোদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পের নীতিমালা/গাইডলাইন/অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি হ্যাঁ না হয়ে থাকে কি কারণে হয় নাই বলুন :

৫। প্রকল্প সংস্থান থেকে উপজেলাসমূহের পুন:খনন এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে ছোট প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তির ফলে কি ধরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৬। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে কিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে হয়েছে বলুন

৭। প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহের ব্যবস্থাপনা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছিল কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে এ ধরণের ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের কি কি উপকার হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৮। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগী এবং স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৯। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ সমূহ এবং ঝুঁকি/হুমকিসমূহ কি কি বলুন।

সবল দিক:----------

দুর্বল দিক:----------

সুযোগসমূহ:----------

ঝুঁকিসমূহ:----------

১০। প্রকল্পের ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ- ২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কি না।

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

হ্যাঁ হলে এর ফলে কি উপকার হয়েছে ?

১	অডিট আপত্তি খুব কম হয়েছে		৫	প্রকল্পের অর্থ অপচয় হয় নাই	
২	প্রকল্পের অর্থ অপচয় কম হয়েছে		৬	ভবিষ্যৎ অর্থব্যয়ে সতর্কতা অবলম্বনের শিখন হয়েছে	
৩	অর্থ বিধি অনুযায়ী অর্থব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে		৭	অন্যান্য	
৪	সরকারের অর্থব্যয় যথাযথভাবে হয়েছে				

১১। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তবে আপনার পরামর্শ কি কি বলুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:

মোবাইল নং:

স্বাক্ষর:

তাং:

সংযুক্তি-৬.৪

কেআইআই প্রশ্নপত্র

(স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ-সুফলভোগী এবং সুফলভোগী নয় এমন ব্যক্তিবর্গ)

প্রকল্পের নাম: চিহ্নিত ও অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প

তথ্যদাতার নাম: পেশা/পদবী:
গ্রাম: মোবাইল নং:

১। প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনি কি জানেন বলুন।

২। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে কি না বলুন। হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
যদি না হয়ে থাকে তবে কি কি কারণে হয়নি বলুন।

৩। জলাশয় নির্বাচন,সুফলভোগী নির্বাচন এবং সংযোগচাষি নির্বাচনের বিষয়টি কি আপনি জানেন? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
এলাকাবাসী কি জানে? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।

৪। সুফলভোগীদের ও সংযোগচাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কি না এবিষয়ে আপনি কি জানেন বলন।

৫। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন ও উৎপাদন বেড়েছে কি? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য কি বেড়েছে? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
না বেড়ে থাকলে কেন বাড়েনি বলুন

৬। আপনার মতে প্রকল্প সহায়তার ফলে জলাশয়ের সুফলভোগী দলের সদস্যবৃন্দ এবং সংযোগ চাষির জীবনমানের কি উন্নয়ন বা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলুন।

না হয়ে থাকিলে এর কারণ বলুন।

৭। আপনার জানা মতে এ উপজেলায় প্রকল্পসংস্থান থেকে কোন জলাশয় সংস্কার/খনন/পুন:খননের করা হয়েছে কি? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
হয়ে থাকিলে এর ফলে জলাশয়সমূহের আবাসস্থল ও বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার হয়েছে কি না এবং এর ফলে কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলুন।

৮। প্রকল্প খেকে সরকারী খামারের পুকুরে ছোট প্রজাতির মাছের পোনামাছ উৎপাদন করে সংযোগ চাষির পুকুরে সরবরাহ দেওয়ার বিষয়টি কি আপনি জানেন? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
জেনে থাকিলে এর ফলে কি কি সুফল ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আপনি মনে পারে বলুন

না জেনে থাকিলে এর কারণ বলুন

৯। প্রকল্প সংস্থান থেকে অত্র উপজেলার মুক্ত জলাশয়ে ছোট প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তকরণের বিষয়টি কি আপনি জানেন? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
জেনে থাকিলে আপনার জানা মতে এর ফলে কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা বলুন

১০। আপনার জেলা/উপজেলায় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগী এবং স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১১। আপনি কি মনে করেন যে সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রম রাখা প্রয়োজন? হ্যাঁ/ না (টিক দিন)।
হ্যাঁ বা না হলে কেন বলুন।

১২। ভবিষ্যতে আপনার উপজেলায় এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর:
তাং:

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং:
স্বাক্ষর:
তাং

সংযুক্তি-৭

প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের তালিকা

১। প্রকল্পের অঙ্গ অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

বিষয়	ভৌত			আর্থিক		
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	(%)	বাজেট (টাকা)	ব্যয়কৃত (টাকা)	(%)
রাজস্ব						
কর্মকর্তাবৃন্দের বেতন						
সংস্থাপন ব্যয়-বেতন						
ভাতাদি						
টিএ/ডিএ						
জ্বালানি এবং লুব্রিকেন্টস/ যানবাহন ভাড়া						
এসআইএস সংরক্ষণ কেম্পেইন (র‍্যালি,রোড ড্রামা ইত্যাদি)						
ভিডিও ফিল্ম তৈরিকরণ						
রেডিও/টিভি এডভারটাইসম্যান্ট						
সম্প্রসারণ সামগ্রী, বুকলেট, পোষ্টর তৈরিকরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা						
প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি (মডিউল,ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি						
প্রশিক্ষণ						
কর্মশালা/সেমিনার						
এসআইএস পোনা/ মাছের পোনা মজুদ						
সম্মানি						
প্রকল্প মূল্যায়ন						
টেলিফোন বিল						
দৈনিক শ্রমিক						
অফিস প্রহরী						
অফিস কন্টিনজেন্সি ও বিবিধ						
৫৭ টি সরকারী খামারে মাছের প্রজনন/চাষ/ এসআইএস প্রজাতির ট্রেইল সুবিধা প্রদান						

৫০০ বেসরকারি খামারে মাছের চাষ সুবিধা প্রদান						
মোট						
মূলধন						
ফটোকপিয়ার						
এয়ার কন্ডিশনার						
কম্পিউটার (এক্সেসরিজ সহ)						
আসবাবপত্র (দপ্তরের জন্য টেবিল, চেয়ার,আলমিরা ইত্যাদি)						
টেলিফোন						
ফ্যাক্স						
সংযোগ খাল খনন/পুন:খনন						
নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুন:খনন (৩১০৫ হেক্টর)						
মোট						
সর্বমোট						

২। ফটোকপিয়ার মালামাল/দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়, সংযোগ খাল খনন/পুন:খনন, নির্বাচিত জলাশয় খনন/পুন:খনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় পিপিআর-২০১৮ অনুযায়ী হয়েছে কি না, উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না,ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ,অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ, প্রভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হবে।

৩। যানবাহন ভাড়া, এয়ার কন্ডিশনার কম্পিউটার (এক্সেসরিজ সহ), আসবাবপত্র, টেলিফোন ও ফ্যাক্স এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং ফলপ্রসূতা আলোচনা করা হবে।